পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 249 Saturday, 9 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৪৯ সংখ্যা ❋ ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২, শনিবার, ৯ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

প্রতিদিন ৫০০ টাকা! ভোটের কাজে কর্মীদের ‘সাম্মানিক বৃদ্ধি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার। ফের একবার কর্মীদের সাম্মানিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। এর আগে বিহারে বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জনের সঙ্গে যুক্ত বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-দের বার্ষিক সাম্মানিক দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন। এবার সেই বিএলও-দের পাশাপাশি অন্যান্য কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। তবে এবারের পদক্ষেপ যে শুধুই ইনটেনসিভ রিভিশনের উপর ভিত্তি করে এমনটা নয়। শুক্রবার কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচন এবং সেই সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত কমিশনের কর্মীদের সাম্মানিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনের সময় মাসের পর মাস, ঘণ্টার পর ঘণ্টা জনস্বার্থে কর্মীদের নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এই সাম্মানিক বৃদ্ধি। কমিশনের জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার, কাউন্টিং পার্সোনাল, মাইক্রো

অবসার্ভার ও অন্যান্য নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনকি, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক, কেন্দ্রীয় বাহিনী, সেক্টর অফিসারদেরও সাম্মানিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। কমিশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রিসাইডিং অফিসারদের আগে সাম্মানিক ছিল ৩৫০ টাকা প্রতিদিন। যা বাড়িয়ে করা হল ৫০০ টাকা প্রতিদিন। পোলিং অফিসারদের সাম্মানিক বৃদ্ধি পেয়ে হল দৈনিক ৪০০ টাকা। একই সাম্মানিক দেওয়া হবে কাউন্টিংয়ের কাজে যুক্ত কর্মীদেরও। এছাড়াও, অন্যান্য কর্মী যাদের সাম্মানিক দৈনিক হিসাবে নির্ধারিত হয় না তাদের নির্বাচনী নির্দিষ্ট কাজ শেষে প্রদান করা হবে ৩ হাজার টাকা। এছাড়াও, একেবারে খাওয়ার খরচ বাবদ নির্বাচনী ময়দানে নেমে কাজ করা কর্মীদের প্রদান করা হবে দৈনিক ৫০০ টাকা। কমিশন আরও জানিয়েছে, ভোটের সঙ্গে যুক্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের ১৫ দিনের কাজ বাবদ এবার থেকে প্রদান করা হবে ৪ হাজার টাকা। কেউ যদি ১৫ দিনের বেশি কাজ করেন, তা হলে সপ্তাহের ভিত্তিতে তাকে প্রদান করা হবে ২ হাজার টাকা করে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ১৫ দিনের কাজ বাবদ প্রদান করা হবে ৩ হাজার টাকা। আর ১৫ দিনের বেশি কাজ করলে সপ্তাহের ভিত্তিতে দেড় হাজার টাকা।

কেউ অনুমতি নেয়নি, হিংসাত্মক প্রতিবাদ হলে কড়া ব্যবস্থা!

নবান্ন অভিযান প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের এক বছর পার হবে শনিবার, ৯ অগস্ট। সেইদিনই নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। তৃণমূল ছাড়া সব রাজনৈতিক দল এবং আমজনতাকে এই অভিযানে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। তবে রাজ্য পুলিশ সাংবাদিক বৈঠক

করে জানিয়েছে, নবান্ন অভিযানের কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তবে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন হলে তাঁরা বাধা দেবেন না। কিন্তু হিংসাত্মক প্রতিবাদ হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করা হয় রাজ্য পুলিশের তরফে। সেখানে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার বলেন, কলকাতা হাইকোর্টে তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে প্রতিবাদ করা মৌলিক অধিকারের মধ্যে। তবে এও স্পষ্ট করা হয়েছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা বা হিংসা ছড়ানোর কোনও জায়গা নেই। সেই প্রেক্ষিতেই তিনি মনে করান, প্রতিবাদ করতে হলে সেটা করতে হবে আইন মেনে, শান্তিপূর্ণ ভাবে। কোনও রকম ক্ষতি না করে। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানান হয়েছে, নবান্ন চত্বরে বিএনএস-এর ১৬৩ ধারা জারি থাকে। তাই সেখানে কোনও ভাবেই জমায়েত করতে দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বিকল্প জায়গার কথাও বলেছেন তাঁরা। বলা হয়েছে, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট উপযুক্ত জায়গা চিহ্নিত করেছে - সাঁতরাগাছি বাস স্ট্যান্ড। এদিকে, আর আর এভিনিউকে কলকাতা পুলিশ বিকল্প জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সেখানে কর্মসূচি করলে প্রশাসনের কোনও অসুবিধা নেই। ‘অভয়া মঞ্চ’ শনিবারই কালীঘাট অভিযানের ডাক দিয়েছে। তবে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা একেবারে স্পষ্ট করে জানান, এই অভিযান করা যাবে না। তবে তাদেরকেও প্রতিবাদের জন্য বিকল্প জায়গা বলে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নিশ্চিত করা হয়েছে, শনিবার পুলিশ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত থাকবে। যেখানে যেখানে থাকার দরকার সেখানে থাকবে। ইতিমধ্যেই নবান্নমুখী একাধিক রাস্তায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাওড়ার সাঁতরাগাছি, ফোরশোর রোডের বাঁশতলা মোড়, জিটি রোড লাগোয়া হাওড়া ময়দান - এইসব গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে লোহার বিম ঢালাই করে ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। ব্যারিকেডগুলিকে নাট-বল্টুর সাহায্যে শক্ত করে আটকে দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনওভাবেই তা ভেঙে পেরনো সম্ভব না হয়। এছাড়াও মল্লিক ফটক, কাজীপাড়া, ব্যতাই তলা সহ আরও বেশ কিছু জায়গায় বাঁশ ও লোহার তৈরি অতিরিক্ত ব্যারিকেড বসানো হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, বিশৃঙ্খলা ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা। পাশাপাশি, সাঁতরাগাছিতে তৈরি করা হয়েছে একটি অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম। লোহার কন্টেনারেই থাকবে পুলিশের এই বিশেষ নজরদারি ইউনিট।

একটা ভোটার বাতিল হলে প্রধানমন্ত্রীও অবৈধ অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ বিহারের পর বাংলায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নবান্নের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, রাজ্য এখন এসআইআর-র জন্য প্রস্তুত নয়। এবার বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুললেন, যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ২৪ মাস সময় লাগে, তা একমাসে হবে কী করে? একইসঙ্গে কেন্দ্য় সরকারকে খোঁচা দিয়ে তাঁর বক্তব্য, যদি ভোটার তালিকায় অবৈধ ভোটার থেকে থাকেন, তাহলে এই অবৈধ ভোটারদের দ্বারাই প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। সেই হিসেবে প্রধানমন্ত্রীও অবৈধ। শুক্রবার দিল্লি থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক। সেখানে ভোটার তালিকায় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে কমিশন ও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বিজেপিকে তোপ দেগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রত্যেক নির্বাচনে বিজেপি বাংলায় হেরেছে। এখন এত শ্রম দিয়ে, এত নিত্য যাতায়াত করে তো লাভ নেই। মানুষ ভোট দিলে তো বিজেপির বিপক্ষে দেবে। এটা বিজেপি দেখেছে। তাই ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা কৌশল হচ্ছে এসআইআর। ইয়েস স্যার বলে নির্বাচন কমিশনের মতো একটা প্রতিষ্ঠানকে যারা বিক্রি করে দিয়েছে, আমরা তাদের বলছি, নো স্যার। এসআইআর বাংলায় হবে না। এই চুপি চুপি ভোটের কারচুপি আমরা বাংলায় করতে দেব না। আর এসআইআর-র নামে একটা মানুষের ভোটাধিকার যদি বাদ যায়, নির্বাচন কমিশন

> বাংলার একটা নাম বাদ গেলে লক্ষ মানুষকে নিয়ে কমিশনের অফিস ঘেরাও করব

ঘেরাও করব এক লক্ষ বাঙালিকে নিয়ে। এদের ক্ষমতা থাকলে আটকে দেখাবে।’’ বিজেপির কথা ও ইশারায় কমিশন কাজ করছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এসআইআর নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক বলেন, ‘‘আমরা চাই, সংসদ চলুক। কিন্তু, কেন্দ্রের নিশ্চয় কিছু লুকানোর আছে, তাই তারা আলোচনা চাইছে না।’’ এরপর তিনি বলেন, এসআইআর প্রক্রিয়া করতে ২ বছর লাগে। সেটা একমাসে করবেন কীভাবে? আর আপনি যদি বলেন, ভোটার তালিকায় গরমিল রয়েছে, তাহলে এই ভোটার তালিকাতেই তো ২০২৪ সালে কেন্দ্রে সরকার নির্বাচিত হয়েছে। তাহলে তো সেই সরকার অবৈধ। প্রধানমন্ত্রী অবৈধ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবৈধ। প্রতিরক্ষামন্ত্রী অবৈধ। এই সাংসদদের ভোটে আবার রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তাঁরা অবৈধ। পুরো দেশটাই তো অবৈধরা চালাচ্ছেন।’’ অভিষেক বলেন, এসআইআর-এ যারা দিন আনে দিন খায়, সেই গরিব মানুষের নাম সবার আগে বাদ যাবে।’’ গতকাল ইন্ডি জোটের বৈঠকে থাকা নিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের অবস্থান খুব স্পষ্ট। তৃণমূলের জন্য যদি কেউ এক পা হাঁটে, তৃণমূল তার জন্য এক পা হাঁটবে। কিন্তু, আমাদের গুরুত্ব হচ্ছে বাংলা। বাংলাভাষাকে যেভাবে বাংলাদেশি বলা হচ্ছে, আমাদের সমর্থনে যারা এক পা হেঁটেছে, আমরা তাদের জন্য হাঁটব। আমাদের কোনও ইগো নেই। আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি। এই স্বৈরাচারী বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি।’’ তিনি আরও জানান, ‘‘ইন্ডি জোটের পক্ষে একটি প্রতিনিধি দল ১১ আগস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশনে যাবে। সংসদ থেকে মিছিল করে তারা যাবে। আমার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি থাকায়, যেতে পারব না। তবে সেখানে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা থাকবেন।’’

‘সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং’ সংসদের বাইরে ভোট চুরি ইস্যুতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্টঃ এসআইআর ইস্যুতে উত্তাল জাতীয় থেকে রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যে বিহারে ৬৫ লক্ষের বেশি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। এরই মধ্যে আবার বাংলায় এসআইআর হতে পারে, এমন সম্ভাবনা প্রবল। সেই নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার দিল্লিতে সংসদের বাইরে এই ইস্যুতে বিক্ষোভ করেছে বাংলার শাসক দল। প্রতিবাদে সামিল ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূলের সাংসদরা একজোট হয়ে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। শুধু তাই নয়, এর আসল অর্থ কী, সেটাও বোঝান। তৃণমূলের দাবি - এটি আসলে ‘সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং’। এইভাবে বাংলা তথা বাঙালির ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বাংলা-বাঙালিকে অপমান করা করছে নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে, বাংলা ভাষার অপমানের অভিযোগ তুলেও সংসদের বাইরে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। সামনের সারিতে দেখা যায়, মালা রায় থেকে শুরু করে, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুস্মিতা দেব সহ প্রমুখদের। বৃহস্পতিবার দিল্লি যাওয়ার আগে এই ইস্যুতেই সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ বক্তব্য ছিল, এখনও বাংলার নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস দেরি। কিন্তু বিগত এক-দেড় বছর ধরে বাংলার সরকারকে কাজ করতে দিচ্ছে না নির্বাচন কমিশন। কার্যত এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে তাঁরা। আর এর ফায়দা পাচ্ছে বিজেপি। অভিষেকের কথায়, ‘‘বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে, বিচারব্যবস্থাকেও লাগাচ্ছে। আর বাংলার মানুষের ভোটাধিকার কাড়ার চেষ্টা করছে।’’

অফিসারদের বরখাস্ত করতে রাজ্যকে সময় বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ গত দু'দিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লাগাতার বলে চলেছেন, নির্বাচন কমিশন চার জন অফিসার ও একজন ডেটা এন্ট্রি কর্মীর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের নির্দেশ দিলেও নবান্ন তা মানতে বাধ্য নয়। নবান্ন কাউকে সাসপেন্ড করবে না। কিন্তু কমিশন শুক্রবার ফের মুখ্য সচিবকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিল, নবান্নকে অবিলম্বে ওই অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। শুধু তাই নয়, ১১ আগস্ট সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যে কমিশনকে এ ব্যাপারে রিপোর্টও দিতে হবে। বারুইপুর পূর্ব (১৩৭) এবং ময়না (২০৬) বিধানসভা কেন্দ্রের ফর্ম-৬ আবেদন নিষ্পত্তিতে অনিয়মের অভিযোগে কদিন আগে কঠোর পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠানো এক চিঠিতে কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, এই দুই কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা চারজন নির্বাচন অফিসার ও এক ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কমিশনের তরফে রাজ্য সরকারকে ওই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, সহকারী ইআরও তথাগত মন্ডল, ময়না বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও বিপ্লব সরকার ও এআইআরও সুদীপ্ত দাসকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য সচিব মনোজ পন্থের কাছে ওই চিঠি পাঠানো

হয়েছিল। শুক্রবার ফের এ ব্যাপারে মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্য সরকারের সচিব সুজিত মিশ্র। চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, ওই চারজন আধিকারিক ছাড়াও ফর্ম-৬ প্রসেসিংয়ে যুক্ত ক্যাজুয়াল ডেটা এন্ট্রি অপারেটর সুরজিত হালদারের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করতে হবে। কমিশনের মতে, এতদিন পেরিয়ে গেলেও রাজ্যের তরফে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনও পদক্ষেপের রিপোর্ট কমিশনের কাছে জমা পড়েনি। তাই ফের জানানো হয়েছে, দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে আগামী ১১ই আগস্ট ২০২৫, দুপুর ৩টার মধ্যে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাঠাতে হবে। কমিশনের এই চিঠিতেই পরিস্কার যে রাজ্য সরকার ও কমিশনের মধ্যে এ ব্যাপারে শঠে শাঠ্যং শুরু হয়ে গেছে। এই সংঘাতের শেষ কোথায় তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, কমিশনের এই নির্দেশ মানতে রাজ্য বাধ্য নয়। কমিশনের পাল্টা বক্তব্য, রাজ্য সরকারের যে অফিসাররা ডেপুটেশনে নির্বাচন কমিশনের জন্য কাজ করছে, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করার এক্তিয়ার তাদের রয়েছে। বিষয়টি এখন আদালত পর্যন্ত গড়ায় কিনা সেটাই দেখার।

নবান্ন থেকে সিইও দফতরে গেল চিঠি, এসআইআর নিয়ে বড় অবস্থান রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ প্রস্তুত নয় রাজ্য। বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সমীক্ষা হলেও বাংলায় তা এখন সম্ভব নয়। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে এই মর্মে চিঠি দিয়ে সেই কথাটাই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই চিঠিতে বাংলার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জানিয়েছেন, রাজ্য এখন এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত নয়। আর এভাবে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন করা যায় না। এর জন্য ন্যূনতম দু'বছর সময় প্রয়োজন হয়। সম্প্রতি, নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বা সিইও দফতর জানিয়েছিল যে এসআইআর-এর জন্য বাংলা প্রস্তুত। কিন্তু এবার সেই চিঠিকেই যেন পক্ষান্তরে খারিজে ‘মরিয়া’ নবান্ন। তড়িঘড়ি রাজ্যের অবস্থান বুঝিয়ে কমিশনের সিইও-র দফতরে চিঠি পাঠালেন মুখ্যসচিব। বোঝালেন, এখনও সময় হয়নি। পাশাপাশি, মুখ্যসচিব পন্থের পাঠানো সেই চিঠিতে ক্ষোভ ঝরে পড়েছে বলেই সূত্রের খবর। কেন রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে সিইও দফতর কমিশনকে চিঠি পাঠাল, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে মুখ্যসচিবের পাঠানো চিঠিতে। তবে রাজ্যের এই অবস্থান কিন্তু একেবারেই সহজ চোখে দেখছে না বিজেপি। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘সবটাই বোঝা যাচ্ছে। এরা যেনতেন প্রকারেণ এসআইআর আটকাতে মরিয়া। কারণ, ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জন হলে রোহিঙ্গাদের

ভোটে জেতা এই সরকার মুখ থুবড়ে পড়বে। তবে কমিশন দেশের সার্বভৌমিত্বকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ করবে। আর এসআইআর ছাড়াও বিজেপিও বাংলায় নির্বাচনে যেতে নারাজ।’’ উল্টোদিকে, তৃণমূলের তরফে মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, এসআইআর নিয়ে প্রহসন চলছে। রাহুল গান্ধি তো তথ্য তুলে ভোট চুরি দেখালেন। নির্বাচন কমিশন আগে সেগুলোর জবাব দিক। উল্লেখ্য, এসআইআর নিয়ে নবান্নের সঙ্গে কমিশনের সংঘাত যেন চড়ছে। আর সংঘাতের সূত্রপাত বিহারের পরিমার্জন পর্ব মেটার খানিক পর থেকেই। হঠাৎ করে মুখ্যসচিবের কাছে চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, রাজ্যের সিইও দফতরকে স্বতন্ত্র করতে হবে। অর্থাৎ ‘স্বাধীন’ হতে চায় রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সেই থেকে শুরু হওয়া সংঘাতে জুড়ে গিয়েছে বহু অধ্যায়। জুড়ে গিয়েছে বাংলার আধিকারিকদের নিলম্বিত করার নির্দেশ, জুড়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ‘ঢাল’ হয়ে দাঁড়ানোর কথা। এবার জুড়ে গেল রাজ্যের অবস্থান। কিন্তু শেষ কোথায়? ওয়াকিবহাল মহল বলছে, শেষ এসআইআর প্রসঙ্গ দিয়েই হবে। তবে রাজ্য জিতবে নাকি কমিশন সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এসআইআর বিতর্কের মাঝেই বাংলার ৫০০ ভোটার কার্ড বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ এসআইআর বিতর্কের মাঝেই বাংলায় বাতিল হয়ে গেল ৫০০ ভোটার কার্ড। সিইও দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁরা খতিয়ে দেখছেন ভোটার কার্ড। জানা যাচ্ছে, গত তিন মাসে এরকম পাঁচশো জনের ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা আদতে বাংলাদেশি, কিন্তু তাঁদের এদেশের ভোটার কার্ড

বাংলাদেশি। কিন্তু তাঁদের এদেশের ভোটার কার্ড ছিল। বিহারে এসআইআর শুরুর পর থেকেই তৎপর ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস। ইতিমধ্যেই ভুয়ো ভোটারের একাধিক অভিযোগ উঠেছে। যে সমস্ত এলাকায় ইমিগ্রেশন আধিকারিকরা রয়েছেন, রয়েছে। বিমানবন্দর, বনগাঁ-সহ একাধিক জায়গায় ইমিগ্রেশন আধিকারিকরা এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছেন। এই ধরনের ভোটার কার্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা করছেন। কমিশন সব খতিয়ে দেখে বাংলাদেশি হিসাবে চিহ্নিতদের ভোটার কার্ড বাতিল করেছে। শুক্রবারও এরকম দুজনের ভোটার কার্ড পাওয়া গিয়েছে, যাঁরা আদতে বাংলাদেশি। এদিন দুজনের তথ্য মুখ্যসচিবকে দেয় কমিশন। দুজনের কাছেই ভুয়ো ভোটার কার্ড ছিল। কমিশন সূত্রে খবর, যাঁদের এখনও পর্যন্ত ভোটার কার্ড বাতিল করা হয়েছে, তাঁরা আর অন্য কোনও দেশের নয়, কেবল বাংলাদেশেরই বাসিন্দা। এই বিষয়টি কমিশন আরও গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এমনিতেই এসআইআর বিতর্কে তপ্ত রাজ্য। বিহারের পর বাংলায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন শুরু করতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নবান্নের তরফে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে, রাজ্য এখন এসআইআর-র জন্য প্রস্তুত নয়। এবার বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একজন ভোটারের নাম বাদ দিতে দেবেন না বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

রাজ্য প্রশাসনে ঢুকেছে ভাড়াটে সেনা, আই-প্যাকের সঙ্গে অশুভ আঁতাতেই চলছে মমতার সরকার শুভেন্দু

দুরন্ত বর্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক কাঠামোতে ‘আই-প্যাক’-এর ‘অনুপ্রবেশ’কে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার একাধিক পোস্টে তিনি দাবি করেন, ‘রাজ্যের প্রশাসনিক দায়িত্ব কার্যত আউটসোর্স করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আই-প্যাক কর্মীরা এখন প্রশাসনিক কাজেও হস্তক্ষেপ করছে।’ শুভেন্দুর অভিযোগ, ‘আই-প্যাক নামে এক কর্পোরেট সংস্থার জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট পর্যন্ত এখন সরকারি অফিসারদের উপর নির্দেশ জারি করছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের অধিকর্তা এবং অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার এক অফিসারকেও তারা শাসাচ্ছে।’ শুভেন্দু আরও বলেন, ‘যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিমদের এ রাজ্যে ঠাঁই দিয়েছেন, ঠিক তেমনই কর্পোরেট দালালদেরও প্রশাসনে ঢুকিয়ে দিয়েছেন।’ এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকার বা আই-প্যাক কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। তবে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘ডাহা মিথ্যে কথা। আরজি করের সময় ‘আমি সোমা বলছি’ বলে যেমন বিভিন্ন বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছিল শুভেন্দুও সেই রকম বিভ্রান্তি ছড়ানোর পলিটিক্স করছেন। ও

(শুভেন্দু) যে অভিযোগ করছেন তা সম্পূর্ণ অবাস্তব।’’ এ প্রসঙ্গে শুভেন্দু আইএএস অ্যাসোসিয়েশন এবং ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের সংগঠনকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন- ‘‘তাঁরা কি এ বিষয়ে মুখ খুলবেন না? তাঁদের কি এটা মেনে নিতে কোনও আপত্তি নেই যে কোনও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থার কর্পোরেট কর্মীরা এখন প্রশাসনিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করছে?’’ শুভেন্দুর প্রশ্ন, ‘‘আই-প্যাক যেহেতু সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কৌশল তৈরি করে এবং তাদের সংগঠন চালায়, তাহলে সেই একই সংস্থা কীভাবে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কাজেও যুক্ত থাকতে পারে? এটা কি আদৌ আইনসঙ্গত?’’ বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন, ‘‘এই কাজে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে? এই টাকা কি রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকেই দেওয়া হচ্ছে? তাহলে এটা শুধু বেআইনি নয়, এক বড়সড় আর্থিক কেলেঙ্কারি বললেও কম বলা হয়।’’ রাজ্যবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ হচ্ছে বলেও শুভেন্দু অভিযোগ তোলেন। তাঁর কথায়, ‘‘মানুষ ভাবেন সরকার তাঁদের স্বার্থে কাজ করছে, কিন্তু বাস্তব হল সরকার চলছে তৃণমূল কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় ফেরানোর লক্ষ্যে। প্রশাসন সেই লক্ষ্যেই নিশ্চুপ থেকে সহযোগিতা করছে।’’ সবশেষে শুভেন্দু জানান, ‘‘এই অশুভ আঁতাত এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নিতে চলেছি। এই নষ্ট সিস্টেমকে ঠিক করতেই হবে।’’

নির্বাচন কমিশন ভোট চুরি করার জন্য বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করছেঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ভোট চুরি করার জন্য বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করছে। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ এনেছেন।তিনি বলেছেন, মহারাষ্ট্রে ৫ মাসের মধ্যে ৫ বছরের তুলনায় আরও বেশি ভোটার যোগ হওয়ায় আমাদের সন্দেহ হয় এবং বিকেল ৫টার পর ভোটার উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। বিধানসভায় আমাদের জোটের পতন ঘটে এবং লোকসভায় আমাদের জোটের জয় হয়। খুবই সন্দেহজনক। আমরা দেখতে পেলাম, লোকসভা এবং

বিধানসভার মধ্যে এক কোটি নতুন ভোটার এই খেলায় অংশ নিয়েছেন। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে গিয়ে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলাম এবং আমাদের যুক্তির মূল কথা ছিল যে, মহারাষ্ট্র নির্বাচন চুরি হয়েছে। ভোটার তালিকা এই দেশের সম্পত্তি। নির্বাচন কমিশন আমাদের ভোটার তালিকা দিতে অস্বীকার করে।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, এরপর তারা খুব মজার কিছু করেছিল। তারা বললো আমরা সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট করে ফেলবো। এটা আমাদের কাছে অবাক করার মতো ছিল, কারণ মহারাষ্ট্রে বিকেল ৫.৩০ টার পরে বিপুল ভোটগ্রহণের সংখ্যা যোগ করার জন্য একটি প্রশ্ন ছিল। আমাদের লোকেরা জানত যে, ভোটকেন্দ্রে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। বিকেল ৫.৩০ টার পরে কোনও বিশাল ভোটগ্রহণ হয়নি। এই দুটি বিষয় আমাদের যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত করে বিশ্বাস করতে বাধ্য করেছিল যে, ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোট চুরি করার জন্য বিজেপির সঙ্গে যোগসাজশ করছে।

দুস্থ পদ্মপ্রাপকদের নিজেদের অর্থ দিয়ে তহবিল তৈরিতে পদ্মপ্রাপকদের আবেদন

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ দুস্থ পদ্মপ্রাপকদের পাশে দাঁড়াতে নিজেদের সীমিত অর্থ দিয়ে একটা তহবিল তৈরির পদ্মপ্রাপকদের আবেদন করলেন পদ্মপ্রাপক এক চিকিৎসক অরুণোদয় মন্ডল। শুক্রবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, খবরের কাগজে পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত দু ঃখীরাম মাঝির করুণ দৃশ্য দেখে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় একটা ঘরও জোটেনি। একবেলা পান্তা জুটলেও অন্য বেলা হা-অন্ন।অন্যদিকে আরেক পদ্মশ্রী রতন কাহার বিনা চিকিৎসায় শয্যাশায়ী। এই আমাদের উন্নতশীল ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপকদের বারোমাস্যা।দিল্লির অভিজাত হোটেলে এক রাত চব্য - চষ্য খাইয়ে গাড়ি করে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিয়ে হাতে একটি মানপত্র

ও পদক ধরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলেই কি সব দায়িত্ব কর্তব্য শেষ হয়ে যায় ?এই নিয়ে এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে আবেদন রেখেছিলাম - অন্যান্য পুরস্কারের মত পদ্মশ্রী পুরস্কারের ক্ষেত্রে একটি প্রাইজ মানি চালু করা যায় কিনা, এমনকি এহেনা দু ঃস্থ পদকপ্রাপকদের একটা সাম্মানিক ভাতা বা পেনশন দেওয়া যায় কিনা।কিন্তু কে শোনে কার কথা? সবাই ব্যস্ত ভোট নিয়ে। তাই এবার অন্যান্য পদ্মপ্রাপকদের কাছে সবিনয়ে আবেদন - আসুন আপনারা আমাদের সীমিত অর্থ দিয়ে.একটা ফান্ড গড়ে তুলি যার মাধ্যমে দু ঃখীরাম মাঝি বা রতন কাহারদের মত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারি।মানুষের মতো বাঁচবার সুযোগ যদি না দিতে পারি তাহলে বেছে বেছে এই সমস্ত হা-অন্ন মানুষদের পদ্মশ্রী সম্মান দিয়ে তাদের দারিদ্রতাকে উপহাস করা কেন ? বন্ধ হোক এ প্রহসন।এই পোস্ট করার এক ঘন্টার মধ্যে শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টায় ১০টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। প্রতিটিতেই স্বাগত জানানো হয়েছে অরুণোদয়বাবুর প্রস্তাবকে।

যাত্রীস্বার্থে বিভিন্ন স্টেশনে সাতটি এক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের অক্ষয়বট রায়নগর, দুবাহা, কর্পুরীগ্রাম, নারায়ণপুর অনন্ত, নয়াগাঁও, সিহো, সিলাউট, সোনপুর এবং তেঘরা স্টেশনে সাতটি এক্সপ্রেস ট্রেনের অতিরিক্ত স্টপেজ চালু হয়েছে। ১৩১০৫ শিয়ালদহ - বালিয়া এক্সপ্রেস এবং ১৩১০৬ বালিযা - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস। অক্ষয়বট রায়নগরে আসবে রাত ১২টা ৫২ ও বেলা ১২টা ২৪-এ। ১৩০২১ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস এবং ১৩০২২ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস দুবাহা স্টেশনে আসবে যথাক্রমে রাত ১২টা ৫২ ও বেলা ১২টা ২৪-এ। ১৫০২৭ সম্বলপুর - গোরখপুর এক্সপ্রেস এবং ১৫০২৮ গোরখপুর - সম্বলপুর এক্সপ্রেস কর্পূরিগ্রাম স্টেশনে আসবে যথাক্রমে সকাল ৬টা ৫২ ও বেলা ২টা ৫৪-তে। ১৮১৮১ টাটানগর - থাওয়ে এক্সপ্রেস এবং ১৮১৮২ থাওযে.- টাটানগর এক্সপ্রেস কর্পূরিগ্রাম স্টেশনে আসবে যথাক্রমে সকাল ১০টা ২২ ও বিকেল ৪টা ৪৬-এ। ১৩০২১ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস এবং ১৩০২২ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস নারায়ণপুর অনন্ত স্টেশনে আসবে যথাক্রমে ভোর ৪টা ২০ ও বেলা ১টা ৫৩-তে। ১৩০১৯ হাওড়া - কাঠগুদাম বাগ এক্সপ্রেস এবং ১৩০২০ কাঠগুদাম - হাওড়া বাগ এক্সপ্রেস নয়াগাঁও স্টেশনে আসবে যথাক্রমে রাত ১টা ২৫ ও বেলা ১১টা ৪১-তে। ১৩১০৫ শিয়ালদহ - বালিয়া এক্সপ্রেস এবং ১৩১০৬ বালিয়া - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস নয়াগাঁও স্টেশনে আসবে রাত ১টা ২৫ ও বেলা ১১টা ৪১-এ। ১৩০২১ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস এবং ১৩০২২ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস শিহো স্টেশনে আসবে যথাক্রমে ভোর ৪টা ৮ ও বেলা ২টা ৩-এ। ১৩০২১ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস এবং ১৩০২২ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস সিলাউট স্টেশনে আসবে যথাক্রমে ভোর ৪টা ১৫ ও বেলা ১টা ৫৮-এ। ১৩১৩৭ কলকাতা - আজমগড় এক্সপ্রেস। ১২.০৮.২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু হবে ১৩১৩৮ আজমগড় - কলকাতা এক্সপ্রেস। এই দুই ট্রেন যথাক্রমে রাত ০০:৩০ এবং বেলা ১২:৫০ টায় শোনপুর পৌঁছাবে। ১৫০৪৭ কলকাতা - গোরক্ষপুর এক্সপ্রেস (০৭.০৮.২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু) এবং ১৫০৪৮ গোরক্ষপুর - কলকাতা এক্সপ্রেস (০৮.০৮.২০২৫ তারিখে যাত্রা শুরু) যথাক্রমে ০২: ৩০ ঘন্টঞ্জ এবং ১৫:৪৩ টায় শোনপুর পৌঁছাবে। ১৮১৮১ টাটানগর - থাওয়ে এক্সপ্রেস এবং ১৮১৮২ থাওয়ে - টাটানগর এক্সপ্রেস (উভয় যাত্রা ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে শুরু) শোনপুর পৌঁছাবে দুপুর ১:২৫ টায়। এবং যথাক্রমে ১৪:১৮ ঘন্টা।। ১৩০২১ হাওড়া - রক্সৌল এক্সপ্রেস এবং ১৩০২২ রক্সৌল - হাওড়া এক্সপ্রেস তেঘরা স্টেশনে আসবে যথাক্রমে রাত ২টো ৯ ও বেলা ৪টা ১০-এ।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে সংসদের বাইরে তৃণমূলের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ৮ আগস্ট ঃ এসআইআর নিয়ে শুক্রবার দিল্লিতে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ করে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। প্রতিবাদে সামিল ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এসআইআর নিয়ে উত্তাল জাতীয় থেকে রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যে বিহারে ৬৫ লক্ষের বেশি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক। এরই মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হতে পারে, এমন সম্ভাবনা প্রবল। সেই নিয়ে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।তৃণমূলের সাংসদরা একজোট হয়ে এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। শুধু তাই নয়, এর আসল অর্থ কী, সেটাও বোঝান। তৃণমূলের দাবি - এটি আসলে 'সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং'। এইভাবে বাংলা তথা বাঙালির ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলা-বাঙালিকে অপমান করা করছে নির্বাচন কমিশন। একই সঙ্গে, বাংলা ভাষার অপমানের অভিযোগ তুলেও সংসদের বাইরে সরব হন তৃণমূল সাংসদরা। সামনের সারিতে দেখা যায়, মালা রায় থেকে শুরু করে, রচনা বন্দ্যোাপাধ্যায়, জুন মালিয়া, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুস্মিতা দেব সহ প্রমুখদের।

মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার খোলা জলে সাঁতার প্রতিযোগিতা

মিঠুন হালদার,মুর্শিদাবাদঃ আগামী ৩১ অগাস্ট ভাগীরথী নদী বক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্বের দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার খোলা জলে সাঁতার প্রতিযোগিতা।মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থা আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক দেশের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। তবে গত বছর বিভিন্ন কারণে ৮১কিলোমিটার বিভাগে মাত্র ১৮ জন প্রতিযোগী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করল শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮ জন পুরুষ এবং একজন মহিলা প্রতিযোগিনী ৮১ কিলোমিটার বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রতিবছর বিশ্বের দীর্ঘতম এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে একাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করলেও ভারত -বাংলাদেশের মধ্যে চলা সাম্প্রতিক উত্তেজনার আবহে গত বছর সে দেশ থেকে একজন প্রতিযোগীও অংশগ্রহণ করতে পারেনি। মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থার অন্যতম কর্তা তথা আহিরণ 'স্টার্টিং পয়েন্টে'র আহ্বায়ক সুভাষ লালা বলেন,' ১৯৪৩ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। প্রথমে ৭৪ কিলোমিটার দূরত্বের এই প্রতিযোগিতা জঙ্গিপুর সদরঘাট থেকে শুরু হয়ে বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাটে শেষ হতো। তবে পরবর্তীকালে ব্রাজিলের একটি সন্তরণ সংস্থা নিজেদের দেশে ৭৮ কিলোমিটার

দূরত্বের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা শুরু করলে আমরা কিছুদিনের জন্য বিশ্বের দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা আয়োজনের শিরোপা হারিয়েছিলাম। 'তিনি জানান,' তবে এর কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয়.সন্তরণ সংস্থা এবং রাজ্য সন্তরণ সংস্থার অনুমোদন নিয়ে আমাদের আয়োজিত সাঁতার প্রতিযোগিতা মুর্শিদাবাদ জেলার আহিরণ ঘাট থেকে বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাট পর্যন্ত ৮১ কিলোমিটার দূরত্বের করা হয়।। এখনও পর্যন্ত এটিই বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা বলে আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে।'মুর্শিদাবাদ জেলা সন্তরণ সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতিবছর মুর্শিদাবাদ জেলায় অনুষ্ঠিত এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় নাম দেওয়ার জন্য দেশ-বিদেশের সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্য নাম নথিভুক্ত করার শেষ তারিখ থাকে ১৫ অগাস্ট। সুভাষবাবু জানান,'বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে চেয়ে এখনও পর্যন্ত দেশ-বিদেশের ২৫ জন প্রতিযোগী তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে স্পেন, বেলজিয়াম সহ বাংলাদেশের ৬ জন প্রতিযোগী রয়েছে।'তিনি বলেন,' তবে বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা ইতিমধ্যেই আমাদেরকে ভিসা সংক্রান্ত কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন। সেই সমস্যা মিটেলে তবেই বাংলাদেশের সাঁতারুরা ভারতে এসে ৮১ কিলোমিটার দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। 'সুভাষবাবু আরও জানান,' আমরা আশাবাদী বাকি কয়েকদিনের মধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে আরও বেশ কিছু প্রতিযোগী ৮১ কিলোমিটার বিভাগে নাম নথিভুক্ত করতে চেয়ে আবেদন জানাবেন।' তবে তিনি জানিয়েছেন , এই প্রতিযোগিতার জন্য যারা নাম নথিভুক্ত করবেন তাদের সকলকেই ভাগীরথী বক্ষে সাঁতার কাটার অনুমতি দেওয়া হয় না। সন্তরণ সংস্থার বিধিবদ্ধ কিছু নিয়ম রয়েছে। সেগুলোতে যে সমস্ত প্রতিযোগী উত্তীর্ণ হতে পারেন তাদেরকেই ৮১ কিলোমিটার বিভাগে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়।'মুর্শিদাবাদ জেলার বুকে বিশ্বের দীর্ঘতম সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও এর আযোজন করতে এখনও যে জেলা সন্তরণ সংস্থাকে বিপুল আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয় তা মেনে নিযেছেন সংস্থার এক্সিকিটিভ কমিটির সদস্য তথা জঙ্গিপুর সাব-কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ নন্দ। তিনি বলেন ,'প্রতিযোগীদের থাকা-খাওয়া. পুরস্কার বিতরণ এবং প্রতিযোগিতার দিন তাদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করতে প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু দেশের দীর্ঘতম এই সাঁতার প্রতিযোগিতায় আমরা তেমনভাবে কোনও স্পনসর পাচ্ছিনা।'তিনি জানান, '৮১ কিলোমিটার দূরত্বের প্রতিযোগিতায় খগেন দত্ত, বুলা চৌধুরীর মতো সাঁতারুরা অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের সংস্থার শংসাপত্র 'ইংলিশ চ্যানেল' কর্তৃপক্ষও গ্রহণ করে। তবে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আমরা এই প্রতিযোগিতা ভবিষ্যতে যাতে আরও শ্রীবৃদ্ধি হয.সেই চেষ্টা করছি। 'সন্তরণ সংস্থার তরফ থেকে, সাঁতার প্রতিযোগিতার দিন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান ছাড়াও রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী যাতে সাঁতারুদের উসাহ দেওয়ার জন্য মঞ্চে উপস্থিত থাকেন সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সন্তরণ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ,ওই একই দিনে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে বহরমপুর কে এন কলেজ ঘাট পর্যন্ত মহিলা এবং পুরুষদের জন্য পৃথকভাবে ১৯ কিলোমিটার দূরত্বের সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ডাক বিভাগ 'বৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি পোস্টকার্ডের সেট প্রকাশ

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ ডাক বিভাগ বৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক একটি বিশেষ চিত্র পোস্টকার্ড সেট প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুক্রবার, যার উদ্দেশ্য হল সাধারণের মধ্যে আবারও চিঠি লেখার অভ্যাসের প্রত্যাবর্তন এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহের আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানা গেছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক সত্ত্বা ও তাঁর সৃষ্ট চিরন্তন শিল্পকলা দূর দূরান্তের মানুষকে একত্রিত করে শিল্পে ও ছন্দে। কবিতা, দর্শন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আজও আমাদের অনুপ্রাণিত করে ও পথ দেখায়। এই থিমভিত্তিক পোস্টকার্ড সেট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর সাংস্কৃতিক মনোভাব এবং বর্ষার রোমান্টিকতাকে তুলে ধরবে।এই থিমটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় বৃষ্টির যে কবিত্বপূর্ণ চিত্র, নস্টালজিয়া এবং গীতিময়তা রয়েছে তা তুলে ধরবে, যেখানে প্রকৃতি, সাহিত্য ও আবেগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ পাওয়া যায়। এই উদ্যোগ তরুণ প্রজন্মকে চিঠি লেখার মাধ্যমে তাদের ভাব প্রকাশে উৎসাহিত করবে এবং একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুবার্ষিকীতে, পশ্চিমবঙ্গ ডাক বিভাগ বৃষ্টি ও রবীন্দ্রনাথ শীর্ষক আটটি পোস্টকার্ডের সেট প্রকাশ হয়েছে, যা কবিগুরুর বর্ষা বিষয়ক সাহিত্য এব বিশ্বে তার গভীর প্রভাবকে স্মরণ করবে।

ভারতেরও শুল্ক বাড়ানো উচিত, মন্তব্য শশী থারুরের

নয়াদিল্লি, ৮আগস্ট ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অতিরিক্ত ২৫ শুল্ক আরোপের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি শশী বলেছেন, এটি অবশ্যই প্রভাব ফেলবে, কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের ৯০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য রয়েছে, এবং যদি সবকিছু ৫০ বেশি ব্যয়বহুল হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতারাও ভাববে যে তারা কেন ভারতীয় জিনিস কিনবে?শশী আরও বলেছেন, যদি তারা এটি করে, তাহলে আমাদেরও আমেরিকান রফতানির উপর ৫০ শুল্ক আরোপ করা উচিত। এমন নয় যে কোনও দেশ আমাদের এভাবে হুমকি দিতে পারে। আমেরিকান পণ্যের উপর আমাদের গড় শুল্ক ১৭। কেন আমরা ১৭ এ থামবো? আমাদেরও এটি ৫০-এ উন্নীত করা উচিত। আমাদের তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, তারা কি আমাদের সম্পর্ককে মূল্য দেয় না? যদি ভারত তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে তাদেরও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না থাকাই উচিত।

জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকারের শনিবার জন্মদিন

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ৯ আগস্ট ১৯৯৩ ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় জন্মগ্রহণকারী একজন ভারতীয় জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার।জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতার সবচেয়ে কঠিন বিভাগ প্রদুনোভা ভল্ট সম্পন্নকারী পাঁচ মহিলার মধ্যে তিনি একজন, যাতে তার স্কোর ছিল সর্বোচ্চ (১৫.১০০)।তিনি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসে প্রথম ভারতীয় জিমন্যাস্ট হিসাবে ব্রোঞ্জ পদক জিতেন। দীপার আগে জিমন্যাস্টিকসে কোন ভারতীয় আন্তর্জাতিক কোন সম্মাননা পায়নি।এছাড়া দীপা এশিয়ান জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন এবং ২০১৫ ওয়ার্ল্ড আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিযনশিপে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। এত কম বয়সে এত বেশি সফলতা ও ভারতীয় প্রথম মহিলা জিমন্যাস্ট হিসাবে বেশি পরিচিত তিনি।২০১৬ সালে, দীপা কর্মকার ৫২.৬৯৮ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা জিমন্যাস্ট হিসাবে অলিম্পিক গেমসের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেন, যা ৫২ বছর পরে ভারতের প্রথম জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন।২০১৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করে।

বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

কলকাতা,৮ আগস্টঃশুক্রবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান -বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরণে আমার প্রণতি জানাই। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন। তিনি আমাদের প্রাণের কবি - আজ তাঁকে বিশেষভাবে অন্তরে আহ্বান করি। তিনি আমাদের অভিভাবক, তিনি আমাদের ধ্রুবতারা।গতবৃহস্পতি ঝাড়গ্রামে আমাদের সরকারি কর্মসূচি ছিল। সেখানে সর্বসমক্ষে অনেক মনীষীকে একত্র শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ ছিল। বিশ্বকবিকে সেই অবকাশে প্রণাম জানাই। সেই অনুষ্ঠানের আগে প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমেও তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। তাঁর স্মরণে প্রতিদিন-ই পুণ্যদিন।কবিকে স্মরণ করি ও তাঁকে উদযাপন করি বছরভর এবং দিবারাত্র।জাগরিত হোক সেই দেশ, যেখানে রবীন্দ্রনাথের ভাষা, বাংলা ভাষা, সম্মান পায়, মর্যাদা পায় ও সকল দেশবাসীর ভালবাসা পায়। বিকশিত হোক সেই দেশ, যে দেশে ভাষা-সন্ত্রাস থাকবে না।অন্যদিকে প্রয়াণ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে এক বার্তায় তিনি বলেন - আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।বছরের প্রতিটি দিনে, প্রতিটি মুহূর্তে তিনি আমাদের ঘিরে রয়েছেন। বিশেষত, আজ শুধু বাংলা ভাষা বলার জন্য বাঙালির ওপর যখন সন্ত্রাস নেমে আসছে, তখন তিনিই আমাদের লড়াই করার প্রেরণা।রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। আজ যখন তাঁর ভাষার ওপর আক্রমণ নেমেছে, তখন আমরা দু ঃখিত, ব্যথিত, মর্মাহত।চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, সেই ভারতের নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধ্রুবতারা।রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন থেকে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, আমরা ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছি। যতদিন এই বাংলা - বিদ্বেষ চলবে - আমরা লড়াই চালিয়ে যাবো। আর এই লড়াইয়ের পথে রবীন্দ্রনাথই আমাদের পথ নির্দেশক।আজ আমাদের নতুন করে শপথ নেবার দিন 'বাংলার ওপর ভাষা সন্ত্রাস মানবো না'।

ভারতীয় তাঁত শিল্প বিশ্বের সুস্থায়ী পণ্যের দাবি পূরণ করছে ঃগিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ৯ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয়.বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং গত বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সন্ত কবির হ্যান্ডলুম পুরস্কার এবং জাতীয় হ্যান্ডলুম পুরস্কার ২০২৫ প্রদান করেছেন। এই পুরস্কারের লক্ষ্য হল তাঁতি, ডিজাইনার, বিপণনকারী, স্টার্ট-আপ এবং উৎপাদক কোম্পানিগুলির কাজের স্বীকৃতি প্রদান করা, যারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।১১-তম জাতীয় তাঁত দিবস উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, এখন বিশ্ব সুস্থায়ী টেক্সটাইল পণ্যের দাবি করছে এবং ভারতীয় তাঁত শিল্প সেই চাহিদা পূরণ করছে। বিশ্বজুড়ে তাঁত পণ্য জনপ্রিয় করার আহ্বান জানান গিরিরাজ সিং। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তাঁর মন্ত্রক দেশের তাঁতিদের নকশা রক্ষা করার জন্য কাজ করছে।

চাম্বায় খাদে গাড়ি পড়ে হত ৬, শোকপ্রকাশ হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর

চাম্বা, ৮ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের চাম্বায় ৫০০ ফুট গভীর খাদে গাড়ি পড়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে চাম্বা জেলার তিসা মহকুমার চানওয়াস এলাকায় গাড়ির চাকা পিছলে যাওয়ায় তা খাদে পড়ে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখ্খু।তিনি জানান, চাম্বা জেলার তিসার চানওয়াসে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দু ঃখজনক ও বেদনাদায়ক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। আমি মৃতদের আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।উল্লেখ্য, গাড়ি চালাচ্ছিলেন স্থানীয় এক স্কুলের শিক্ষক। তিনি তাঁর স্ত্রী ও শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে ছেলেমেয়েকে বোর্ডিং স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন। মৃত্যু হয়েছে শিক্ষক, তাঁর স্ত্রী, শ্যালক, ছেলে, মেয়ে ও গাড়িতে থাকা অন্য এক আরোহীর।

ভারত গ্লোবাল দাবা লিগের তৃতীয় মরসুম আয়োজন করবে ১৩-২৪ ডিসেম্বর

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ভারত ১৩ থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্লোবাল দাবা লিগের তৃতীয় আসর আয়োজনকরবে।এর আগে দুবাই প্রথম সংস্করণটি আয়োজন করেছিল। ছয় দলের ফ্র্যাঞ্চাইজি দাবা টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণটি গত বছর লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।গ্লোবাল চেস লিগ হল বিশ্বের প্রথম ফ্র্যাঞ্চাইজি-ভিত্তিক দাবা লিগ এবং ফিডে এবং টেক মাহিন্দ্রার একটি যৌথ

উদ্যোগ।বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ত্রিবেণী কন্টিনেন্টাল কিংস টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছে।

আবার প্যারোলে মুক্ত গুরমিত রাম রহিম

রোহতক, ৮আগস্টঃ ধর্ষণ-খুনে সাজাপ্রাপ্ত আসামি, ডেরা সচ্চা সৌদা প্রধান গুরমিত রাম রহিম ফের প্যারোলে ছাড়া পেল। এ বার ৪০ দিনের জন্য জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে সে। মঙ্গলবার সকালে রোহতকের সুনারিয়া কারাগার থেকে বেরোতে দেখা গিয়েছে বিতর্কিত এই ধর্মগুরুকে। সেখান খেকে সোজা সিরসায় নিজের আশ্রমে গিয়েছে সে। ২০২০ সাল থেকে জেলবন্দি রাম রহিম। এর মধ্যে ১৪ বার প্যারোলে ছাড়া পেয়েছে সে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই ২১ দিনের জন্য প্যারোল পেয়েছিল রাম রহিম। এখনও পর্যন্ত মোট ৩২৬ দিন জেলের বাইরে কাটিয়েছে সে। ২০১৭ সালে দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের দায়ে রাম রহিমকে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ২০১৯ সালে এক সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতিকে খুনের মামলায়ও তাঁকে ও আরও তিনজনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

রাশিফল

মেষঃআপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়তো সেগুলির উত্তর পাবেন না।

বৃষঃআজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে পাার সম্ভাবনা আছে। যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ

মিথুনঃসাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন।

কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।

সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল

তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে

বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে

ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।

মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

মীনঃস্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ১১আগষ্ট, সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মৎস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৪.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার- সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল থেকে ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে ফিরে এসেছে বাম জমানার ত্রাসের স্মৃতি

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর,৮ আগস্ট ঃ নয়ের দশকের শেষ দিকে জমি বিক্রির টাকার বখরা নিয়ে গোলমাল ও খুনোখুনি ছিল শিল্পাঞ্চলে মস্তানরাজের চেনা ছবি। পিন্টুর খুনে কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘার গ্রেপ্তারিতে সেই মস্তানরাজেরই ঝলক দেখছেন এলাকার অভিজ্ঞ বাসিন্দদারা।

সম্প্রতি কোন্নগরে কানাইপুরের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তীর খুনে হুগলি শিল্পাঞ্চলে ফিরে এসেছে বাম জমানার ত্রাসের স্মৃতি। কলকাতার কাছে দিল্লি রোড ও জাতীয় সড়ক লাগোয়া হুগলির গ্রামীণ এলাকায় জমির দাম তুলনামূলক ভাবে কম। সেই কারণেই নানা ধরনের ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জন্য জমি নিয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তাতেই জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের মাঝখানে মধ্যস্থতা করতে মাথাচাড়া দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ীদের একাংশের পছন্দের জমি পাইয়ে দিতে জমির মালিকদের থেকে কখনও নিজেরা কখনও দালালের মাধ্যমে কম দামে জমি কিনে বেশি দামে বিক্রি করার রেওয়াজ চলছিল বাম জমানা থেকেই। তৃণমূল আমলে সেই প্রবণতা বেড়েছে বই কমেনি। হুগলি শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে গঙ্গার উল্টো দিকের উত্তর ২৪ পরগনার দুষ্কৃতীদের যোগাযোগ অনেক দিনের হুগলি শিল্পাঞ্চলের ত্রাস শ্যামল দাস ওরফে হুব্বা শ্যামলের উত্থান কোন্নগর থেকেই। বাম জমানায় রাজনৈতিক মদতে ঝড়ের গতিতে হুব্বার রমরমা বাড়তে থাকে। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনায় হুব্বার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে চলে। ওই সময়ে কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিম দিকে কানাইপুরের দুষ্কৃতী ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘার সঙ্গে এলাকা দখল নিয়ে সংঘাত শুরু হয় হুব্বার। মূলত হুব্বার দাপটেই বাঘা কানাইপুর ছেড়ে গঙ্গার উল্টো দিকের নিমতায় গিয়ে থাকতে শুরু করে। বাঘার ভাই বিশাও নিমতা বেলঘরিয়ায় থাকতো। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই জমি বিবাদের জেরে হুব্বা শ্যামল খুন হয়ে যায়। হুব্বা খুনে নাম জড়ায় তারই ছায়াসঙ্গী হাওড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রমেশ মাহাতো, নেপু গিরির। হুব্বার খুনে রমেশ, নেপুরা দীর্ঘদিন জেলে ছিল। তার পর থেকে হুগলি শিল্পাঞ্চলে খুব বড় কোনও দুষ্কৃতী বা গ্যাংস্টারদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু গত সপ্তাহে কানাইপুরে তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তীকে ভাড়াটে খুনিদের দিয়ে খুন করানো ও বাঘার নাম জড়ানোয় খুনখারাপির পুরোনো দৃশ্যপট ফিরবে কিনা সেই আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে বাসিন্দাদের মনে। পুলিশের একাংশের কথায়, কানাইপুরে দাপট থাকাকালীন সস্তায় অনেক জমি কিনে রেখেছিল বাঘা। এখনও বাঘার স্ত্রীর নামে কয়েকশো বিঘা জমি রয়েছে কানাইপুরে। সেই জমি কেনার জন্য ভাঙড়ের একটি কোম্পানির সঙ্গে কথা হয় বাঘার। কিন্তু জমি বিক্রির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কানাইপুর পঞ্চায়েতের সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী তথা মুন্না। সেই কারণেই পিন্টুকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করানোর অভিযোগ উঠেছে বাঘার বিরুদ্ধে। অপরাধ জগতে অনেকদিন ধরেই নিষ্ক্রিয় ছিল বাঘা। নিমতা ও বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে টুকটাক জমির দালালি করে দিন গুজরান করছিল সে। ভাই বিশার ছিল মুরগির ব্যবসা। পুলিশের দাবি, এতদিন ধরে জমি বিক্রি করতে না পারার আক্রোশেই বাঘা তার অপরাধ জগতের পুরোনো নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়েছে ভাই বিশার মাধ্যমে আনকোরা ও নতুন বিশ্বজিৎ ও দীপককে ভাড়া করে।

মাছের আড়তে কাজ করা বিশ্বজিৎ প্রামাণিক দিনে কয়েকশো টাকা আয় করত। দীপকও ভ্যান চালিয়ে কয়েকশো টাকার বেশি রোজগার করতে পারত না। এক ঝটকায় দু'জনে তিন লাখ টাকার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। যে কারণে সুপারির টাকাতেই বাঘা ও বিশার কথা মতো পিন্টুকে কাটারি দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে বিশ্বজিৎ। তাকে সঙ্গ দেয় দীপক। পিন্টু খুনের ঘটনায় পুলিশ বাঘা, বিশা, বিশ্বজিৎ ও দীপক-সহ চারজনকেই গ্রেপ্তার করেছে।

শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে নিখোঁজ হওয়ার ২২ দিন পর দেহ উদ্ধার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,মহেশতলা,, ৮ আগস্ট ঃ শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য বেরিয়ে নিখোঁজ থাকার ২২ দিন পর জঙ্গলে মিলল এক যুবকের বস্তাবন্দি দেহ! শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন এক যুবক। কিন্তু আর বাড়ি ফেরেননি সেই যুবক। পরিবারের লোকজন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করলেও লাভ হয়নি। ২২ দিন পর রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল বস্তাবন্দি দেহ।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল ছড়িয়েছে রবীন্দ্রনগরে। পরিবারের দাবি, ঘটনার নেপথ্যে মিঠু নামে এক ব্যক্তি।তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম তাজুদ্দিন। গত ১৬ই জুলাই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হন তিনি। কিন্তু তারপর থেকে পরিবারের সদস্যরা আর যোগাযোগ করতে পারেনি তাঁর সঙ্গে। এক কথায় ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর ১৭ তারিখ তাজউদ্দিনের মোটরবাইক পড়ে থাকতে দেখা যায় মহেশতলার আকড়া স্টেশনের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় রাজাবাগান থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে যুবকের পরিবারের লোকজন। এরপর বুধবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনগর থানা এলাকার পাঁচুর গাজি পাড়ার একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল যুবকের বস্তাবন্দি পচাগলা দেহ।বৃহস্পতিবার সকালে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের দাবি, তাঁদের বাড়ির ছেলেকে খুন করা হয়েছে। কিন্তু কেন এমন ঘটনা তা এখনও পরিস্কার নয়। এই ঘটনায় পরিবারের লোকজন মিঠু নামে এক ব্যক্তির দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরও হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

কলকাতায় অ্যামাজনের দৈত্যরা! আলিপুর চিড়িয়াখানায় নতুন সদস্য ২ সবুজ অ্যানাকোন্ডা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান হল। অবশেষে ১ হাজার ৭২১ কিলোমিটার পথ গাড়িতেই সফর করে আসে আলিপুর চিড়িয়াখানার অ্যামাজনের দৈত্যরা। গ্রিন করিডর করে তাদের নিয়েআসা হয়। চেন্নাই থেকে তাদের নিয়ে রওনা দিয়েছিলেন আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রতিনিধি দল। পথে যদি কোনও বিঘ্ন না হয়, তাহলে আজ শুক্রবার গভীর রাতে আলিপুরে তাদের পৌঁছে যাওয়ার কথা। মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ককে ইগুয়ানা ও শাঁখামুটি সাপ দিয়ে সবুজ অ্যানাকোন্ডা নিয়ে আসছে আলিপুর কর্তৃপক্ষ।সবুজ অ্যানাকোন্ডা নিয়ে আসার কথা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল।মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্কেও তাদের নিয়ে আসার কথা ছিল। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক আলিপুরকে সবুজ অ্যানাকোন্ডা দিতে রাজি হয়। নয়া অতিথিকে আনতে সোমবার চেন্নাই যান চিড়িয়াখানার এক রেঞ্জ আধিকারিক ও সাপের কিপার। সঙ্গে নিয়ে যান শাঁখামুটি, সবুজ ইগুয়ানা। আলিপুর চিড়িয়াখানারভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায় জানান, সুষ্ঠুভাবে শাঁখামুটি ও সবুজ ইগুয়ানা মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে সবুজ অ্যানাকোন্ডাকে নিয়ে ওই গাড়িতে ফিরছেন তাঁরা। হলুদের চেয়ে সবুজ অ্যানাকোন্ডার দৈর্ঘ্য আরও বেশি।

আর জি কর-কাণ্ডে অভিযুক্ত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় ফের বিপাকে। সংশোধনাগারে অসভ্য আচরণ ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। কারাসূত্রের খবর, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সংশোধনাগারের বিধিমতে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না। সাজা ঘোষণার পর থেকে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে রয়েছেন সঞ্জয় রায়। সংশোধনাগারের এক আধিকারিক জানান, সাত মাসের বেশি সময় হয়ে গেলেও, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুশোচনার ছাপ নেই। বরং দিন যত গড়াচ্ছে, ততই সহবন্দি ও কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য বেড়েই চলেছে। প্রথমদিকে সংশোধনাগারের বাগান দেখভালের কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল সঞ্জয়কে। নিয়ম অনুযায়ী, নতুন বন্দিকে প্রাথমিকভাবে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হয়, পরে স্থায়ী কাজের অনুমতি মেলে। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কথায়, শুরুতে সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু পরে তিনি কাজকর্ম এড়াতে শুরু করেন। কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গেও অশালীন ব্যবহার শুরু করেন।

ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণের জন্য শীতল জলাধারের পরিবর্তে বায়ু শীতল জলাধার স্থাপন করবে মেট্রো

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ভূগর্ভস্থ জলের মজুদের দ্রুত অবক্ষয় বিশ্বের জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে, জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যেই প্রকৃতির উপর ভূগর্ভস্থ জলের এত ব্যাপক ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ভূগর্ভস্থ জল জলচক্রের একটি অংশ। ভূগর্ভস্থ জল বেশিরভাগ ভৌগোলিক এবং জলবায়ুগত পরিবেশে স্রোতে অবদান রাখে। এটি ভূমির অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। ভূগর্ভস্থ জল জমা হতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে। সুতরাং, ভূগর্ভস্থ জলের অবক্ষয়ের অর্থ হল আমরা যা পূরণ করা হচ্ছে তার চেয়ে বেশি উত্তোলন করছি। কলকাতার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে মূল্যবান ভূগর্ভস্থ জল সংরক্ষণের জন্য, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা একটি দুর্দান্ত উদ্যোগ নিয়েছে এবং শীঘ্রই ভারতের প্রাচীনতম মেট্রো করিডোর, ব্লু লাইনে আধুনিক বিকল্প শীতল ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে। এর জন্য, ইতিমধ্যেই একটি টেন্ডার খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়নের কাজ চলছে। মূল্যায়নের পরে, কার্যাদেশ দেওয়া হবে। ২০২৬ সাল থেকে কাজ শুরু হবে এবং ২০২৯ সালের মধ্যে শেষ হবে।এই উদ্যোগে, ১৫টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনের মধ্যে, ব্লু লাইনের ১১টি ভূগর্ভস্থ স্টেশনের শীতলকরণ

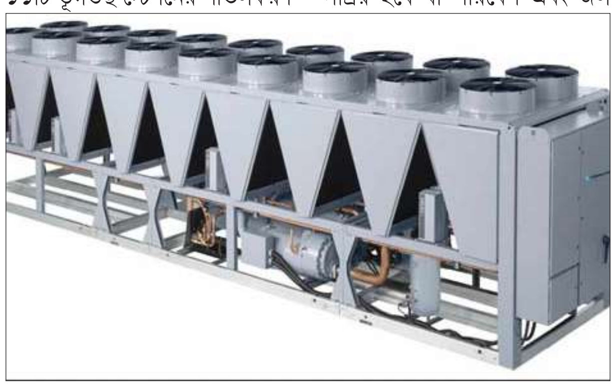

ব্যবস্থা অবিলম্বে ঐতিহ্যবাহী ওয়াটার কুল চিলার থেকে এয়ার কুল চিলারে পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। মেট্রো স্টেশনের বাইরে কুলিং টাওয়ারের পরিচিত দৃশ্য বদলে যেতে চলেছে। এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ₹ ১৫০ কোটি বরাদ্দ করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে, মেট্রো রেলওয়ে বার্ষিক ১৮ কোটি লিটার ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। প্রতি বছর মেট্রো স্টেশনগুলিকে শীতল করার জন্য ওয়াটার কুল চিলার চালানোর জন্য এই পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জলের প্রয়োজন। একবার এয়ার কুল চিলার ওয়াটার কুল চিলার প্রতিস্থাপন করলে, এই বিপুল পরিমাণ জল সাশ্রয় হবে যা পরিবেশ এবং জল সম্পদ রক্ষায় সহায়তা করবে। ভূগর্ভস্থ জল সম্পদের উপর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের বরো সপ্তম এবং বরো অষ্টম-এ ভূগর্ভস্থ জলের স্তর প্রতি বছর ৩০ সেমি হারে হ্রাস পাচ্ছে, যেখানে অন্যান্য বরোগুলিতে প্রতি বছর ১১ সেমি হারে হ্রাস পাচ্ছে। এই উদ্যোগ এই প্রবণতাকে আটকাতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য ভূগর্ভস্থ জলের স্তর সংরক্ষণ করা হবে। এই উদ্যোগটি কলকাতায় ভূগর্ভস্থ জলের হ্রাসের হার অবশ্যই কমাবে। ভূগর্ভস্থ জলের হ্রাসের পরিস্থিতি দেওয়া হল।

আলু বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব নির্ভরতা কাটাতে হবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

বনস্পতি দে, হুগলি,৮ আগস্ট ঃ গত দু'বছরের তুলনায় এবার বর্ষায় সবজির দাম কম আছে, এমনটাই দাবি করলেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, শুধু আলু ভাতে আর তরকারি না খেয়ে আলু প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে, আলুকে শিল্পে কাজে লাগাতে হবে। কৃষক স্বার্থে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি।অতি উৎপাদনে কৃষকদের অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর যাতে সেটা না হয়, তাই কৃষকের স্বার্থে উদ্বৃত্ত ফসল ব্যবহার করার উদ্যোগ রাজ্যের। বুধবার হুগলির জেলাশাসকের দফতরে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যানপালন দফতরের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মিনা, সাংসদ মিতালী বাগ, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারা। উপস্থিত ছিলেন জেলার কৃষক এবং কৃষিজ পণ্যের ব্যবসাযীরাও। বৈঠকে উপস্থিত ব্যবসায়ী ও কৃষকদের কাছে উদ্বৃত্ত ফসলকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে শিল্প গড়ে তোলার আবেদন জানানো হয়।আলু বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পাঞ্জাব নির্ভরতা কাটাতে হবে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। সচিব আবেদন করেন যাতে রাজ্যের কৃষি বিজ্ঞানীরা সকলকে বীজ উৎপাদনে সাহায্য করেন। তাঁর আর্জি,যাঁরা ফসল রফতানি করেন, তাঁরা বড় করে প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে ভাবুন, রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, শুধু আলু ভাতে আর তরকারি খেলে হবে না, আলুকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে অন্য কাজেও ব্যবহার করতে হবে। রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি আলু উৎপাদন হয়, তাই সেই আলু প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। সরকার সবরকম সাহায্য করবে।মন্ত্রী আরও বলেন, বিগত বছরের তুলনায় এবার বর্ষায় সবজির দাম কম আছে। এক নাগাড়ে বৃষ্টি হয়ে চলেছে, তার মধ্যে ডিভিসি জল ছাড়ছে অপরিকল্পিতভাবে। পলি তোলা হচ্ছে না, নদীগুলো থেকেও জল ছাড়া নিয়ে রাজ্যের সঙ্গেও সমন্বয় করছে না।

নিউটাউনের দোকান, শপিংমলে বাধ্যমূলক বাংলা লেখা সাইনবোর্ড! বৈঠকে বসছে এনকেডিএ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ নিউটাউনে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক! দোকান, রেস্তরাঁ, হোটেল, তথ্যপ্রযুক্তি ভবন-সহ সমস্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে লাগাতে হবে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড! কঠোর অবস্থানের পথে নিউটাউন-কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ)। তবে অন্য ভাষায় লেখা সাইনবোর্ডও থাকবে, তাতে কোনও আপত্তি থাকবে না বলেই খবর।নিউটাউনে ক্রমশ বাড়ছে বসতি সংখ্যা । সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হোটেল, রেস্তোঁরা, শপিংমল, আবাসন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিনোদনস্থল। এতদিন কারবারের প্রচারে শহরের এই সব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলি নিজেদের ইচ্ছে মতো ভাষায় সাইনবোর্ড, হোডিং লিখত। এবার সেই নিয়মের বিরাট বদল হতে চলেছে। বাঙালির ভাবাবেগকে পূর্ণমর্যাদা দিতে আজ, শুক্রবার বোর্ড মিটিংয়ে বসতে চলেছে এনকেডিএ। এই বৈঠকে নিউটাউনে বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড লেখা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেই খবর।এনকেডিএ-র শীর্ষ এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শহরে হিন্দি, ইংরাজিতে সাইনবোর্ড লেখায় আপত্তি নেই । তবে সেই বাংলায় লেখায় সাইনবোর্ড রাখতেই হবে। এনকেডিএ সূত্রে খবর, শহরে ব্যবসার নতুনভাবে ছাড়পত্র পেতে গেলে অথবা লাইসেন্স নবীকরণের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম লাঘু হবে। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভা অধীনে এই একই নিয়ম কার্যকর হয়েছে বলে খবর । এবার সেই একই পথে হাঁটছে কলকাতার আধুনিক নিউটাউন শহর প্রশাসন এনকেডিএ। এমন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরে বড় অংশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা।

নার্স নিয়োগ হবে

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কে আরো মসৃণ করতে রাজ্য সরকার ৮ হাজার চিকিৎসক ও নার্স নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

CI N : L01132WB1990PLC048991

নিবন্ধিত অফিসঃ ১৫বি হেমন্ত বসু সরণি, তৃতীয় তলা, কলকাতা-৭০০০০১

ফোনঃ ২২১০-০৫৫৩ ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১

ই-মেইল ঃ enquiry@norbentea.com ওয়েবসাইট ঃ www.norbentea.com

৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং তিন মাসের জন্য স্বতন্ত্র অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষিপ্তসার

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত	বছর থেকে আজ পর্যন্ত পরিসংখ্যান	সংশ্লিষ্টপূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়ামাস
		৩০-০৬-২০২৫	৩০-০৬-২০২	৩০-০৬-২০২৪
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে মোট আয়	১২৩.৩৩	১২৩.৩৩	১২৮.৬৯
২.	নিট লাভ ক্ষতি(করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং অথবা অসাধারণ আইটেম)	২৮.৫০	২৮.৫০	৩.৬৬
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	২৮.৫০	২৮.৫০	৩.৬৬
৪.	করের পরে ব্যতিক্রমীঅথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)সময়ের নিটলাভ(ক্ষতি)	২৮.৫০	২৮.৫০	৩.৬৬
৫.	মোট সমন্বিত আয়(ক্ষতি) সময়ের জন্য যার মধ্যে রয়েছেলাভ (ক্ষতি) সময়ের জন্য(করের পরে)অন্যান্য সমন্বিত আয় (করের পরে)	২৮.৫০	২৮.৫০	৩.৬৬
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতিটি ১০ /- টাকা অভিহিত মূল্য)	১,৩৩৩.৬১	১,৩৩৩.৬১	১,১৭৫.০০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এএস অনুসারে)			
৮.	প্রতি শেয়ার আয়(প্রতিটি ১০ টাকা) ক) মৌলিক	০.২২	০.২২	০.০৩
	খ) পাতলা	০.২২	০.২২	০.০৩

দ্রষ্টব্যঃ

ক) উপরোক্ত তথ্যটি সেবি(তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি অংশ। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট ঃ www.bseindia.com. www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http:norbentea.compdfsgfrjune2025.pdf-এ পাওয়া যাবে।

খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছেএবং ৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

সাক্ষর /-

(মনোজ কুমার দাগা)

চেয়ারম্যান

DIN:00123386

তারিখঃ ৮ই আগস্ট, ২০২৫

স্থানঃ কলকাতা

কবিরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

(CIN : L65993WB1974PLC157598)

আরইজিডি। অফিসঃ আজিমগঞ্জ হাউস, ৭, ক্যাম্যাক স্ট্রিট, ইউনিট নং ৩বি, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০১৭

ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৮২-৫৫১৩,

ই-মেইলঃ kilgroup2010@gmail.com

ওয়েব সাইটঃwww.kabirdasinvestmentslimited.com

৩০শে জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অননুমোদিত একীভূত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	কোয়ার্টার শেষ ৩০ জুন, ২০২৫	কোয়ার্টার শেষ মার্চ-৩১ ২০২৫	কোয়ার্টার শেষ ৩০ জুন, ২০২৪	শেষ বছর মার্চ-৩১ ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে রাজস্ব	৭.০১	৯.৩২	৩.১৪	৪১.৩২
২.	অন্যান্য আয়		০.৩৩	-	০.৩৩
৩.	মোট আয়	৭.০১	৯.৬৫	৩.১৪	৪১.৬৫
৪.	মোট পরিচালন ব্যয়	৪৬.২৫	৫১.৩৮	৪৫.৩৮	১৯৩.১৯
৫.	এই সময়ের জন্য নিট মুনাফা(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেম)	(৩৯.২৩)	(৪১.৭৩)	(৪২.২৫)	(১৫১.৫৩)
৬.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবংঅথবাঅসাধারণ আইটেমের পরে)	(৩৯.১৫)	(১০২.৬০)	(৪২.২৮)	(২১২.৪৬)
৭..	সময়কাল বছরের জন্য মোট সমন্বিত আয় (মুনাফা(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য সমন্বিতআয় (কর পরবর্তী)	২৩১.৭৩	(৩৩৪.০৭)	৮৯.৬৪	১,০৯৩.৩১
৮.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন(প্রতিটি ১- টাকা)	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭	৩৯.৫৭
৯.	অন্যান্য ইকুইটি				৩,৬১৯.৯৯
১০.	প্রতি শেয়ার আয়(প্রতিটি ১ /- টাকা) (বার্ষিক নয়)মৌলিক	(০.৯৯)	(২.৫৯)	(১.০৭)	(৫.৩৭)
	মিশ্রিত	(০.৯৯)	(২.৫৯)	(১.০৭)	(৫.৩৭)

#কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ আইটেম নেই।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	কোয়ার্টার শেষ ৩০ জুন, ২০২৫	কোয়ার্টার শেষ মার্চ-৩১ ২০২৫	কোয়ার্টার শেষ ৩০ জুন, ২০২৪	শেষ বছর মার্চ-৩১ ২০২৫
		অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	পরিচালনা থেকে মোট রাজস্ব	৭.০১	৯.৬৫	৩.১৪	৪১.৬৫
২.	কর-পূর্ব মুনাফা	(৩৯.২৩)	(৪১.৭৩)	(৪২.২৫)	(১৫১.৫৩)
৩.	কর-পরবর্তী মুনাফা	(৩৯.১৫)	(১০৫.৬১)	(৪২.২৫)	(২১৫.৪১)
৪.	মোট ব্যাপক আয়	২৩১.৭৩	(৩২৩.৯৫)	৮৯.৬৮	(১৯৭.৬৫)

দ্রষ্টব্য ঃ

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি সেবি(তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিতআর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস MSE-এর ওয়েবসাইট (www.msei.in) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.kabirdasinvestments.com) এ পাওয়া যাবে।

২. ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানিগ্রুপের আর্থিক ফলাফল, অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৭ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডালোন এবং একীভূত) এর উপর অ-সংশোধিত সীমিত পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে

কবীরদাস ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের জন্য

সাক্ষর /-

জুবিন দীপক মেহতা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

DIN : 06558255

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ৭ই আগস্ট ২০২৫

HDFC BANK

আমরা বুঝতে পারি আপনার পৃথিবী

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপত মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বই- ৪০০০১৩ এবং এটির একটি অফিস হিসাবে রয়েছে

খুচরা পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, ১ম তলা, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাসে, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই - ৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ('ব্যাংক') ঋণগ্রহীতাদের ঋণ/ওভারড্রাফ্ট-এর বিরুদ্ধে ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে।

ঋণগ্রহীতাদের সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নিম্নোক্ত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করার স্বাধীনতা পাবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাংক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাংকের কাছে বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১৬ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তা আরও ঘাটতি তৈরি করে, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই, এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, ঋণগ্রহীতা (গণ) অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া টাকার পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXX২০২৩	বিপিন কুমার রুস্তগী	৪,৮২,৬৮২.৬৫	০৭-০৮-২০২৫
২	XXXX০৫৪৬	সুমন ভট্টাচার্য	১,৫৪,৯৩০.৯৬	০৭-০৮-২০২৫
৩	XXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৪৬,০২২.৪৩	০৭-০৮-২০২৫
৪	XXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৪২,৪১১.১২	০৭-০৮-২০২৫
৫	XXXX০১৫০	অদ্বৈত শিট	৫৮,৩৩১.৭০	০৭-০৮-২০২৫
৬	XXXX৪১৫৫	অরুণ কুমার চক্রবর্তী	৮,৫৮,৫৩২.৪১	০৭-০৮-২০২৫
৭	XXXX০৮৬১	সংঘমিত্র বর্ধন	২০,১৯,৬৪৬.০০	০৭-০৮-২০২৫
৮	XXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩৯,৬১১.৭২	০৭-০৮-২০২৫
৯	XXXX৮৭১২	অরূপ কুমার রায়	২,০২১.৯৯	০৭-০৮-২০২৫
১০	XXXX৮৭০২	কৌশিক নাগ	১৭,৫৬,৬৩৫.১৩	০৭-০৮-২০২৫
১১	XXXX৩৬১৩	শ্রাবণী গুহ	১,৫৫,৪২৪.৬৫	০৭-০৮-২০২৫
১২	XXXX২৯৪০	মহঃ ইকুব আলী	৯,৫৯৬.১২	০৭-০৮-২০২৫
১৩	XXXX৯২২১	যোগীন্দ্র ঠাকুর	১২,১১১.৩৫	০৭-০৮-২০২৫
১৪	XXXX১১১২	আবিদ খান	১,৬০,২৮৯.৫৩	০৭-০৮-২০২৫
১৫	XXXX২৩০৫	বিশাল তুলসিয়ান	১,২৯,২৪১.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৬	XXXX৯১০২	শোভন ঘোষ	২২,২৮০.৬৯	০৭-০৮-২০২৫
১৭	XXXX০৮৮৭	মধুমিতা সাহু	৬৯,৮০৩.৭৭	০৭-০৮-২০২৫
১৮	XXXX৩৪০৫	সঙ্গীতা গুপ্তা	৭৩,৩৮৮.২১	০৭-০৮-২০২৫
১৯	XXXX৭৪১৭	কমলা পাইক	২০,৫১২.৬১	০৭-০৮-২০২৫
২০	XXXX২১৭১	একরু আল্লরিং ডিজাইন প্রাঃ লিঃ	১১,৯৮,৯৩৯.০৭	০৭-০৮-২০২৫
২১	XXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৬৩,৪৫১.৭১	০৭-০৮-২০২৫
২২	XXXX১৪২০	শ্যামানন্দ পারুই	১,৯৩,৭০০.৮৭	০৭-০৮-২০২৫
২৩	XXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৪০,১৬৪.৯৫	০৭-০৮-২০২৫
২৪	XXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯৮,৬১৮.০৫	০৭-০৮-২০২৫
২৫	XXXX৫৪৯০	রাজীব রঞ্জন কুমার	৭,২৪,৬৭৫.২৭	০৭-০৮-২০২৫
২৬	XXXX১৪৩৯	ঝর্ণা সান্যাল	১,৭৭৩.৬০	০৭-০৮-২০২৫
২৭	XXXX১২৭৩	পি জি প্রভু	৮,৯৫৮.৮৪	০৭-০৮-২০২৫
২৮	XXXX৩৯০১	বর্নালী লাহিড়ী	২,১৩,৫৭৯.১৭	০৭-০৮-২০২৫
২৯	XXXX৮০০১	করুণানিধান ঘোষ	৮,৪৩৬.৬৬	০৭-০৮-২০২৫
৩০	XXXX২০১১	দেবজানি মিত্র	১,৯০,১৬৫.৪৩	০৭-০৮-২০২৫
৩১	XXXX৮৬৯৬	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৬৬,২৭৬.০০	০৭-০৮-২০২৫
৩২	XXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৯,৫২০.৬৯	০৭-০৮-২০২৫
৩৩	XXXX৭০৬৩	সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী	২,০৮,২২৯.২৫	০৭-০৮-২০২৫
৩৪	XXXX৫৬১৫	সুরজিত সুর	৭৩,৪৭৫.১২	০৭-০৮-২০২৫
৩৫	XXXX৫৩৪৫	মহীষ ব্যানার্জী	৩৪,৫৩৯.৫৯	০৭-০৮-২০২৫
৩৬	XXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯১,৯৭৩.৮১	০৭-০৮-২০২৫
৩৭	XXXX০০২৭	শমীক রায়	১,৯২৬.৬০	০৭-০৮-২০২৫
৩৮	XXXX৫৫৪১	দীপঙ্কর দাস	৯,২২,০৬৮.২৯	০৭-০৮-২০২৫
৩৯	XXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৭,১৫৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪০	XXXX৫৩৮৪	অভিজিৎ ভাদুড়ী	২,১৪৩.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪১	XXXX২৯১১	মিতা গুহ	৭,৮৩,৫৪৮.৮১	০৭-০৮-২০২৫
৪২	XXXX৫৬০১	দেবশ্রী চাঢা	১,৯১৫.৬০	০৭-০৮-২০২৫
৪৩	XXXX৬২১৯	অজয় সেন	৭৭,৩৩১.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪৪	XXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৮৯১.১২	০৭-০৮-২০২৫
৪৫	XXXX০১৪৮	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৯৬৫.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪৬	XXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,২২,৫৭০.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪৭	XXXX৬৪১৬	অঞ্জন কুমার ঘোষ	২,৭৬৮.০৩	০৭-০৮-২০২৫
৪৮	XXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০১,৬২৮.০০	০৭-০৮-২০২৫
৪৯	XXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৭৮,০৭১.১২	০৭-০৮-২০২৫
৫০	XXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৭০৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
৫১	XXXX৩৮৬২	দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়	২,৯১,৯০২.২২	০৭-০৮-২০২৫
৫২	XXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৮,৫৭৪.৩০	০৭-০৮-২০২৫
৫৩	XXXX১৮১০	ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য	৬,১৯,২৭৯.৯৪	০৭-০৮-২০২৫
৫৪	XXXX৬৪৮৯	শুভাশীষ মন্ডল	৭,০৭,২০৯.৯১	০৭-০৮-২০২৫
৫৫	XXXX৮৮৭২	গায়ত্রী উপাধ্যায়	৭,৪২,০৪৪.৩৭	০৭-০৮-২০২৫
৫৬	XXXX১৬৭২	জয়শ্রী মজুমদার	৪০,৯৬০.৫৫	০৭-০৮-২০২৫
৫৭	XXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৪,৯৩৩.৯৭	০৭-০৮-২০২৫
৫৮	XXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪২,৮২০.৯৪	০৭-০৮-২০২৫
৫৯	XXXX৮৫৬৮	শেখ শোয়েব আলী	১,৩৪,৭৯৪.৪৮	০৭-০৮-২০২৫
৬০	XXXX০৫৯৯	শম্পা সেন	২০,১৭,০৪১.৭৫	০৭-০৮-২০২৫
৬১	XXXX৩২১৩	তাপস কেআর চক্রবর্তী	১,৯৬,০৮৭.৯০	০৭-০৮-২০২৫
৬২	XXXX৭০৩৩	সৌমাভ হাজরা	৭,৫৯,৩২৩.৭৬	০৭-০৮-২০২৫
৬৩	XXXX০৪৩৯	সন্দীপ পাল	১,৩৮,০৮৭.৭৯	০৭-০৮-২০২৫
৬৪	XXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৪,১৬২.০০	০৭-০৮-২০২৫
৬৫	XXXX১২১১	উপাসনা গুপ্তা	৬,৩১,০০৬.৪৮	০৭-০৮-২০২৫
৬৬	XXXX৮৬৬১	কুশল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৮,৩৬৭.৩৯	০৭-০৮-২০২৫
৬৭	XXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৪,২০৯.০০	০৭-০৮-২০২৫
৬৮	XXXX৪৬৪৭	কল্লোল নস্কর	১,৯৭৮.৪৩	০৭-০৮-২০২৫
৬৯	XXXX৫৭৭১	মনীষ রাজ	১,৪৮,৪৭৫.০০	০৭-০৮-২০২৫
৭০	XXXX১২১১	সুজাতা সিনহা	৬৪,৭২১.৬৭	০৭-০৮-২০২৫
৭১	XXXX৬২৬২	স্পন্দন আগারওয়াল	১৬,৯৪,৯৯৮.৪৯	০৭-০৮-২০২৫
৭২	XXXX৪৯৮০	সজল চক্রবর্তী	৯,৯৯,২৪২.৫০	০৭-০৮-২০২৫
৭৩	XXXX৮৮৫৭	আনন্দ মোহন মাইতি	৩৫,৮৯০.৩২	০৭-০৮-২০২৫
৭৪	XXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	২,৯৩,২৩১.৩৩	০৭-০৮-২০২৫
৭৫	XXXX৮১৪৮	শোভনা চ্যাটার্জি হালদার	১,৪২,৯০৮.৬৪	০৭-০৮-২০২৫
৭৬	XXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,১৪,৮১৩.৯৯	০৭-০৮-২০২৫
৭৭	XXXX১৯৮৩	আঞ্জু কবরা	১,১৫,৭১৫.০০	০৭-০৮-২০২৫
৭৮	XXXX৩৮৭০	আশা সুরানা	৩,৩৯,৭২২.৫৫	০৭-০৮-২০২৫
৭৯	XXXX৩৩২৩	অদিতি আগরওয়াল	৭,০৪,২৫৪.৮২	০৭-০৮-২০২৫
৮০	XXXX৩৪৪১	প্রগতি আগরওয়াল	৫,৯৩,৪৪১.৮২	০৭-০৮-২০২৫
৮১	XXXX৬৭০১	রমেশ জোধানি	১১,৫৮,৪০০.০০	০৭-০৮-২০২৫
৮২	XXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯৯,২৭৯.৪৭	০৭-০৮-২০২৫
৮৩	XXXX৩২০৫	তুষার চক্রবর্তী	৬৪,৮৮৩.০০	০৭-০৮-২০২৫
৮৪	XXXX১১১০	মধুসূদন শর্মা	১,৯৩০.৬০	০৭-০৮-২০২৫
৮৫	XXXX১৪৬১	জয় প্রকাশ সিং	৩,৭৬,৭৩৪.৮৯	০৭-০৮-২০২৫
৮৬	XXXX৯৭৯০	বুদ্ধদেব মন্ডল	৮৭,৬০০.০০	০৭-০৮-২০২৫
৮৭	XXXX৬৩১৫	সুদীপ্ত বণিক	২,০৮,০১৩.০০	০৭-০৮-২০২৫
৮৮	XXXX৯১৪৪	প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য	৬,১৯,৫০৪.৭৭	০৭-০৮-২০২৫
৮৯	XXXX০৯৬৮	সুমন্ত আগরওয়াল	৯,৯৬,৯৭২.০০	০৭-০৮-২০২৫
৯০	XXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,০৬,৬৮৬.৬০	০৭-০৮-২০২৫
৯১	XXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধানি	১৪,৮৫,৫৭৯.৬০	০৭-০৮-২০২৫
৯২	XXXX৬৩৫৫	মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী	২,১৪৫.০০	০৭-০৮-২০২৫
৯৩	XXXX৭০৮৪	বিপ্লব কুমার মিশ্র	৪৭,৪৬২.০০	০৭-০৮-২০২৫
৯৪	XXXX৪৭৩৪	রাজা জয়সওয়াল	৯,০১,৪৯০.৯৯	০৭-০৮-২০২৫
৯৫	XXXX৪৪৬২	প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়	১,৮৪২.৪২	০৭-০৮-২০২৫
৯৬	XXXX৩৪৪২	মনন শর্মা	৩,৫৫,৯৮৮.৬৫	০৭-০৮-২০২৫
৯৭	XXXX৩৫৩২	দেবযানী শর্মা	৫,৬৫,৬৬৫.৬৩	০৭-০৮-২০২৫
৯৮	XXXX১৬৮৬	লক্ষ্মী দেবী গগ	৭,০১,১৫১.৮২	০৭-০৮-২০২৫
৯৯	XXXX৬৯০০	সুপর্ণা ব্যানার্জী	১০,০৮,০৩৬.৩০	০৭-০৮-২০২৫
১০০	XXXX৪৮১৮	কৃষ্ণা দেবী মুন্দ্ধরা	১০,০৯,২৮৭.৩৮	০৭-০৮-২০২৫
১০১	XXXX১২৪০	প্রসেনজিৎ সাহা	৩,৫৮,১৭৬.৮৬	০৭-০৮-২০২৫
১০২	XXXX২৪৫৩	দিনেশ কুমার হোমগাই	১,৭৫৩.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১০৩	XXXX৮৮৪৬	সোমা ভৌমিক	৯,৯৭,৯৪৪.৬৮	০৭-০৮-২০২৫
১০৪	XXXX৪৬৬৫	পার্থ সাহা	৩,২২৮.১০	০৭-০৮-২০২৫
১০৫	XXXX২৯২৯	দেবাশিস সাহা	১,৬৫৮.৬০	০৭-০৮-২০২৫
১০৬	XXXX০০৬৮	ইন্দু ভালোটিয়া	১৮,৬১,১৭৮.৫৬	০৭-০৮-২০২৫
১০৭	XXXX০৬৭৭	নিরঞ্জন নায়ক	২,৮৮৩.৬৪	০৭-০৮-২০২৫
১০৮	XXXX৪৫৫৯	জন এ ইউ বেক	৫৬,৫৭,৬৯০.০০	০৭-০৮-২০২৫
১০৯	XXXX৩৬১২	জ্যোতি সুষমা দাদেল	৪৫,৯৪,০৭৬.৫৮	০৭-০৮-২০২৫
১১০	XXXX৯৫৩৭	অমিত কুমার গুপ্তা	২৬,৩২৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
১১১	XXXX৪৮২৮	সুধা ঝা	৩,৯৮,৪৪০.১৬	০৭-০৮-২০২৫
১১২	XXXX৯৮৩২	বর্ষা আগরওয়াল	৯,৪৪,৭০৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
১১৩	XXXX৬৮৫৯	কঙ্কনা ঘোষাল	৯৭,৮১৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
১১৪	XXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৫,৬৩,১২৪.০০	০৭-০৮-২০২৫
১১৫	XXXX৪২১৩	মহঃ নওশাদ আলম	৫৫,৩১৬.০২	০৭-০৮-২০২৫
১১৬	XXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৭,৪২৮.৯৮	০৭-০৮-২০২৫
১১৭	XXXX৬৮২৪	বিশ্বম্ভর জানা	৯৩,৫৬৯.৯০	০৭-০৮-২০২৫
১১৮	XXXX৪৩১৩	জ্যোতি সুষমা দাদেল	২,৭৩,৯৩৪.৮১	০৭-০৮-২০২৫
১১৯	XXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৭৫,০১৬.৪২	০৭-০৮-২০২৫
১২০	XXXX৩০৫৪	দেবব্রত মজুমদার	৪৮,৫৫২.৩৫	০৭-০৮-২০২৫
১২১	XXXX৪৬২০	বীরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৮১,০৩২.৪২	০৭-০৮-২০২৫
১২২	XXXX৭২১৯	দেবজান পাল	২,৩০,০১৬.১৬	০৭-০৮-২০২৫
১২৩	XXXX৬২২১	শ্যামলী বোস	৪৯,২৬৬.৩৬	০৭-০৮-২০২৫
১২৪	XXXX৪৫০০	সৌমেন কুমার মাইতি	১,৮১,৪৯৬.০৫	০৭-০৮-২০২৫
১২৫	XXXX৫১২১	রীতা আগরওয়াল	২০,১৪,২৩৪.৬০	০৭-০৮-২০২৫
১২৬	XXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৫,১০৯.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১২৭	XXXX৪৩৬২	গার্গী মুখোপাধ্যায়	২,৫৪,৩৪৫.৮৬	০৭-০৮-২০২৫
১২৮	XXXX৪৫৮৮	শেখ আইনুল হক	৬,৯৬,৪১৪.১৯	০৭-০৮-২০২৫
১২৯	XXXX৫১১১	রাহুল সিংঘানিয়া	৪,৪০,৯৪৮.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৩০	XXXX৪৮৮৮	রণবীর শিকদার	৯,৭৩,০২৭.১৬	০৭-০৮-২০২৫
১৩১	XXXX০১৩১	মোহাম্মদ পারবেজ আলম	৮২,৯৬২.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৩২	XXXX২৭৫১	শ্বেতা মহঙ্গরিয়া	৩,৭২,৬১৩.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৩৩	XXXX৬৬৩৯	কার্তিক সাহু	৩,৫৪,৮০২.৯০	০৭-০৮-২০২৫
১৩৪	XXXX২৫৩৭	রিম্পি সিকদার	৯,৮১,৬৪৫.১৪	০৭-০৮-২০২৫
১৩৫	XXXX৯৯০৭	চাঁপা দত্ত	২,০৫৯.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৩৬	XXXX৬৭৫১	আনুশকা এস দত্ত	২,০৫৯.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৩৭	XXXX৬৫৬৪	সুরেন্দ্র কুমার জৈন	১,৭৪২.৪২	০৭-০৮-২০২৫
১৩৮	XXXX৪০৭৩	অনন্যা রায় চৌধুরী	২,০২,১৯৩.০৪	০৭-০৮-২০২৫
১৩৯	XXXX০৩৯১	আসলাম খান	২,১৪৩.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৪০	XXXX৫০৩৩	সদানন্দ রায়	২,৩৩,৭৮৭.৫২	০৭-০৮-২০২৫
১৪১	XXXX১৩১৬	মাফুজা খাতুন	৫০,২১৭.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৪২	XXXX২২১১	প্রসেনজিৎ দাস	১,২০,৯২০.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৪৩	XXXX৮৯২৯	গৌতম সাহা	২,৮৩০.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৪৪	XXXX৩৬২২	সুপর্ণ চক্রবর্তী	১,১৩,৯৩৩.৫৩	০৭-০৮-২০২৫
১৪৫	XXXX০৮৩৫	অঞ্জন কুমার ভট্টাচার্য	৩,৭৬,৭৬৫.৭০	০৭-০৮-২০২৫
১৪৬	XXXX২০৫১	পূজা পোদ্দার	১,৯৬,৩৬২.৪২	০৭-০৮-২০২৫
১৪৭	XXXX২৫৮২	আকাশ চৌধুরী	৩,৫৪,৩৩৩.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৪৮	XXXX৭৮৯৭	নারায়ণ চন্দ্র পান্ডা	১,২৩,০৭২.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৪৯	XXXX৪৯৩৩	স্বেতা সিনহা	৩,৬১,৪২৩.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৫০	XXXX০২৩৬	সুগত রঞ্জন চাকী	২,৩০,৪৫৪.৫৮	০৭-০৮-২০২৫
১৫১	XXXX২৫৯১	শিশির সিংহ	৭,৪৭,১৩৩.৪৩	০৭-০৮-২০২৫
১৫২	XXXX৩১৬৯	অভিনন্দন শর্মা	৫,৪৬,১০১.৩৩	০৭-০৮-২০২৫
১৫৩	XXXX০৬১০	সুবিনয় কুমার মিস্ত্রি	৮,৩৯,০১১.৩৯	০৭-০৮-২০২৫
১৫৪	XXXX৭৯০১	প্রসেনজিৎ রাজক	৪০,৮৪৩.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৫৫	XXXX৫৭৯৫	নবনীতা সান্যাল	৭,৯৭,৫১৭.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৫৬	XXXX০৫৬৩	টুম্পা সাহা	১,৯২,৫৬৮.৩৭	০৭-০৮-২০২৫
১৫৭	XXXX৬৩০৩	টিনা গৌর	৮৩,১৪৭.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৫৮	XXXX০৪২০	চিন্ময় নাথ	২,৩০,৮১০.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৫৯	XXXX৮৩৮১	নিরুপমা হালদার	২৫,৯৫,৭৯৭.৮০	০৭-০৮-২০২৫
১৬০	XXXX৫৬৪০	দেবাশীষ শীল	১৯,৯৪,০৬৮.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৬১	XXXX১৫৩১	পীযূষ ভূপাত্রয় মেহতা	৬,২৫৮.৩৬	০৭-০৮-২০২৫
১৬২	XXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,১০১.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৬৩	XXXX২১০৫	দেবব্রত কুন্ডু	১০,০১,৯৭১.৭৩	০৭-০৮-২০২৫
১৬৪	XXXX৮৭১১	অমরনাথ সিল	১৪,৪৬,৫৪৯.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৬৫	XXXX২৭৯৪	অমিত কুমার রাম	৯৯,১০৯.৭৮	০৭-০৮-২০২৫
১৬৬	XXXX৬৮৪৪	সামির রঞ্জন সেন	১৬,৫৬,৭৯৬.৬২	০৭-০৮-২০২৫
১৬৭	XXXX০৫৫২	উজ্জয়িনী দাস	১,০৪,৭৬০.৪৬	০৭-০৮-২০২৫
১৬৮	XXXX২০৭১	দ্বারকেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড	১১৯.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৬৯	XXXX৪৮৩১	উষা আগারওয়ালা	৩,০২২.৫৬	০৭-০৮-২০২৫
১৭০	XXXX৯১৪৪	বিআরএল প্রপার্টিজ এলএলপি	১১৯.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৭১	XXXX৭১৬০	কালবতী পান্ডে	১,৭৫৬.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৭২	XXXX৫৪৩৩	নীলম পণ্ডিত	৮,০৩,৮৭৮.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৭৩	XXXX৩৭৪৯	সুভাষ রঞ্জন রায়	১,৭৫৬.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৭৪	XXXX৯১৩০	শোভন রায়	২,১৩,৭২৫.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৭৫	XXXX১৬৫৭	অলোক কুমার সিঙ্ঘি	১৬,৫৯,৬৯০.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৭৬	XXXX০৩৯৮	বসন্ত কুমার ঘোষ	৩,৪১,২৫৮.০০	০৭-০৮-২০২৫
১৭৭	XXXX৯২১০	জ্যোতি দেবী সোনি	২,৭৯,৪৫১.৮২	০৭-০৮-২০২৫
১৭৮	XXXX৩৪৬৩	সমরেন্দ্র নাথ নন্দী	১,৯৩,৬৭৪.৮২	০৭-০৮-২০২৫

তারিখ ঃ ০৯.০৮.২০২৫

স্থান ঃ পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/-

এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৯, শনিবার, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২

বাঘা যতীনের লড়াই

ভয় তাঁর জীবনের অভিধানে কোনওদিন ছিল না,গায়ে সাংঘাতিক জোর। মনে অদম্য সাহস,মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলায় নদীর জোয়ারের জলে সাঁতার কেটে শিখেছিলেন ভয়কে তুচ্ছ করতে। যখন ছোট ছিলেন মা শরৎশশী তাঁকে 'গড়ুই'নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যেতেন,কি শীত,কি বর্ষা মায়ের ভ্রুক্ষেপ নেই,ভরা জোয়ারে কাপড়ের একমুড়ো ছেলের কোমরে বেঁধে জোয়ারের জলে ছেড়ে দিতেন। ঢেউয়ের ফনায় ছোট্ট ছেলেটি যখন অবসন্ন হয়ে উঠত,তখন শাড়ির অন্য মুড়ো ধরে মা জল থেকে তুলে আনতেন। পিতৃদেব উমেশচন্দ্র এসে ছেলের মুখ দেখে, নাম রেখেছিলেন জ্যোতি,সারা দেশের মানুষ অবশ্য তাঁকে চিনেছিলেন 'বাঘা যতীন'নামে যার নেপথ্যে আছে অসীম শৌর্য আর বীরত্বের অনবদ্য এক কাহিনী। বাঘের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে বাঘকে মারার স্বীকৃতি হিসেবে জ্যোতি পেয়েছিলেন 'বাঘা যতীন' উপাধি। ক্যালেণ্ডারে দিনটি ছিল ১৯০৬ এর এপ্রিল মাস,বাংলায় ২৮চৈত্র। আগেরদিন জ্যোতি অফিস করেছে কলকাতায়,তারপর সন্ধ্যের ট্রেনে কয়ায় ফিরেছে বেশ রাতে। সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেলে পুজোতলায় দাঁড়িয়ে দাঁতন করছে,খালি গা,আট হাতের একটা ধুতি কোমরে জড়ানো। সবার সঙ্গে কুশল বিনিময় পর্বটা শুরু হয়েছে, জমিদারের খাজনা বাকি,কিছু একটা করতে হবে, কেউ বলছেন একটা বিদ্যালয় হোক গ্রামে,একটি ছেলে কৃষ্ণনগরে পড়তে যেতে চায় সে খরচ জ্যোতি ব্যায় করবেঞ্চ আলোচনা,শলা পরামর্শ যেন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল,দু'মাইল দূরের রাধাপাড়া গ্রাম থেকে ক'জন চাষী এসেছেন, চোখে-মুখে তাদের উৎকণ্ঠা তারা বললেন 'দাদাবাবু গাঁয়ে একটা কেঁদো আয়চে'। কেঁদো আসলে ছোটখাট বাঘকে বলা হয়। চাষীরা বলল ক'দিন ধরে বাঘটা এর গরু,তার ছাগল ধরে মেরে নিয়ে যাচ্ছে।'চল-দেখেই আসি কেমন তোদের কেঁদো',ধুতিটা মালকোঁচা মেরে ঘর থেকে একটা কুকরি (দার্জিলিং থেকে কেনা)আনতে যাবে,তখন দিদি বাধ সাধলেন 'হ্যাঁ রে কোথায় চললি?' 'না রে,অমন ন্যাড়া হাতে যাওয়াটা আমার ভাল লাগছে না-একটা বন্দুক অন্তত নে সঙ্গে'? 'ভারি তো কেঁদো,ঘুরে দেখে আসি'। রাধাপাড়া গ্রাম শেষ হওয়ার মুখে আখের ক্ষেত,জ্যোতি যেন দেখলেন আখ গাছগুলো সামান্য দুলছে,সাহসটা বরাবর ছিল,ব্যাপারটা বুঝতে ক্ষেতের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে জ্যোতি ঢুকলেন কয়েক হাত, হ্যাঁ গ্রামের লোক একদম সঠিক বলেছে এ যে সত্যিই বাঘ। 'এই তোদের কেঁদো? উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললেন,ততক্ষনে উত্তেজনা সামলাতে না পেরে অমূল্য পাখিমারার বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দিয়ে ফেলেছে। ভয় হয়ত বাঘ নিজেও পেয়েছিল নিজের জীবন বাঁচাতে অমূল্যর দিকে ছুটে গেল,বাঘের ধাক্কায় সে ছিটকে গেল হাত পাঁচেক দূরে। এসবে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। অমূল্য ছিটকে গেলেও জ্যোতি একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়ে ফিরে দাঁড়াল বাঘের দিকে,মুহূর্তে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল জ্যোতির উপর,কিন্তু একি,কুস্তির প্যাঁচ জানা জ্যোতি সামান্য সরে গিয়ে এক লহমায় বাঁ বগলে চেপে ধরল বাঘের ঘাড়,ডান হাত দিয়ে চালাল ছোরার ঘা,কুস্তির প্যাঁচে বাঘকে সাপটে ধরেছে মাটিতে,ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধ বাঘ বনাম মানুষ। উভয়ের ক্ষেত্রেই একটি শর্ত, জানে বাঁচতে হলে অপরকে হত্যা করতে হবে। তাই চলে মরণপণ যুদ্ধ। বাঘ যুদ্ধ জয়।

অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী

১৩ই মার্চ,১৯৭৭ বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মহা বিতর্কিত দিন,গঙ্গার জল থেকে এই দিনেই তুলে আনা হয় কেয়া চক্রবর্তীর নিথর দেহ। মায়ের অপারেশন করাতে মোটা টাকা চাই,তখন অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে নান্দীকারের হোলটাইমার হয়ে গিয়েছেন কেয়া,রোজগার বলতে এক জুতো কোম্পানির বিজ্ঞাপন লেখা আর অনুবাদের কাজ, ছবি যা-ই হোক, অফার ছাড়তে চাননি তিনি, চরিত্রটি এক অন্ধ মায়ের, লঞ্চে করে মা-ছেলে যেতে যেতে জলে পড়ে যায় ছেলে,তাকে বাঁচাতে মা'ও ঝাঁপ দেয় মাঝদরিয়ায়,এই দৃশ্যেরই শ্যুটিং করতে গিয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান কেয়া চক্রবর্তী,আসলে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ১২ ই মার্চ, কিন্তু যেহেতু দেহ উদ্ধার হয় ১৩ই মার্চ তাই ১২ না ১৩ এই ভ্রমকে সাথী করেই। কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি,পিতা অজিত চক্রবর্তী,অভিনয়ে উৎসাহ ছিল ছেলেবেলা থেকেই,তাই বহু পড়াশোনা এবং একাধিক চাকরি কোনো কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি কখনই,ব্রাম্হ বালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রী থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের কোনো বইয়ের দৃশ্যাংশ নিয়ে রচিত নাটকে ম্যালেরিয়া রোগীর ভূমিকায় এবং আর একটি নাটকে যার পাত্রপাত্রী ছিল বিভিন্ন ফলমূল,গাজরের ভূমিকায় অভিনয় করেন,স্কটিশচার্চ কলেজে অভিনয় করেছেন অখিল নিয়োগীর সাঁঝের প্রদীপ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাড়াটে চাই,ও চিত্তরঞ্জন ঘোষের কন্যকা,ত্রাহি,টঙ্কাতঙ্ক,পুরোপুরি অভিনেত্রী হওয়ার কথা ভাবেন। তিনি অনেক পরে,নাটক ও অভিনয়ের স্বার্থে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দেন এবং কোনরকম আর্থিক প্রত্যাশা না রেখে ১৯৬১ সালে নান্দীকার নাট্যগোষ্ঠীতে তাঁর প্রথম অভিনয় গোষ্ঠীর চতুর্থ নাটক চার অধ্যায়-এ, তাঁর বাবা মায়ের ভেতর সাংসারিক কলহের কারণে শৈশবের স্নেহমমতাহীন কেয়ার মধ্যে একধরণের আপোশহীন সংগ্রামের মানসিকতা তৈরী হয়,ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসুবিধার জন্য প্রায় পাঁচ বছর নান্দীকার থেকে সরে থাকেন কেয়া চক্রবর্তী এবং পুনরায় ১৯৬৬ সালে তিনি পাকাপাকি ভাবে নান্দীকারে যোগদান করেন,বেঁচে থাকার জন্যে যেটুকু অর্থের প্রয়োজন অভিনয় করে তিনি সেটুকুও চাননি, উপরন্তু নান্দীকারের অর্থসঙ্কটের সময় মায়ের সোনার গহনা এনে দিয়েছেন বন্ধক দিয়ে টাকার সংস্থান করতে,বেতারে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে এবং জুতো কোম্পানীর বিজ্ঞাপন লিখে নিজের প্রয়োজন মিটিয়েছেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

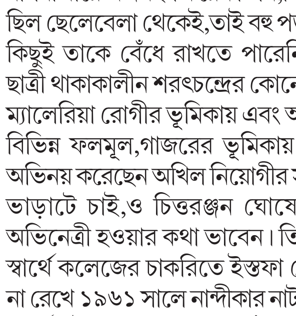

মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না।

ভগিনী নিবেদিতা

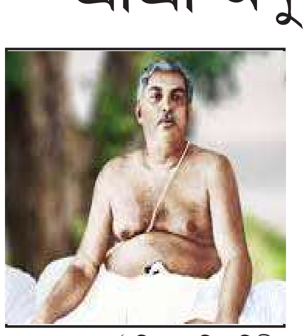

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, আলস্য হয়ে ঘরে বসে থাকলে একেবারে চলবে না। সব সময়ে কাজ করতে হবে। কাজই জীবনকে রক্ষা করবে। জীবনকে আগে রক্ষা করতে হবে। তাহলে দেশ রক্ষা পাবে। শরীর স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হবে। মা ভবতারিনীর কাছ থেকে শক্তি চাইতে হবে। মা ভবতারিনী শক্তি দিলে সেই শক্তি দিয়ে সৎ কাজ করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। সৃষ্টি রহস্য এখানেই লুকিয়ে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা করলে অমর হয়ে থাকতে পারে না। আবার কেউ ইচ্ছা করলে বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারে না। যার যতদিন এই পৃথিবীতে থাকার অধিকার রয়েছে সে ততদিন এই পৃথিবীতে থাকতে পারে। তারপরে তাকে চলে যেতে হবে। গীতায় সেই কথা লেখা রয়েছে। গীতা বলছে যে যখন অধর্ম এসে উপস্থিত হয় তখন আমি আবির্ভূত হই। অধর্ম থাকলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না। চাই সত্য ধর্ম। সত্যের প্রকাশ করতে হবে সত্যের প্রকাশ না করতে পারলে উন্নতি হবে না। জীবনে উন্নতি করতে গেলে কাজ করতে হবে। সত্যের জন্য কাজ করতে হবে।

'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার মহিলা মহল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছিল

বিশেষ প্রতিবেদক

'স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালি নারী' বড়লাট লর্ড কার্জনের আদেশানুসারে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বা ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আশ্বিন তারিখে 'বঙ্গভঙ্গ' ঘোষিত হওয়ার পরে সমগ্র বাংলা জুড়ে এবং এমনকি বাংলার বাইরেও তখন যে স্বদেশী আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাড়া দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, এর

প্রস্তুতি বহু বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল; আর একাজে তৎকালীন বাংলার নারীদের কৃতিত্বও আদৌ কিছু কম ছিল না। বস্তুতঃ সমকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা থেকেই বাংলার নারীসমাজ এই আন্দোলনে বিশেষভাবে রসদের যোগান দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে বাঙালি নারীদের যোগদান তেমনভাবে শুরু না হওয়ার কারণে এসময়ে তাঁরা প্রধানতঃ তাঁদের নিজের নিজের বাড়িতে, মহল্লায় বা পল্লীতে সমবেত হয়ে স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। যেমন; বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হওয়ার দিনে মুর্শিদাবাদ জেলার জেমো-কান্দীতে প্রায় পাঁচশোজনের বেশি বাঙালি মহিলা আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাড়িতে সমবেত হয়ে তাঁর রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' শুনেছিলেন, এবং অরন্ধন পালন করে এঁদের প্রত্যেকে বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। এরপরে তৎকালীন কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে সমভাবে স্বদেশী-ব্রত পালনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। এসময়ে তাঁরাও বিদেশী দ্রব্য, বিশেষ করে বিলাতি বস্ত্র বর্জন করবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এপ্রসঙ্গে প্রথমেই এখানে তৎকালীন কলকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্রের (বিবাহপরবর্তী বসু) কার্যকলাপ ও ত্যাগের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এসময়ে তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করে এবং জাতীয় সংগীত ইত্যাদি রচনা করে জনসাধারণকে জাতীয়তা-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে কুমুদিনীর মা লীলাবতী মিত্র, ডাঃ নীলরতন সরকারের স্ত্রী নির্মলা সরকার, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের স্ত্রী সুবালা আচার্য, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দাস তখন তাঁদের নিজেদের বাড়ির মধ্যে থেকেই স্বদেশীকে সার্থক করবার জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করতে শুরু করেছিলেন। একাজের জন্য তাঁরা তখন নিজের নিজের বাড়িতে এবং পল্লীতে পল্লীতে তাঁত চরখা প্রবর্তন করবার বিষয়েও তৎপর হন। অন্যদিকে এসময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা হিরণ্ময়ী দেবী ১৩১২ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের 'ভারতী' পত্রিকায় বাঙালি নারীদের স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করবার বিষয়টি উল্লেখ করে তাঁদের আরব্ধ দুটি গঠনমূলক কাজের কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন,বিলাতী বস্ত্র যথাসাধ্য বর্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটি রমণী ৩০শে আশ্বিন হইতে আরও দুই-একটি বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শিল্পের সহিত জড়িত। যাঁহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রতিদিন। চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার আগে, অন্ততঃ একখানি শাড়ির পরিমাণ সুতা কাটিয়া তাহার দ্বারা শাড়ি তৈয়ারি করাইয়া সেই শাড়ি পরিয়া দেবতা প্রণামে যাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

আর কয়েকজন রমণী একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম 'মায়ের কৌটা' রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছুই নাই, কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্নসংগ্রহ। তাঁহারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটি মৃৎপাত্র বা যে-কোনো পাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃপক্ষে এক এক মুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। এটি এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা হইবে তাহা নহে; ইহাতে রমণীর আর-একটি গুরুতর কর্তব্য;সন্তান-শিক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাঁহার শিশু-সন্তানকে শিক্ষা দেন যে, প্রভাতে সর্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্মভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে এক মুঠা চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম ও স্বদেশ ভক্তিরও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

এভাবেই নিতান্ত ঘরোয়া বাঙালি মহিলাদের মাধ্যমে তখন দিকে দিকে স্বদেশীর বার্তা প্রচারিত হতে শুরু করেছিল। সমকালে স্বদেশী ব্রতগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তিকে সংহত করবার জন্যও তখন নানা পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল। যেমন;এসময়ে বরিশালের মহিলারা বিবাহের সময়ে শয্যা-তুলুনীর টাকা জাতীয়-ভাণ্ডারে দান করতে আরম্ভ করেছিলেন। এরপরে ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন শুরুর আগে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিসহ রাস্তা দিয়ে কোন শোভাযাত্রা বের হতে পারবে না, এই মর্মে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হওয়ার পরে সেখানে সেখানে যখন তুলকালাম কাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল, ঠিক তখন সরোজিনী বসু নামের সেখানকার একজন মহিলা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত না হলে তিনি তাঁর ডান হাতে স্বর্ণবলয় পরিধান করবেন না। নিজের হাতের এই স্বর্ণবলয় তিনি তখন বরিশালের রাজা বাহাদুরের হাবেলীর প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ ভাণ্ডারে দান করে দিয়েছিলেন, এবং একারণে তাঁকে 'বঙ্গলক্ষ্মী' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছিল। নিজের এই সংকল্পের কথা বিজ্ঞাপিত করে সরোজিনী বসু তাঁর পাঁচ বছরের পুত্র মারফৎ অশ্বিনীকুমার দত্তকে তখন যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, সেটা নিম্নরূপ ছিল,বন্দেমাতরম, পূজ্যপদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু, শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে আমার ক্ষুদ্র দান গৃহীত হইয়াছে। খোকামণিকে দিয়া ডান হাতের বালা পাঠাইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যে পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম' বলা নিষেধি সার্কুলার রহিত না হইবে, সে পর্যন্ত ঐ হাতে আর সোনার বালা পরিব না। 'বন্দেমাতরম।' সেবিকা; শ্রীসরোজিনী বসু।

এছাড়া এসময়ে বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের মহিলারা যতদিন না বঙ্গবিভাগ রহিত হয় ততদিন পর্যন্ত গৈরিক বসন পরিধান করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। এসময়ে আবার কোথাও কোথাও বাঙালি মহিলারা অগ্রণী হয়ে উঠে স্বদেশী মেলা বা প্রদর্শনী বসাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বস্তুতঃ বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে সর্ববিধ সামাজিক বিষয়ে;বিবাহে, শ্রাদ্ধে, পূজা-পার্বণে এবং ব্রতাচরণে;বিদেশী বস্ত্র ও দ্রব্যাদি বর্জন তখন যে এতটা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, এর মূলেও এই ঘরোয়া বাঙালি নারীরাই ছিলেন। সমকালে চব্বিশ-পরগনা জেলার মজিলপুরে একটি স্বদেশী শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এর প্রধান উদ্যোক্তা দু'জন বাঙালি মহিলা ছিলেন;বসন্তবালা হোম এবং গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী। 'বামা বোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও সিটি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত এই প্রদর্শনীর সম্পাদক ছিলেন; এবং সহকারী সম্পাদিকারূপে এই অনামী দু'জন মহিলা তখন শিল্প-দ্রব্যাদি সংগ্রহ করবার ব্যাপারে বিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন চলবার সময়ে বাঙালির মনোরাজ্যে যে ভাবপ্লাবন এসেছিল, এর মূলেও পুরুষদের বাঙালি মহিলা কবি ও সাহিত্যিকদের প্রেরণাও কম কিছু ছিল না। এসময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, হিরণ্ময়ী দেবী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকারদের সংগীত, কবিতা, প্রবন্ধ এবং পুস্তক ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে নরনারী নির্বিশেষে বাঙালিমাত্রকেই জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। বস্তুতঃ তৎকালীন বাংলার নারীসমাজ এই স্বদেশী প্রচেষ্টায় যে কতটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল, একথার পরিষ্কার উল্লেখ, ১৯০৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে কলকাতার বেথুন কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী বরোদার মহারানী চিমনবাঈ,এর প্রদত্ত অভিভাষণে পাওয়া যায়। এতে বাংলার নারীদের কৃতিত্ব রয়েছে। **লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।**

জোর করে অনুগত্য গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অসুস্থার লক্ষণ

জোর করে অনুগত্য? কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করলে বরাদ্দ টাকা বন্ধ ; বিপজ্জনক প্রবণতার ইঙ্গিত। ভারতের সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বলে, যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে পরিচালিত হয় শাসনব্যবস্থা। এই কাঠামো শুধু প্রশাসনিক ভারসাম্যের কথা নয়, বরং গণতন্ত্রের আত্মা;যেখানে প্রতিটি রাজ্য তার নিজস্ব সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা পায়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকার তার বিভিন্ন প্রকল্প, প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ অথবা পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন এক চাপ সৃষ্টি করছে, যেখানে রাজ্যগুলোকে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হলেই সেই রাজ্যকে বরাদ্দ অর্থ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এটি শুধু প্রশাসনিক চাপ নয়, বরং একপ্রকার গণতান্ত্রিক অনুচিত হুমকি, যা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

এমন পরিস্থিতি রাজনৈতিকভাবে বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিসেবায়, গ্রামীণ উন্নয়ন, আবাসন কিংবা খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প;যেখানে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে কাজ হওয়ার কথা, সেখানেই কেন্দ্রীয় সরকার একতরফা নির্দেশ জারি করে বলছে, নির্দিষ্ট নিয়ম না মানলে রাজ্য সেই প্রকল্পের অর্থ পাবে না। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় আদেশ মানা বাধ্যতামূলক, না হলে আর্থিক সাহায্য বন্ধ। এই প্রবণতা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং সাংবিধানিক ভারসাম্যের প্রতি অসম্মানজনক। সংবিধানের সপ্তম তফসিলে স্পষ্ট করে বলা আছে, কোন কোন বিষয়ে কেন্দ্রের এক্তিয়ার, কোনগুলো রাজ্যের এবং কোনগুলো উভয়ের সম্মিলিত ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবু, কেন্দ্রীয় সরকার যখন এক তরফাভাবে রাজ্যগুলির কাজের ধরন, প্রকল্পের রূপায়ণ বা নামকরণ পর্যন্ত নির্ধারণ করে দিতে চায়, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় নিছক ক্ষমতার দখলদারি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও প্রকল্পে তাদের নেতার নাম জুড়ে দিতে চাইছে, অথচ রাজ্য সরকার সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ, পরিকাঠামো ও জনশক্তি দিচ্ছে। রাজ্য যদি এই নাম পরিবর্তনে আপত্তি জানায়, তাহলে কেন্দ্র সেই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করে দিচ্ছে। এটি প্রতিহিংসাপরায়ণতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধরনের আচরণ শুধু রাজনীতিক বিরোধিতা নয়, বরং সরাসরি নাগরিকদের জীবনযাত্রার উপর প্রভাব ফেলছে। যদি কোনও রাজ্যে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় শর্ত না মানার কারণে, তবে ক্ষতিটা রাজনৈতিক দলের নয়, জনগণের। যদি কোনো গ্রামীণ পরিবার গৃহনির্মাণ প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়, শুধুমাত্র প্রকল্পের নাম নিয়ে মতানৈক্যের কারণে, তাহলে দুর্ভোগে পড়েন সেই রাজ্যের মানুষ। এই অর্থনৈতিক হুমকি আসলে সাধারণ নাগরিকদের অধিকার হরণ।

এছাড়া, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারানো মানে রাজ্যের স্বশাসনের উপর সরাসরি আঘাত। একটি রাজ্য তার নিজের প্রয়োজন অনুসারে কীভাবে কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে, তা তার নিজস্ব প্রশাসনিক দক্ষতার উপর নির্ভর করা উচিত। কেন্দ্রীয় নির্দেশ সবক্ষেত্রে একরকম কার্যকর হবে; এই ধারণা একটি বৈচিত্র্যময় দেশের বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ভারতের প্রতিটি রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ভিন্ন। তাই একক আদেশ দিয়ে সেই সব অঞ্চলের সমস্যা সমাধান করা প্রায় অসম্ভব। তবু, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অর্থ নৈতিক অনুদানকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা আসলে একধরনের গণতন্ত্র বিরোধী চর্চা। একটি বিশেষভাবে উদ্বেগজনক দিক হল, এই আর্থিক হুমকি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া বা বিচারযোগ্য নিয়ম নেই। অর্থাৎ, কেন্দ্র নিজের সুবিধা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোন রাজ্য কতটা সহযোগিতা করছে এবং সেই অনুযায়ী অর্থ দিচ্ছে বা দিচ্ছে না। এটা কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এককভাবে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা তুলে দেওয়ার সমান। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এটি এক বিপজ্জনক নজির তৈরি করে, যা ভবিষ্যতের জন্য একটি ক্ষতিকর দৃষ্টান্ত।

সুপ্রিম কোর্ট সহ একাধিক সংবিধান বিশেষজ্ঞ অতীতে বলেছিলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ভিত্তিতেই প্রকল্প পরিচালনা হওয়া উচিত। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেই মতভেদ কখনও সাধারণ মানুষের প্রাপ্য অধিকার কেড়ে নিতে পারে না।

প্রকল্পের অর্থ জনগণের করের টাকা থেকে আসে, কোনও নির্দিষ্ট দলের থেকে নয়। তাই সেই অর্থ রাজ্যবাসীর কল্যাণে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক, তা রাজ্যের সরকার যেই দলের হোক না কেন। এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সংযম, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এবং সংবিধানিক নীতির প্রতি শ্রদ্ধা। ভারতের সংবিধানের ওপরে আস্থাশীল থাকাটা খুবই প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

নবদ্বীপের মতো নদীয়ার গুপ্তিপাড়াও সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে নাম করে

বিশেষ প্রতিবেদক

'গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণে দেবের ভাষা মানুষ জানে।' বাংলার গ্রামে গ্রামে সেই মাটির গুণ আজ গেল কোথায়? যখন সাধারণ মানুষের মুখের বুলিও ছিল দেবভাষা সংস্কৃত? ৯ আগস্ট বিশ্ব সংস্কৃত দিবসের আগে এই কথাগুলি বিশেষ ভাবে মনে হচ্ছে। শিক্ষা, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ধর্মীয় ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, কারিগরি ও দেশজ শিল্পের সমৃদ্ধ আধার ছিল বাংলার

একেকটি গ্রাম। সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের রোমন্থন কেবলই আজকের অতীতচারিতায়!

এর আগে দু-দু'বারের ব্যর্থ মনোবাসনা ও বিফল চেষ্টা। গত বছরে ঠিক প্রায় এমন সময়েই আমার কয়েকজন নরেন্দ্রপুরের সহপাঠীর সঙ্গে গিয়েছিলাম নদীয়ার উলা বা বীরনগর, শিবনিবাস ও শান্তিপুর। গত মাসের গোড়ায় প্রবাসী বন্ধুকে নিয়ে আবার গিয়েছিলাম শান্তিপুর ও ফুলিয়া। দু'বারই সকালে শান্তিপুরে গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে ফেরিতে চেপে নদী পেরিয়ে ওপারে নেমে গুপ্তিপাড়া ঘুরে আসি। কিন্তু সময়ের অনটনে, বন্ধুদের ফেরার তাড়া থাকায় সেই সুযোগ হয় নি। এবারে আবার এক বিশিষ্ট সহৃদয় বন্ধু জিরাটে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। সেখানে গিয়ে নতুন বন্ধুর অসাধারণ আতিথ্যে দেড় দিন কাটানোর সুব্যবস্থা তো হলই। আর সেই সঙ্গে রবিবার সকালে জিরাটে পৌঁছে জলখাবার ও চা খেয়ে অবশেষে গুপ্তিপাড়ায় আমার বহু-কাঙ্খিত একটা ঝটিকা সফরের সৌভাগ্য ঘটেও গেল। আসলে বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলির বহু গ্রাম ও প্রাচীন জনপদ ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। রথযাত্রা ও বারোয়ারি দুর্গাপুজোর জনপ্রিয়তা ছাড়াও অরণ্য পরিবেষ্টিত গুপ্তিপাড়ায় ছিল চোর-ডাকাত ও বাঁদরের প্রবল দৌরাত্ম্য। বাঁদরের জন্যে সেই অঞ্চলের কুখ্যাতি ছিল এমনই যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল সমকালীন সমাজেও। কাউকে যদি তখন জিজ্ঞেস করা হত, 'তুমি কি গুপ্তিপাড়া থেকে আসছ?' প্রকারান্তরে বুঝতে হত তাকে বাঁদর বলে গালি দেওয়া হল! নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আবার গুপ্তিপাড়া থেকে একটি বাঁদর নিয়ে এসে সেই আমলে বিরাট ঘটা করে তার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেই বাঁদরের বিয়ের ভোজ খেতে ডাক পড়েছিল শান্তিপুর, নদীয়া, উলা ও গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণদের। বিয়েতে খরচ হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা।

আবার এই গুপ্তিপাড়া ছিল সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান। গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, জিরাট প্রভৃতি গ্রামে ছিল প্রচুর টোল। ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষার জন্যে সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের সমাগম ঘটত এই অঞ্চলে। ব্রিটিশ নথিতে যার খ্যাতি 'হিন্দু অক্সফোর্ড' নামে। 'শ্যাম কল্পলতা'-রচয়িতা সিদ্ধ মহাপুরুষ ভক্ত কবি মধুরেশ যেমন জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুপ্তিপাড়ায়, তেমনই সেখানকার শ্রুতিধর পন্ডিত বানেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পান্ডিত্য ও বাকপটুতা ছিল সেকালের বঙ্গ সমাজে সুধীমন্ডলীর চর্চার বিষয়। তাঁর পিতা পন্ডিত রামদেব তর্কবাগীশ ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ। গুপ্তিপাড়ার মাটির গুণ ছিল এমনই যে সমাজে সুশিক্ষিত, পন্ডিত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে বহু সাধারণ মানুষও অনেক শাস্ত্রীয় সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। আর সমাজে শিক্ষা-চেতনার সেই উৎকর্ষের বাস্তব ছবিই ফুটে উঠেছিল প্রচলিত প্রবাদে। কবিয়াল ভোলা ময়রা,কবি ও সংগীতসাধক কালী মির্জার জন্মস্থানও গুপ্তিপাড়া।

গুপ্তিপাড়ায় শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য হল শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির। সকলের কাছে বেশি পরিচিত গুপ্তিপাড়ার মঠ বা শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মঠ হিসেবে। আমাদের হাতে সময় কম থাকায় আমরা জিরাট থেকে ভিতরের রাস্তা ধরে বলাগড়, সোমড়াবাজার হয়ে অসম রোডে উঠে সবুজদ্বীপের সামনে দিয়ে গুপ্তিপাড়া পৌঁছলাম। রথের মেলার মাঠ আর সেনবাড়ির একটি জীর্ণ দালান পেরিয়ে ওই মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দির চত্বরের পাশে বাঁ দিকের এক ফালি মাঠে রাখা রয়েছে বৃন্দাবনচন্দ্রের বিরাট উঁচু রথ। তার ওপরে টিনের আচ্ছাদন। কাজেই তা দেখা গেল না। রথের সময় বিরাট উৎসব ও মেলা এখনও হয়। ১৮৪৫ সালে 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে রেভারেন্ড লঙের লেখায় গুপ্তিপাড়ার রথের মেলার বিবরণ মেলে। সেই মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ হত। মেলায় যোগ দিতে আসার সময় গঙ্গায় নৌকাডুবিতে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। উল্টোরথের আগের দিন সে সময় ভোগ নিবেদনের পর মন্দিরের দরজা খুলে দিলে ভক্তদের মধ্যে সেই প্রসাদ লুঠ করার রীতি ছিল। তাকে বলা হত 'ভান্ডারা লুঠ'।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে ডান দিকে ভোগ রান্নার দালান ও পূজারীদের থাকার বেশ কিছু ঘর। বারান্দায় রাখা রয়েছে কয়েকটি পাকা তাল। সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। ইঁদারা, জলের ব্যবস্থা। বাঁ দিকে রয়েছে রথযাত্রায় ব্যবহারের জন্যে সাদা ও নীল বিশাল দুটি কাঠের ঘোড়া। তার পাশে মূল মন্দির চত্বরে প্রবেশের দরজা। সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গনে রয়েছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মোট চারটি মন্দির। এর মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির।

পাঠকদের কলমে সাহিত্যিক প্রমথনাথ

বিশেষ প্রতিবেদক

কৃষ্ণনাগরিক প্রমথ। 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে নয়।' লেখা সম্পর্কে এই ছিল তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। বাংলা ভাষা চর্চায় খোলা বাতাস আনতে বহুদিনের বন্ধ জানলাগুলো খুলে দিয়েছিলেন তিনি।

সম্রাট আকবরের দরবারে নবরত্ন সভার একজন ছিলেন বীরবল। বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীও তেমনি এক রত্ন। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক।

জন্ম বাংলাদেশের যশোরে। বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। সেখানেই পূর্বপুরুষের বাস। পাঁচ বছর বয়সে যশোর ত্যাগ করে নদীয়া জেলায় চলে আসেন।

তাঁর নিজের অবশ্য ছোটবেলার স্মৃতিতে যশোরের কথা সেভাবে মনে পড়ে না। তাঁর ছোটবেলার গল্প শুরু হয় কৃষ্ণনগর থেকে। পরে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। তবু কৃষ্ণনগরের টান কখনও ফিকে হয়নি।

নিজের স্মৃতিকথায় লিখেছেন, এই শহর তাঁকে 'কনসাসলি' 'আনকনসাসলি' অনেক কিছুই দিয়েছে। ক-খ, ঙ-ক্ষ-ঞ্জ ও শিখেছেন এই শহর থেকে।

কৃষ্ণনগরে এসে প্রথম মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। এক পাদরি আসতেন। প্রতিদিন সকালে খ্রিষ্টের ভজন হত। সঙ্গে খ্রিষ্ট ধর্ম নিয়ে বাংলায় বক্তৃতা। এক মাস পর বাবা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, স্কুল থেকে কী শিখেছে। উত্তর পেলেন আদম আর ইভের গল্প। বাবা রেগে লাল। তখন খুদে প্রমথ বলেন, স্কুলে ভজন শিখেছেন। গাইতে বললেন বাবা। দুই ভাই মিলে গাইলেন, বন্যে এসে ভেসে গেল, চাষার ডুবল ধান, শালাদের যেমন কর্ম তেমনি কর্মফল। তারপর থেকেই বন্ধ হয়ে গেল মিশনারি স্কুলে যাওয়া। ভর্তি হলেন ব্রজবাবুর স্কুলে। স্কুলের নাম এ ভি স্কুল।

মাসখানেক পর বাবা প্রমথ আর তাঁর সেজ দাদাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কী পড়েছ'। উত্তর এল, 'জানোয়ারের ছবি দেখেছি'।

বাবা বললেন, ' আমি স্কুল ভেবে তোমাদের দেখছি এক চিড়িয়াখানায় পাঠিয়েছি'। পরদিনই ছেলেদের বের করে আনলেন সে 'চিড়িয়াখানা' থেকে। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তবে স্কুলের 'সেকেলে শিক্ষায়' প্রমথের বিশেষ কোনও ভরসা ছিল না।

কৃষ্ণনগর তাঁকে বড় টানত। পাড়াগেঁয়ে শহর। শহরে টহল দিতেন। সব দোকানে আনাগোনা ছিল তাঁর। এমনকি গুলির আড্ডাতেও। নৌকা চিনেছিলেন মালোপাড়া থেকে। মালোপাড়া মাঝিদের পাড়া।

প্রমথ চৌধুরী ভাষা শিখেছিলেন পথ চলতে চলতে, পাড়া বেড়াতে বেড়াতে। লোক মুখে শুনে। তাঁর কথায়, 'সেকেলে নদে-শান্তিপুরের মৌখিক কথাও খুব শ্রুতিমধুর ছিল। 'তাঁর বিশ্বাস ছিল নদীয়া-কৃষ্ণনগরের ভাষাই বাংলায় সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা। তাঁর ভাষার বুনিয়াদ কৃষ্ণ নাগরিক বাংলা। প্রমথ চৌধুরীর মুখে ভাষা দিয়েছিল কৃষ্ণনগর। ফরাসীরা jeu de mots বলে যাকে সে খেলার চর্চা হত নদের শহরে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখাও কৃষ্ণনগরেই। প্রমথ চৌধুরীর দাদা এক জাহাজে তাঁর সঙ্গে মাদ্রাজ যান। সেই সূত্রেই বন্ধুত্ব। তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

বিজেপির প্রতিনিধিদলকে বাধা ভাঙচুর বিজেপি কর্মীদের গাড়ি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার , ৮ আগস্ট ঃ গতকাল কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ ব্লকের শালমারা এলাকায়. একের পর এক বিজেপি নেতৃত্বদের বাড়ি ভাঙচুর লুটপাটের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতা মণীন্দ্র বর্মনের বাড়িতে সেই সময় তার গর্ভবতী কন্যা ছিলেন তাকেও আক্রমণ করা হয় পরবর্তীতে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাত্রিমাতা এবং পরবর্তীতে রাতেই তাকে শিলিগুড়ি র বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় সেখানে রাতেই তিনি সন্তান প্রসব করেন যদিও এখনো তার সন্তানের অবস্থা ভালো নয়। গতকাল রাতেই কোচবিহারের হাসপাতালে তাকে দেখতে যায় বিজেপি বিধায়িকা মালতি রাভা রায় এবং অন্যান্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। গতকালই তারা জানিয়েছিলেন শুক্রবার শাল্মারায় আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে যাবেন বিজেপির এক বিশেষ প্রতিনিধি দল যেখানে উপস্থিত থাকবে বিধায়ক নেতৃত্বরা। সুপ্রভাত সকালে সালমারা এলাকার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য যুথিকা বর্মন মলিনা বর্মনের বাড়িতে যান পরবর্তীতে তারা জিতেন্দ্রনাথ বর্মনের বাড়ি যাওয়ার পথে স্থানীয় মহিলারা তাদেরকে ঘিরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখায়। এমন কি? জিতেন্দ্র বর্মনের বাড়ির ভিতরে বিজেপির মহিলাদের সাথে গ্রামের অন্যান্য মহিলাদের বচসহ হাতাহাতি হয়। এমতাবস্থায় বাইরে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। পুলিশের সামনেই এখনো ঘটনায় রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। পাশাপাশি ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ এবং মালতি রাভা রায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে পাথর চোরা হয় বলে অভিযোগ। যখন বিজেপির বিশেষ প্রতিনিধি দল । যদিও সেই বাধা অতিক্রম করে তারা জিতেন্দ্র বর্মনের বাড়িতে যান তার পরিবারের সাথে কথা বলেন এবং পরবর্তীতে ফিরে আসেন কোচবিহারে। কোচবিহার জেলা সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে মালতি রাভা রায় অভিযোগ করে বলেন - আমরা বিজেপি মহিলা নেত্রীদের বাড়ি ভাঙচুর এর জায়গায় গিয়েছিলাম তাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখি ভয়ংকর অবস্থা তাদের লকার ভেঙ্গে সব কিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমনকি রান্না করা খাবার ফেলে দিয়ে গ্যাস ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এটা কি কোন রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি হতে পারে। তারা আরো বলেন আমরা যখন জিতেন্দ্র বর্মন অর্থাৎ যার অন্তসত্বা মেয়েকে মেরেছে এই সন্ত্রাসী কারীরা তার বাড়িতে যাওয়ার সময় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর নেতৃত্বে বহিরাগত মহিলা রোহিঙ্গাদের দিয়ে আমাদের বাধা দেওয়া হয় গাড়ি ভাঙচুর করা হয় এমনকি আমাদের ভয় পর্যন্ত দেখানো হয় যদিও আমরা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে তাদের বাড়ি যায় কিন্তু সেই বাড়ির অর্থাৎ পূরবী বর্মনের জেটিমারা বলেন আপনারা এসেছেন আমাদের খুব ভালো লাগলো কিন্তু আপনারা চলে গেলে এরা আমাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে। এটাই কি? তৃণমূলের সংস্কৃতি। পাশাপাশি পুলিশের সামনেই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তিনি বলেন অবিলম্বে সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে এই সরকারের পতন প্রয়োজন। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন - এই জায়গা সীমান্তবর্তী এলাকা আমাদের যদি বাধা দেওয়ার হতো আগেই দিতে পারতাম তবে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এই সীমান্তবর্তী এলাকার আত্মীয়-স্বজনরা যেভাবে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়ছেন কখনো তাদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে থানায় কখনো বা তাদের বাড়ির জল ও লাইট কেটে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ আর সেই কারণেই সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ওখানে যে সমস্ত মহিলারা বাধা দিয়েছে তাদের হাতে তৃণমূলের পতাকা ছিল না এবং আগামী দিনে যেখানেই যাবেন সেখানেই তাদের এই ক্ষোভের সামনাসামনি হতে হবে। প্রশ্ন একটাই যেকোনো জায়গায় যখন বিরোধীরা যায় তখন কেন বারবার তাদের বাধার মুখে পড়তে হয় কেনই বা সন্ত্রাস পিছু ছাড়ছে না কোচবিহারে ? তাহলে কি রাজনীতির আঙ্গিনায় গণতন্ত্র শব্দটা এখন ধূলিসাৎ। পরিস্থিতি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যেভাবে চরম সন্ত্রাসের আকার নিচ্ছে তাতে আগামী নির্বাচন রক্তাক্ত হবে এমনটাই মত ওয়াকিবহল মহলের।

নিজেদের হাতে তৈরি রাখি দিয়েই উৎসবে সামিল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ আগস্ট ঃ আজ রাখি বন্ধন উৎসব। যা গোটা দেশ জুড়েই পালিত হয় যথাযথ মর্যাদায়। তবে এবছর একটু ভিন্নভাবেই রাখি বন্ধন উৎসবে পালনে উদ্যোগী হয়েছেন নবদ্বীপ শহরের তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা। এই রাখি বন্ধন উৎসবে শামিল হতে মহিলারা নিজেরাই হাতে তৈরি করছেন রাখি। এমনই চিত্র ধরা পরলো নদীয়ার নবদ্বীপে। তারা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীরা, তাদের দাবি দলের নির্দেশে রাখি পূর্ণিমার দিন রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হবে, আর সেই উৎসবে সামিল হতে এ বছর আমরা নিজেরাই রাখি তৈরি করেছি তবে এ বছর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয় প্রভু শ্রী জগন্নাথ দেবের ছবি দিয়েও তৈরি হয়েছে এই রাখি। তবে এ বিষয়ে নবদ্বীপ শহর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মণিকা চক্রবর্তী জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলি সহ জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী বর্নালী দে - এর নির্দেশে অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি নদীয়ার নবদ্বীপেও পালিত হবে এই রাখি বন্ধন উৎসব, আর এই কর্মসূচিকে এবছর আমরা একটু ভিন্ন ভাবে পালনে উদ্যোগী হয়েছি। তিনি বলেন, দীঘায় জগন্নাথ মন্দির সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছে আমরাও এই রাখি পূর্ণিমার শুভদিনে জগন্নাথ দেবকে সম্মান জানিয়ে তার ছবি দিয়েই তৈরি করছি রাখি। শুধু জগন্নাথ দেব নয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়েও তৈরি করা হচ্ছে রাখি। প্রায় এক হাজার পিস তৈরি করা হয়েছে রাখি। যা দিয়ে এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হবে। তিনি আরও জানান, দলের মহিলা কর্মীরাই উৎসাহের সাথে এই রাখি তৈরী করছে, প্রতিদিন যে যখন সময় পেয়েছে এই রাখি তৈরী করেছে। কেও কেও বাড়িতেও নিয়ে কাজ করছে। হাতে সময় কম ছিলো তাই সংসারের কাজ সামলেই যখনই সময় পাচ্ছি এই রাখি তৈরির কাজে লেগে পরেছিলাম বলে জানায় তৃণমূল কর্মী শিপ্রা চৌধুরী, কল্যানী রায় সহ সকলে। তারা আরও জানান এই প্রথম করলেও কাজটা বেশ আনন্দের সাথেই আমরা করছি, ওয়ার্ডের যুব তৃণমূলের সভানেত্রী অর্পিতা দাস জানান যে বার্তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দিয়েছিলেন সকলকপ নিয়ে চলার সেই বার্তাকে পাথেয় করেই আমরাও এই জগন্নাথ দেবের রাখি তৈরী করছি, প্রথমবার হলেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই সকলে মিলে এই কাজ করছি। তবে একাধারে যেখানে দীঘার জগন্নাথ মন্দির রাজ্যে রাজনীতির এক চর্চার অন্যতম কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠেছে। সেখানে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উদ্যোগে সেই জগন্নাথ দেবের ছবি দিয়ে রাখি তৈরির বিষয়টি যে সেই

চর্চায় আরও জিইয়েই রাখলো তা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - ই-টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩০, তারিখ ঃ ০৮.০৮.২০২৫। "ই" প্রোকিওরমেন্ট পদ্ধতির জন্য টেন্ডার। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টার অফিস (ষষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, যেগুলি ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সমস্ত টেন্ডারগুলি দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং	নির্ধারিত তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩০২৫১৩৯৪	০৮.১০.২০২৫	ইউআইসি টাইপের জন্য লাটারাল সাইড ফ্ল্যাঞ্জ (আরএইচ) ইত্যাদি	৫৭০টি	২,৫৫,৫৯০
২	৩০২৫৩০৩৭	০৮.১০.২০২৫	লেভেলিং ভাল্ভ ইত্যাদি	১০০০টি	৯৯,৭১০
৩	৭৯২৫৩১৯০এ	২৮.০৮.২০২৫	দোসুতি পুরু খাদি ব্লিচড হোয়াইট ৭০ সেন্টিমিটার ক্লথ ইত্যাদি	৩৭৪২২ টি	অব্যাহতি
৪	৭৯২৫৩১৩৬	০২.০৯.২০২৫	৪ সেমি. প্রশস্ত (প্রত্যেক দিকে) সহ উৎকৃষ্ট মানের সফ্ট ব্ল্যাঙ্কেট ইত্যাদি	৪৩৩৬৯ টি	৩,১৩,৩২০
৫	আইজি ২৫৫২১০বি	২৫.০৮.২০২৫	ডিজিটাল রেডিওগ্রাফি সিস্টেম ইত্যাদি	০১টি	১,৭০,০০০
৬	৩৮২৫৩০০৪	০৯.০৯.২০২৫	ক্যাসনাব ২২ এইচএস বগির জন্য স্লাবার স্প্রিং ইত্যাদি	১০৬২০ টি	২,২৩,০৬০
৭	৩৮২৫১৫৭৩	১১.০৯.২০২৫	আনকাপলিং গিয়ারের জন্য কাপলার রড ইত্যাদি	১২৮৪০ টি	১,৩৭,৫৭০
৮	৩৮২৫৩৮৯৪এ	২৫.০৯.২০২৫	নাট, স্প্রিং ওয়াশার ও ৪ ডায়া স্প্লিট পিন সহ কী বোল্ট ইত্যাদি	৪৮২০০০ টি	৩,১৭,৯৩০
৯	৩৮২৫৩৯১৯	১০.১০.২০২৫	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য ফ্লোর চ্যানেল (স্ট্রিংগার ইনার) ইত্যাদি	৬৭০০ টি	২,০৫,৫৬০
১০	৪৫২৫৩১৩৬	২৬.০৮.২০২৫	সেল্ফ প্রাইমিং মনোব্লক পাম্প ইত্যাদি	১২৩০টি	১,১৪,৯৫০
১১	৪৫২৫০০০২	০৮.০৯.২০২৫	ওভারঅল প্যাকেজ ইউনিটের জন্য অ্যান্টি ভাইব্রেশন মাউন্টিং প্যাড	৬৩১৪ টি	১,৪৬,০৩০
১২	৪৬২৫৩১২১	১৫.০৯.২০২৫	পোর্সেলিন ৯ টন ইনসুলেটর আর.আই. ৬০২০-১ (সি.ডি ১০৫০ মিমি.) কমপ্লীট সেট	১৮০৫ টি	১,০৭,৫৬০
১৩	৬৫২৪৫০৩৯বি	১৬.০৯.২০২৫	৫০টি ট্রাভার্সার সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা, কার্যনিয়োগ ও প্রুভিং	০১টি	২,৩৬,৪৮০
১৪	৬৫২৪৫০৬৬বি	০২.০৯.২০২৫	টিওএন ইওটি ক্রেন	০১টি	২,৬৩,০৯০
১৫	৬৫২৩৫০৩৪বি	০২.০৯.২০২৫	৩৫/৫ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেনের সরবরাহ, স্থাপন, কার্যনিয়োগ ও প্রভিং আউট	০১টি	২,০১,১১০
১৬	৬৫২৪৫০২২	০৯.০৯.২০২৫	৩০ টন ক্ষমতার ইওটি ক্রেন (পিসিএমএম মিটিং রুম/এসইআর/জিআরসি/কল-৪৩-এ ১৯.৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১টায় প্রিবিড মিটিং)	০২টি	২,৯৪,০০০
১৭	৭৫২৫১৭২৩	০৬.১০.২০২৫	ডেকরেটিড থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড ল্যামিনেটেড শীট ইত্যাদি	৬১৪৩ টি	১,৫৬,৫৩০
১৮	৫৬২৫৫১৮০	২৭.০৮.২০২৫	স্পেয়ার এ এবং স্পেয়ার বি সহ ইলেক্ট্রিক পয়েন্ট অপারেটিং মেশিন ২২০মিমি. স্ট্রোক-এর চালু চুক্তি	ওয়েবসাইটে বিবৃত অনুযায়ী	১৭,৭২,৫৬০
১৯	৭৫২৫১৭৯০	২৮.০৮.২০২৫	ফেক্সিবল পলিভিনাইল ক্লোরাইড ইত্যাদি	৩১৬৮ টি	৬,১৪,৬৮০
২০	৬০২৫০০৭২	২৬.০৮.২০২৫	৬৪০০ মিমি. কার্ভড স্যুইচ প্রস্তুত ও সরবরাহ ইত্যাদি	৬০০ সেট	২০,০০,০০০
২১	৬৫২৪৫০১৯বি	০৪.০৯.২০২৫	ইওটি ৪০/১০ টন সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ	০২টি	৩,৭০,০০০
২২	৬৫২৫৫০১৯	০৮.১০.২০২৫	আল্ট্রা থার্মিক কাটিং ইক্যুইপমেন্ট (ফুল সেট) সরবরাহ	০২ সেট	১,১১,৪৪০
২৩	৭৫২৫৩০৪৪	০৯.০৯.২০২৫	ফ্লেক্সিবল পলি ভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ফ্লোরিং শীট ইত্যাদি	৬০০ টি	১,১৭,০৬০
২৪	৪৩২৫৩০২৬বি	২৮.০৮.২০২৫	স্ক্রোল কম্প্রেসর মডেল নং জেডআর ৬১ কেসিই, টিএফডি ৫২২ (আর ৪০৭সি গ্যাস-এর জন্য)	৪২৪ টি	৩,৭৬,১৪০
২৫	৩০২৫৩৬১৮	০৯.০৯.২০২৫	ইক্যুয়ালাইজিং সহ এফআরপি উইন্ডো কমপ্লীট ইত্যাদি	১৩৫৬ টি	১,০৪,৫৮০
২৬	৩০২৫১৭৯২	১২.০৯.২০২৫	অ্যাঙ্কর লিঙ্কের জন্য সাইলেন্ট ব্লক	৯৩০০টি	১,১১,২৮০
২৭	২৯২৫৩৭৫৬	০৫.০৯.২০২৫	বেয়ারিং ব্যতিরেকে অ্যাক্সেল বক্স কমপ্লীট	২৯২টি	৩,১০,১০০
২৮	২৯২৫৩৭৬০	০৮.০৯.২০২৫	এসি সার্কিট ব্রেকার ৬এ, ৩ পোল	২৭৪ সেট	১,১৭,০৪০
২৯	২৯২৫৩২৫৮	১১.০৯.২০২৫	ট্রাইডেন্ট নির্মিত এয়ার ড্রায়ার-এর জন্য এম৪৮ কিট	২২৭ সেট	২,৪৪,৮২০
৩০	২৫২৫৩৮৯৫	১৮.০৯.২০২৫	ট্র্যাকশন মোটরের জন্য বেয়ারিং কভারের সেট	৩৫২ সেট	৩,৭৫,৯০০
৩১	১১২৫১০৯৭	২২.০৯.২০২৫	কাপলার বডি	১৭৬টি	১,৭৮,৫৫০
৩২	২৯২৫৪৯৭৯	০৭.১০.২০২৫	অ্যাক্সেল বক্স বেয়ারিং (সিআরইউ-১৫০)	৪৩৬টি	২,২৬,৩৭০

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ও তাঁদের বিড অনলাইনে জমা করার জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। কোন ক্ষেত্রেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গৃহীত হবে না। বি.দ্র.ঃ সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য এবং তৎপরবর্তী প্রকাশিত সংশোধনীর জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-500)

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১০৪_২০২৫-২৬, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ:** ৫টি আরও প্ল্যান্টের জন্য ৪ বছর মেয়াদে টার্নকী ভিত্তিতে এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং কমপ্লেক্স, টিকিয়াপাড়া কোচিং কমপ্লেক্স এবং ইএমইউ কারশেডে পানীয় জলের জন্য রাসায়নিক সরবরাহ সহ আরও (আরওইএস) প্ল্যান্টের পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি ও ওভারহলিং। **আনুমানিক মূল্য** : ৯৭,৪৫,৭৯০.৮৫ টাকা। **বায়না মূল্য**: ১,৯৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** : শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ**: অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-236/2025-26)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-TENDER INVITING
NOTICE RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT
JANDA, RAJBALHAT,
HOOGHLY

E-Tenders are being invited from the experienced and resourceful bidders for execution of development works. **NIT NO.:- RAJ-1/288, dated 07/08/2025; Tender ID :- 2025_ZPHD_889175_1 Fund: 15THFC(UT).** Bid submission closing date: **18/08/2025 at 3.00PM**. Bid Opening Date: **20.08.2025 at 3.00 PM.** For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & under signed GP Office.

Sd/-
PRODHAN
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY

Notice Inviting E-Tender No. 783/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_888877, Date: 07.08.2025
Notice Inviting E-Tender No. 784/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_888882, Date: 07.08.2025
Notice Inviting E-Tender No. 785/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_888886, Date: 07.08.2025
Notice Inviting E-Tender No. 786/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_888897, Date: 07.08.2025
Notice Inviting E-Tender No. 787/SBM/2025, Tender ID: 2025_ZPHD_888900, Date: 07.08.2025

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for different works. Fund: SBM. Date of Start of downloading the documents from **08.08.2025 at 6.30 PM.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **18.08.2025 at 2.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **20.08.2025 at 2.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat

কিছু ট্রেনের বিভিন্ন স্টেশনের সংশোধিত সময়সূচি

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সময়সূচি সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে নিম্নরূপে সংশোধিত হবেঃ

ক্র. নং.	ট্রেনের নং এবং নাম	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ
১.	১৫৯৬১ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস (রঙাপাড়া নর্থ হয়ে) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) এবং ১৫৯৫৯ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি হয়ে) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	০৬.০৩	০৬.০৫
		নিউ ময়নাগুড়ি	০৬.১৮	০৬.২০
		ধূপগুড়ি	০৬.৩৮	০৬.৪০
		ফালাকাটা	০৭.১০	০৭.১২
		নিউ কোচবিহার	০৭.৫৫	০৮.০০
		নিউ আলিপুরদুয়ার	০৮.১৫	০৮.২০
		কামাখ্যাগুড়ি	০৮.৩৮	০৮.৪০
		ফকিরাগ্রাম জং	০৯.১৩	০৯.১৫
		কোকরাঝার	০৯.২৮	০৯.৩০
২.	১৩১৭৫ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) এবং ১৩১৭৩ শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	১৮.৩৮	১৮.৪০
		নিউ ময়নাগুড়ি	১৮.৫৩	১৮.৫৫
		ধূপগুড়ি	১৯.১৩	১৯.১৫
		ফালাকাটা	১৯.৩৫	১৯.৩৭
		নিউ কোচবিহার	২০.১০	২০.১৫
		নিউ আলিপুরদুয়ার	২০.৩৫	২০.৪০
		কামাখ্যাগুড়ি	২০.৫৮	২১.০০
		গোসাইগাঁও হাট	২১.২০	২১.২২
		ফকিরাগ্রাম জং	২১.৩৮	২১.৪০
		কোকরাঝার	২১.৫০	২১.৫২
৩.	১২৩৭৭ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	০৯.৪৮	০৯.৫০
		নিউ চাংরাবান্ধা	১০.২০	১০.২২
		মাথাভাঙ্গা	১০.৪৮	১০.৫০
		নিউ কোচবিহার	১১.১৮	১১.২০
৪.	১৫৯৬০ ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস (গুয়াহাটি হয়ে) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর) এবং ১৫৯৬২ ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস (রঙাপাড়া নর্থ হয়ে) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	১৬.১০	১৬.১২
		নিউ ময়নাগুড়ি	১৫.৫৩	১৫.৫৫
		ধূপগুড়ি	১৫.৩৩	১৫.৩৮
		ফালাকাটা	১৫.০৮	১৫.১০
		নিউ কোচবিহার	১৪.৩০	১৪.৩৫
		নিউ আলিপুরদুয়ার	১৪.০৮	১৪.১৩
		কামাখ্যাগুড়ি	১৩.৪৭	১৩.৪৯
		ফকিরাগ্রাম	১৩.১০	১৩.১২
		কোকরাঝার	১২.৫৮	১৩.০০
৫.	১২৫১৬ শিলচর-কোয়েম্বাটোর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	ধূপগুড়ি	১২.১৩	১২.১৫
		নিউ কোচবিহার	১১.১৫	১১.২০
		নিউ আলিপুরদুয়ার	১০.৫৩	১০.৫৫
		কোকরাঝার	১০.১০	১০.১২
৬.	১৫৯২৬ ডিব্রুগড়-দেওঘর এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	১৬.২৮	১৬.৩০
		নিউ কোচবিহার	১৪.৫৫	১৫.০০
		নিউ আলিপুরদুয়ার	১৪.৩০	১৪.৩২
		কোকরাঝার	১৩.৩০	১৩.৩২
৭.	১৩১৪৮ বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৬.১০.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলপাইগুড়ি রোড	১৬.৩৩	১৬.৩৫
		নিউ ময়নাগুড়ি	১৬.১৮	১৬.২০
		ধূপগুড়ি	১৫.৫৮	১৬.০০
		ফালাকাটা	১৫.২৮	১৫.৩০
		নিউ কোচবিহার	১৪.৫০	১৪.৫৫
		দিনহাটা	১৪.১৫	১৪.১৭

দ্রষ্টব্য ঃ এই ট্রেনগুলির অন্যান্য সকল স্টেশনের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE SAHAPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:BELKULAI, PS.-PANCHLA, Dist: HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No- 173/SGP/SBM(G)/2025-26, Date: 08/08/2025

For and on behalf of the Pradhan, Sahapur Gram Panchayat invites E-tender for 3 (Three) Nos. different works. Last date of Submission of Tender **20.08.2025 at 16.00 Hrs**. Time & Date for opening of Technical Bids on **22.08.2025 at 13.00 Hrs**. For details visit GP office of any working days or visit website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sahapur Gram Panchayat

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIT No.-08/Sub-II of 2025-26 for 02(Two)** No works from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application:- **18.08.2025.** Last date of receiving tender paper- **20.08.2025.**

Sd/- N. Dey
Assistant Engineer (PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh, Hooghly

E-TENDER INVITING
NOTICE RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT
JANDA, RAJBALHAT,
HOOGHLY

E-Tenders are being invited from the experienced and resourceful bidders for execution of development works. **NIT NO.:- RAJ-1/289, dated 07/08/2025; Tender ID :- 2025_ZPHD_889145_1 Fund: 15THFC(UT). Bid** submission closing date: **18/08/2025 at 3.00PM.** Bid Opening Date: **20.08.2025 at 3.00 PM.** For more details please visit **https://wbtenders.gov.in** & under signed GP Office.

Sd/-
PRODHAN
RAJBALHAT-I GRAM PANCHAYAT

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ [**সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/হাওড়ার** অধিক্ষেত্রাধীনের জন্য] নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। এনআইটি নং. ঃ ১০৮_২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন-টিএসআর (পি)-২৮.৮০১ টিকেএম ইন লোকেশনঃ- বিডিসি-এসকেজিঃ আরইভি লাইন ৫৫.০০০-৬৮.০০০= ১৩.০০০ কিমি, ৭৪.৯৯৯-৯০.৮০০= ১৫.৮০১ কিমি অ্যান্ড টিআরআর (পি)-০.১৪৭ টিকেএম নিম্নোক্ত অবস্থানে বিএলওয়াই-বিডিসিঃ আরইভি লাইন ৩৮.৯৬৩-৩৯.১১০= ০.১৪৭ কিমি এইএন/বিডিসি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে সিনি. ডিইএন/I/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৯৬,৩৬,৯৯০.৪৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৯৮,২০০ টাকা। **ক্রঃ নং ২। এনআইটি নং. ঃ ১০৯_২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন-টিটিআর-৩৯ সেট-টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ১২-৩৫ সেট এবং টিটিআর (ডি/ক্রসিং)-৪ সেট এইএন/বিডিসি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে, টিটিআর-৬৮ সেট-টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ১২-২৮ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-২৭ সেট এবং টিটিআর (ডি/ক্রসিং)-১৩ সেট এইএন/ট্র্যাক/এইচডব্লুএইচ-এর অধিক্ষেত্রাধীনে এবং টিটিআর-৭৮ সেট-টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ডব্লুসিএমএসসি)- ১ ইন ১২-৬৪ সেট, টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-১৪ সেট এইএন/এলএলএইচ-এর অধিক্ষেত্রাধীনে সিনি. ডিইএন/I/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪,০১,৮৩,৯২৮.৭১ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৩,৫০,৯০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৩। এনআইটি নং. ঃ ১১০_২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনঃ সিটিআর (এস) ১৪.৯৭৯ টিকেএম নিম্নোক্ত অবস্থানে ডিএলওয়াই-বিডিসিঃ ইউপিএ এইচএমজেড টিটাগড় সাইডিং ০-০.৬৫=০.৬৫ কিমিঃ এইচডব্লুএইচ-বিএলওয়াই.এলএলএইচ ডব্লুএস ১ এল লাইন ০-০৫২৭=০.৫২৭ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৫ জে ০-০.২৬৯=০.২৬৯ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৫ এমএল ০-০.৩১১=০.৩১১ কিমি; এলএলএইচ ডব্লুএস ০৫ এমআর লাইন ০-০.৬৮৮=০.৬৮৮ কিমি; এলএলএইচ ডব্লুএস ০৬ এমএল ০-০.৫২৪=০.৫২৪ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৬ এসওয়াই ০-০.৩১৯=০.৩১৯ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৬ জে ০-০.২৪=০.২৪ কিমি; এলএলএইচ ডব্লুএস ০৮ এমআর লাইন ০-০.৩৫=০.৩৫ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৯ এমআর লাইন ০-০.৪৯৫=০.৪৯৫ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ০৯ জে ০-০.৩৮৭=০.৩৮/কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১০ জে ০-০.৪৪১=০.৪৪১ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১১ এমআর লাইন ০-০.৪২২=০.৪২২ কিমি; এলএলএইচ ডব্লুএস ১১ জে ০-০.৪৮৮=০.৪৮৮ কিমি এলএলএইচ ডব্লুএস ১২ জে ০-০.৪৬৮=০.৪৬৮ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১৩ জে ০-০.৫৭৮=০.৫৭৮ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১৩ এমআর লাইন ০-০.১৭১=০.১৭১ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১৩ এল লাইন ০-০.১৯৩=০.১৯৩ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ১৪ জে ০-০.২০৭=০.২০৭ কিমি; এলএলএইচ ডব্লুএস ১৯ এসওয়াই ০-০.২২৫=০.২২৫ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ২০ এসওয়াই ০-০.৪৪৬=০.৪৪৬ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ২বি লাইন ০-০.৫১৯=০.৫১৯ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ২এল লাইন ০-০.৩৪৬=০.৩৪৬ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ৩এল লাইন ০-০.৩১৬=০.৩১৬ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ৪এল লাইন ০-০.৩৪৭=০.৩৪৭ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ৬এল লাইন ০-০.৪০২=০.৪০২ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস বড়া লিঙ্ক ০.০.২১=০.২১ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ছোটা লিঙ্ক ০-০.২১=০.২১ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস কুলি লাইন ০-০.৫৩৯=০.৫৩৯ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ডি শপ লাইন ১ ০-০.১৩২=০.১৩২ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ডি শপ লাইন ২ ০-০.১৭৫=০.১৭৫ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস লিঙ্ক লাইন প্লাস ডব্লুএস অফিস লাইন ০-০.৮৮৪=০.৮৮৪ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস পেন্ট শেড লাইন নং ১ ০-০.১৪৪=০.১৪৪ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস পেন্ট শেড লাইন নং ২ ০-০.৩৪৮=০.৩৪৮ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস পেন্ট শেড লাইন নং ৩ ০-০.৪০৭=০.৪০৭ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস পেন্ট শেড লাইন নং ৪ ০-০.৩১৮=০.৩১৮ কিমিঃ এলএলএইচ ডব্লুএস ওয়ে ব্রিজ লাইন ০-০.১৫৬=০.১৫৬ কিমিঃ বিইএসওয়াই লাইন ১৬ ০-০.৩৪৩=০.৩৪৩ কিমি বিইএসওয়াই মেন লাইন ০-০.৭৫৭=০.৭৫৭ কিমিঃ পিএফআর-৩৩.৭৯৩ টিকেএম নিম্নোক্ত লোকেশনে বিএলওয়াই-বিডিসি ডিএন ২৪.৯৪৭-২৮.৫০৯=৩.৫৬২ কিমি, ২৮.৬১৬-৩৫.৪৬৮=৬.৮৫২ কিমি, ৩৫.৯৬৪-৩৮.০=২.০৩৬ঃ ইউপি ৩০.০৫৭-৩৮.০=৭.৯৪৩ কিমি; এসএইচই-জিওজিটিঃ ডিএন ১২ ০-১৮.৭=৬.৭ কিমিঃ ইউপি ১২.০-১৮.৭=৬.৭ কিমি; এইএন/এলএলএইচ-এর অধিক্ষেত্রাধীনে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ২,৫২,৭১,৪৯৩.২৩ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৭৬,৪০০ টাকা। **ক্রঃ নং ৪। এনআইটি নং. ঃ ১১১_২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশন-সিটিআর(এস)-১০.৭১৬ টিকেএম নিম্নোক্ত অবস্থানেঃ বিডিসি সাউথ শর্ট শান্টিং নেক লাইন ০-০.১৮৮=০.১৮৮ কিমিঃ সাউথ ইএনজিজি লাইন ০-০.৫৬২=০.৫৬২ কিমি, সাউথ শান্টিং নেক লাইন ০-০.৪৪১=০.৪৪১ কিমি; শর্টিং ইয়ার্ড ০-০.৯৭৯=০.৯৭৯ কিমি, ডিডি লাইন ১ ০-০.৪৫৭=০.৪৫৭ কিমি; ডিডি লাইন ২ ০-০.৫১৯=০.৫১৯ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ১০ ০-০.৭২২=০.৭২২ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৯ ০-০.৫৩৬=০.৫৩৬ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৮ ০-০.৪৪৭=০.৪৪০ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৭ ০-০.৯০৬=০.৯০৬ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৬ ০-০.৫৭১=০.৫৭১ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৫ ০-০.৬৫২=০.৬৫২ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৪ ০-০.৭০৪=০.৭০৪ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০৩ ০-০.৬৯৭=০.৬৯৭ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০২ ০-০.৬৯১=০.৬৯১ কিমি; ইএমইউ কারশেড লাইন ০১ ০-০.১৬০=০.১৬০ কিমি; এমইউজি গুডস্ সাইডিং ১ ০-০.৪৬৪=০.৪৬৪ কিমি; ডিএন ২এনডি লুপ ০-১.০২৭=১.০২৭ কিমি এবং টিটিআর - ২৭ সেট - টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি)-১ ইন ৮.৫-২৭সেট এইএন/বিডিসি-এর অধিক্ষেত্রাধীনে সিনি. ডিইএন/I/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৮৭,১৫,১৯৮.৫২ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪৩,৬০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** প্রতিটির জন্য ১২ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট থাকলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না কেননা আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করা হলে অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান**- ই-টেন্ডারিং-এর প্রেক্ষিতে বায়না রাশি জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমেই গৃহীত হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-231/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General(E)/Ltg-HQ, KMC** invites e-tender online quoted rate in two bid system for following work :
NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/50/25-26
Name of work : **Comprehensive annual maintenance contract of Digital VRF A.C. System at Treasury Deptt., Park & Squares Deptt., I&PR Sales Counter and Personnel Deptt. (2nd Floor) of CMO Building**. Estimate Amount : **Open Quotation**. Earnest Money: **Rs. 29,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid : **27.08.2025 (2 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 (2 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engineer (E)/Ltg/Z-I/Br-III, KMC** invites e-tender online percentage bid system for the following works :
1. NIT No. : LTG/190/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement of lighting arrangements system at Muraripukur Road and other places in Ward No.-14 under Br.-III.** Estimated Amount : **Rs. 1,99,444.28.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.
2. NIT No. : LTG/189/WD-14/BR-III/Z-I/25-26
Name of the work : **Improvement of lighting arrangements system at Harish Neogi Road and other places in Ward No.-14 under Br.-III.** Estimated Amount : **Rs. 4,99,700.13**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid : **20.08.2025 (1 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (4 p.m.)** (for sl. no. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Electrical)/Lighting Department)/ Zone-V/Br-XV/G.R.U., KMC** invites e-tender online item rate two bid system for following works :
1. NIT No. : KMC/LTG/AA/16/25-26/44 (2nd call)
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for Electrical Safety at Panchpara, Jhinuk Shah and other water logging areas in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,89,621.74**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
2. NIT No. : KMC/LTG/AA/15/25-26/43 (2nd call)
Name of work : **Installation of lighting system at surrounding areas of Telepara Lane and Bye Lane, Chapparia Lane and Jugi Para Crossing in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,95,793.85**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
3. NIT No. : KMC/LTG/AA/14/25-26/42 (2nd call)
Name of work : **Supply and delivery of LED fittings at different areas of Marry Road, Jabbar Hatt Lane and others under Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,98,156.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **7 Days**.
4. NIT No. : KMC/LTG/AA/12/25-26/40 (2nd call)
Name of work : **Repairing works of street lighting system at Uttaran Areas of Jhinuk Shah, Dakati Bagan and others in Ward No.-138, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 1,49,672.47**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
5. NIT No. : KMC/LTG/RS/18/25-26/50 (2nd call)
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for Electrical Safety at Kanthal Beria, Bagani Building and others water logging areas in Ward No.-140, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,88,243.09**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
6. NIT No. : KMC/LTG/RS/22/25-26/54 (2nd call)
Name of work : **Miscellaneous works for protection of poles by using UPVC pipe for Electrical Safety at Garden Reach Road, Kali Babu Maidan and other water logging areas in Ward No.-137, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,71,862.91**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.
7. NIT No. : KMC/LTG/RS/23/25-26/55 (2nd call)
Name of work : **Installation of street lighting system from Safi Kath Gola More to 12 No. Bus Stand, Choto Masjid and others in Ward No.-140, Br-XV**. Estimated Amount : **Rs. 4,93,758.70**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **12.08.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7). For corrigendum/addendum, etc. if any, the same website has to be seen (for sl. no. 1 to 7).

The **Exe. Engineer (Elec) Lighting, Zone-II, KMC** invites e-tender by two bid system for the following works :
1. NIT No. : LTG/63/55/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Renovation of lighting arrangement at different Uttaran Areas in Ward No.-55**. Estimate Amount: **Rs. 1,98,539.74**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of submission of bid: **19.08.2025** up to **4 p.m.**
2. NIT No. : LTG/90/47/VI/Z-II/25-26
Name of the work : **Improvement of street lighting system at various places in Ward No.-47**. Estimate Amount: **Rs. 4,99,750.82**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **12 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.08.2025** up to **1 p.m.** Bid opening date: **22.08.2025**.
3. NIT No. : KMC/LTG/66/WD26/IV/ZII/25-26
Name of the work : **Development of lighting arrangement by new LED fittings at Haripada Dutta Lane and Madhu Roy Lane in Ward No.-26 under Br-IV, KMC**. Estimate Amount: **Rs. 1,99,433.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **22.08.2025** up to **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 - 4 p.m.** (for sl. no. 1) / **12.08.2025 (1 p.m.)** (for sl. no. 2) and **08.08.2025 (2 p.m.)** (for sl. no. 3). The **https://wbtenders.gov.in** (for sl no. 1 & 2) and **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 3).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/DCE/PS/IX/GHAT02/2025-26 (1st call), published in this Newspaper on **02.08.2025 (Key No. 791/25-26)** of **Parks & Squares Department (Sl. No. 1)** The Actual Estimate Amount may be **Rs. 1,74,282.10** instead of Rs. 1,74,285.10.

845/25-26

HNG
Leaders in Glass Containers

হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গ্লাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L26109WB1946PLC013294

নিবন্ধিত অফিসঃ ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ফোনঃ ০৩৩-২২৫৪৩১০০ ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২৫৪৩১৩০

ই-মেইলঃ **cosec@hngil.com** ওয়েবসাইটঃ **www.hngil.com**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য অননুমোদিত আর্থিক ফলাফল
SEBI (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) নিয়ন্ত্রণ, ২০১৫ এর ৩৩ নং নিয়ম অনুসারে

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.hngil.com**-এ পাওয়া যাবে। নীচে প্রদত্ত **QR** কোড স্ক্যান করেও এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

মুকুল সোমানি
DIN: 00124625
তারিখঃ ৮ আগস্ট ২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

গিরিশ শ্রীরাম জুনেজা
(রেজোলিউশন প্রফেশনাল)
তারিখঃ ৮ আগস্ট ২০২৫
স্থানঃ মুম্বাই

চাষবাস

বিপুল লক্ষ্মীলাভ মালদহের কৃষকদের উপাদিত আনারস এখন পাড়ি দিচ্ছে ওড়িশাতেও

আমের পরিবর্তে জেলায় হচ্ছে আনারস! এই বিকল্প চাষে লক্ষ্মীলাভ করছেন মালদহের কৃষকরা। এমনটাই শোনা গেল। আমের জেলা মালদহে এই মরশুমেও ব্যাপক ফলন হয়েছে আনারসের। উৎপাদিত আনারস এখন পাটানো হচ্ছে পাশাপাশি ওড়িশায়। ওড়িশা থেকে পাইকাররা মালদহে এসে লরিবোঝাই আনারস নিয়ে যাচ্ছেন। এতেই বাড়তি উপার্জন হচ্ছে। খুশি মালদহের আনারস চাষিরা। বছর দশেক আগে আমের জেলায় আনারসের চারা পুঁতে প্রথমে পথ দেখিয়েছে জেলার বরেন্দ্রভূমি ব্লক বামনগোলা। তারপর এক এক করে হবিবপুর, ওল্ড মালদহ, গাজোল, রতুয়া-সহ শুষ্ক মাটির ব্লকগুলিতে চাষ শুরু হয়।

উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, চলতি বছরেই জমির পরিধি বেড়েছে প্রায় ৮০০ বিঘা। এবার মালদহের বামনগোলা ও হবিবপুর ব্লকের প্রায় ১৭০০ বিঘা জমিতে আনারস চাষ হয়েছে। বছর কয়েক আগে চাষির সংখ্যাটা ছিল খুবই নগন্য। এখন চাষির সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। বামোনগোলা ব্লকের নালাগোলার বাসিন্দা নবদ্বীপ দেবনাথ আনারস চাষ করছেন দীর্ঘদিন ধরেই। লাভ হচ্ছে ভালোই। বর্তমানে তিনি সাত বিঘা জমিতে আনারস চাষ করছেন। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে এলাকার অনেকেই আনারস চাষ করছেন।

মালদহের জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক জানিয়েছেন, আমের জেলা মালদহে আনারস ফলবে সেটা কেউই ভাবতে পারেননি। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, চোপড়া ও ইসলামপুর এলাকায় মূলত আনারস চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু মালদহের শুষ্ক জমিতে কেউ আনারস চাষ করার উদ্যোগ নিতেন না। পরে উদ্যান পালন দপ্তর এই বিষয়ে চাষিদের পরামর্শ দেওয়া শুরু করে। আনারস উপাদনের ক্ষেত্রে বামনগোলা, হবিবপুর, গাজোল, ওল্ড মালদহ ও রতুয়া ব্লকের মাটি যে উপযুক্ত, তা সরকারিভাবে প্রচার করা হয়। এক এক করে চাষিরা এগিয়ে আসেন। আনারস চাষ শুরু করেন। এখন বামনগোলা এবং হবিবপুর ব্লকে আনারস চাষ খুব ভালো হচ্ছে। গাজোল, রতুয়া ও ওল্ড মালদহ ব্লকে আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে। চাষিদের সহযোগিতা করা হচ্ছে। পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। চাষিদের আগ্রহ ব্যাপক হারে বা।ছে। এই মরশুমেও আনারসের ভালো ফলন হয়েছে।

এখন জোরকদমে চলছে জমি থেকে আনারস তোলার কাজ। বামনগোলায় তৈরি হয়েছে আনারসের আড়ত বা পাইকারি বাজার। চাষিদের কাছ থেকে পাইকাররা সেই আড়ত থেকে নায্যমূল্যে আনারস কিনে নিয়ে বাইরে পাঠাচ্ছেন। কৃষকরা বলছেন, রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় আনারস চাষ চলছে। এখানে 'জায়েন্ট কিওর' জাতের আনারস চাষ হচ্ছে। সামান্য খরচ। ৫-৬ টাকা দরে চারা আনছেন। এক বছরে মধ্যে আনারস চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। ৪০-৫০ টাকা করে আনারস বিক্রি হচ্ছে বাজারে। এই চাষে রোগ-পোকার আক্রমণ সহজে হয় না। উদ্যান পালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক বলেন, এক বছরের মধ্যে ৮০০ বিঘা জমিতে নতুন করে আনারস চাষ হচ্ছে।

দার্জিলিংয়ে চা উপাদন কমেছে ১০ শতাংশের বেশি! শঙ্কায় বণিকসভা
এভাবে চলতে থাকলে চা শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য

আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা, অন্যদিকে বাগানে পোকার আক্রমণে ফলনে ধাক্কা দিচ্ছে দার্জিলিং চায়ের সমাদরকে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গরমে জলের অভাবে শুকিয়ে গিয়েছে দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। তথ্য বলছে এক বছরে ১০ শতাংশের বেশি চায়ের উৎপাদন কমেছে।

২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশে চা উৎপাদন গত বছরের তুলনায় ২৫.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে দার্জিলিং চা উপাদন ১০.৩৪ শতাংশ কমেছে। শুধু তাই নয়, অর্থোডক্স ও সিটিসি চা দেশের বাজারে দাম পাচ্ছে না। অন্যদিকে, কেনিয়া এবং নেপাল থেকে চায়ের আমদানি বেড়েছে। চা পর্ষদের ওই রিপোর্ট ঘিরে রীতিমতো আতঙ্কের ছায়া চা বণিকসভা মহলে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এভাবে চলতে থাকলে চা শিল্প ধ্বংস হতে বাধ্য।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত দেশজুড়ে চা উৎপাদন হয়েছে ৩৩৬.২২ মিলিয়ন কেজি। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাস থেকে মে মাসের মধ্যে চা উৎপাদন ছিল ২৬৭.৩৬ মিলিয়ন কেজি। চা পর্ষদের দাবি, চা উৎপাদনে ২০২৪ সালের তুলনায় উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু ২০২৩ সালের তুলনায় উপাদন হ্রাস পেয়েছে। সেটার জন্য মূলত প্রতিকূল আবহাওয়া দায়ী। ২০২৩ সালের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বৃহ বড় চা বাগানের উৎপাদন ১২.৮৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এদিকে দার্জিলিং চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে চলতি বছরের

জানুয়ারি মাস থেকে মে মাসের মধ্যে ১.৩৪ মিলিয়ন কেজি উৎপাদন হয়েছে। ২০২৩ সালে একই সময়ের মধ্যে ১.৪৭ মিলিয়ন কেজি উৎপাদন হয়েছিল। স্বভাবতই ২০২৫ সালে ঘাটতির পরিমাণ ১৮.২৪ শতাংশ হতে পারে। দামের দিক থেকে, ২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের শেষের দিকে ডুয়ার্স ও তরাইয়ে উৎপাদিত চায়ের দাম ৯.৫ শতাংশ কমেছে।

জানুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলতি বছরে মোট চা রপ্তানি হয়েছে ৮৫.৭৭ মিলিয়ন কেজি চা। ২০২৪ সালে ছিল ৮৫.৯৫ মিলিয়ন কেজি। অর্থা ০.১৮ মিলিয়ন কেজি রপ্তানি কমেছে। এদিকে দেশের বাজারে উৎপাদিত চায়ের দাম না মিললেও চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে ৯.৮৬ মিলিয়ন কেজি চা আমদানি হয়েছে। ২০২৪ সালে ছিল ৫.১২ মিলিয়ন কেজি। কেনিয়া থেকে চায়ের আমদানি দ্বিগুণ হয়েছে। ছিল ২.০৫ মিলিয়ন কেজি। হয়েছে ৪.২৬ মিলিয়ন কেজি। বাড়তে শুরু করেছে রোগ, পোকার সংক্রমণ। এমন পরিস্থিতিতে বিপাকে উত্তরের চা শিল্প। শীতের বিদায় বেলাতেও সমতলে বৃষ্টি নেই। প্রায় চার মাস অনাবৃষ্টির পরিস্থিতি দেখে রীতিমতো উদ্বিগ্ন চা গবেষণা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ মহল। শঙ্কা, এবার যে শুধু ভালো মানের চা পাতা মিলবে না, সেটাই নয়। মার্চ মাস থেকে সেচের জলেও টান প।তে পারে। সেই ধাক্কায় কমতে পারে উৎপাদন। ডু য়ার্সের টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে উত্তরে পাহাড়-সমতলে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে ঠান্ডার প্রকোপ কমতে থাকে। এবার নভেম্বর থেকে সমতলে বৃষ্টি নেই। তার উপর শীত দেরীতে এসেছে। ফিরছেও দেরিতে। কুয়াশার দাপটও কমছে না। সব মিলিয়ে চা উৎপাদনের প্রতিকূল আবহাওয়া দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাস থেকে চা গাছ ছেঁটে দেওয়ার কাজ চলে। এরপর বৃষ্টির ছোঁয়া মিলতে দুটি পাতার কুশি চলে আসে। এবার গাছ ছেঁটে ফেলা হলেও বৃষ্টি না মেলায় দুটি পাতার কুশি আসছে না। সময় লাগছে। অথচ কাগজে কলমে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে পাতা তোলার মরশুম শুরু হয়েছে। চা গবেষকরা জানান, ভালো মানের চা পাতা উপাদনের জন্য যেমন ঝলমলে রোদের লম্বা দিন প্রয়োজন। একইভাবে প্রয়োজন বৃষ্টি। সেটা শুধুমাত্র মরশুমের শুরুর পাতা উপাদনের জন্য নয়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত সেচের জলের জোগানের জন্য বিশেষভাবে দরকার। এদিকে শীতের শেষে দিনের তাপমাত্রা বা।তে চা বাগানে রেড স্পাইডার, লুপার, লাল পোকা, গ্রিন ফ্লাই অর্থা সবুজ মাছি, চা মশার উপদ্রব বো।ছে। ওই কারণে আরও বিপদ বেড়েছে।

লন্ডন স্কুল অব বারবারিং কলকাতায় একটি প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে ইউ একাডেমির সাথে অংশীদারিত্ব করেছে

কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ পেশাদার বারবারিং ও হেয়ারড্রেসিং প্রশিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয়. প্রতিষ্ঠান লন্ডন স্কুল অব বারবারিং (এলএসবি) ইউ একাডেমির সঙ্গে অংশীদারিত্বে কলকাতায. একটি অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করার ঘোষণা দিয়েছে। এই নতুন কেন্দ্রটি অবস্থিত রেডিয়ান্ট পার্ক, ৪র্থ তলা, ২০১, নিউ পার্ক স্ট্রিট, পার্ক সার্কাস, বেনিযাপুকুর, কলকাতা - ৭০০০১৭। এই সহযোগিতা ভারতের জন্য বিশ্বমানের গ্রুমিং শিক্ষা নিয়ে আসার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।এই অংশীদারিত্ব বারবারিং এবং হেয়ারড্রেসিং উভয় ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে দুই প্রতিষ্ঠানের অভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এর মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগ্যতার সুযোগ পাবে। লন্ডন স্কুল অব বারবারিং গর্বের সঙ্গে RQF লেভেল ২ এবং ৩ হেয়ারড্রেসিং ও বারবারিং প্রোগ্রামে অবদান রাখছে, যেখানে এলএস বি-এর প্রশিক্ষকরা ইউ একাডেমির স্থানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেবেন। মাইকেল কন্টোস, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, লন্ডন স্কুল অব বারবারিং বলেন, আমরা শুধু স্টাইল শেখাতে বিশ্বাস করি না, আমরা পেশাদার তৈরি করি। ইউ একাডেমির সঙ্গে

অংশীদারিত্ব আমাদের স্বর্ণ-মানের বারবারিং ও হেয়ারড্রেসিং শিক্ষা ভারতের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম করে। আমরা একসঙ্গে এমন পেশাজীবী গড়ে তুলছি যারা বাস্তব জীবনে আত্মবিশ্বাসী ও আন্তর্জাতিকভাবে কর্মক্ষম।জে. জে. সাভানি, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, ওয়ান (অরিজিনালিটি নেভার এন্ডস) স্টুডিও এবং আইকন ম্যান ইউকে বলেন, মৌলিকতা কখনো শেষ হয় না, এবং এই মন্ত্র নিয়েই আমরা ইউ একাডেমিতে এসেছি। এই সহযোগিতা কেবল কারিগরি দক্ষতার বিষয়ে নয়, বরং এমন এক নতুন প্রজন্মের শিল্পী গড়ে তোলার উদ্যোগ, যারা সীমা ভেঙে নিজস্ব স্টাইল তৈরি করতে পারবে। আমরা ভারতের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল আগুন জ্বালাতে এবং তাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইনোভেটর হিসেবে গড়ে তুলতে উত্তেজিত।

শাহনাওয়াজ নায়ার, ফাউন্ডার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউ একাডেমি বলেন, লন্ডন স্কুল অব বারবারিং এবং প্যাট্রিক ক্যামেরন ও জে. জে. সাভানির মতো আন্তর্জাতিক আইকনদের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ইউ একাডেমির জন্য একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা কলকাতার আগ্রহী পেশাজীবীদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বর্ণ-মানের কারিকুলাম আনতে সক্ষম হচ্ছি। আমরা শুধু একটি শিল্প শেখাচ্ছি না, আমরা ক্যারিয়ার তৈরি করছি এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক ভাবে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস দিয়ে প্রস্তুত করছি। ইউ একাডেমির কারিকুলাম কেবলমাত্র নতুনদের জন্য নয়, বরং অভিজ্ঞ পেশাজীবীদের জন্যও, যারা ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়া বৈশ্বিক বিউটি ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিযে. নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করতে চান। ইউ একাডেমিতে আপনি অংশ নিতে পারেন বিভিন্ন ক্র্যাশ কোর্স ও মাস্টার ক্লাসে, যেগুলি পরিচালনা করবেন ইন্ডাস্ট্রির কিংবদন্তিরা, যেমনঃ জে. জে. সাভানি - লন্ডন স্কুল অব বারবারিং, প্যাট্রিক ক্যামেরন - অ্যাক্সেস লং হেয়ার, নিউজিল্যান্ড, জাগোরি পাল নায়ার-প্রাক্তন ক্যাপাবিলিটি ম্যানেজার, ওয়েলা, জানিস ও কুয়েস্টর - ক্রিয়েটরস ক্রাফটসম্যান, সিঙ্গাপুর।

১০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে প্রতি রবিবার সীতামারহি থেকে নিম্নলিখিতভাবে চলাচল করবে

গোরখপুর, ৮ আগস্ট ঃ যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ৯ আগস্ট, ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার দিল্লি থেকে নিয়মত ১৪০৪৮১৪০৪৭ দিল্লি-সীতামারহি-দিল্লি নিউ অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস এবং ১০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে প্রতি রবিবার সীতামারহি থেকে নিম্নলিখিতভাবে চলাচল করবে।১৪০৪৮ দিল্লি-সীতামারহি নতুন অমৃত ভারত সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস ৯ আগস্ট, ২০২৫ থেকে প্রতি শনিবার দুপুর ২টায় দিল্লি থেকে ছেড়ে গাজিয়াবাদ থেকে দুপুর ২টায়, টুন্ডলা থেকে বিকেল ৪টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে রাত ২০টায়, লখনউ (উত্তর রেলওয়ে) থেকে রাত ২২টায়, গোন্ডা থেকে পরের দিন ০০টায়, বস্তি থেকে রাত ১টায়, গোরখপুর থেকে রাত ৩টায়, কাপ্তানগঞ্জ থেকে রাত ৪টায়, সিসওয়া বাজার থেকে রাত ৪টায়, বাগাহা থেকে রাত ৬টায়, নারকাটিয়াগঞ্জ থেকে রাত ৭টায়, রক্সৌল থেকে রাত ৮টায় এবং বৈরগানিয়া থেকে রাত ৯টায় সীতামারহি পৌঁছাবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশন দ্বারানতুন ইউএসএফডি ট্রেইনিং ল্যাবের মাধ্যমে ট্র্যাক সুরক্ষা উন্নতকরণ

BFM INDUSTRIES LIMITED

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025; Phone: 8100465325

Email id : bfmiltd@gmail.com; Website : www.bfmind.com; CIN: L65993WB1918PLC000947

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.০৩.২৫ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩.০০	৩.০০	১১.৭১
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	(০.১৬)	(২৯.৭৬)	(৩৫.৭৩)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	(০.১৬)	(২৯.৭৬)	(৩৫.৭৩)
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	(০.১৬)	(২৯.৭৬)	(৩৫.৭৩)
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	১২৩০.৪১	১০৪৩.৮৭	১৭৮৩৪.৭৩
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের আগে) মূল	(০.০৫)	(৯.৯২)	(১১.৯১)
	মিশ্র	(০.০৫)	(৯.৯২)	(১১.৯১)
৮.	প্রতি ইকুইটি শেয়ারের আয় (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের) (অসাধারণ আইটেমের পরে) মূল	(০.০৫)	(৯.৯২)	(১১.৯১)
	মিশ্র	(০.০৫)	(৯.৯২)	(১১.৯১)

দ্রষ্টব্যঃ

উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি।

ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bfmind.com) এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-
দেবেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:07058473

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮।০৮ ।২০২৫

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD

CIN: L70200WB2018PLC227169

Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor Room No- 11 Kolkata,West Bengal, Indain - 700001,

Ph No (033) 44500500, Fax: 033-22420588;

Email id ::secretarial@rdbrealty.com; Website: www.rdbrealty.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখের জন্য অ-নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র ৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২৩৫৮.৯৪	৩৭৪৯.০৮	১৯৪৯.৫২	৯৭১৫.৯৯
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৭৭.৭২.	(৭২৪.৪৫)	৪১৫.৭৯	৩৫৪.১৭
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৭৭.৭২.	(৭২৪.৪৫)	৪১৫.৭৯	৩৫৪.১৭
৪.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	৩৪.০২	(৫৬৯.১৭)	২৬৫.৭৯	২১১.৪৫
৫.	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	৩৪.০২	(৫৬৯.১৭)	২৬৫.৭৯	১৯২.৯২
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪	১৭২৮.৩৪
৭.	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	০	০	০	১২৪০৪.৭৯
৮.	শেয়ার প্রতি আয় মূল ও মিশ্র	০.৩৫	(৩.৪৪)	১.৩৮	১.০৬

দ্রষ্টব্যঃ

১। ক) উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং ৮ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।

খ) মূল স্বতন্ত্র আর্থিক তথ্য

	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০।৬।২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৫ পরীক্ষিত
১.	মোট আয়	৪৬৮.৭১	৪৪২.০৩	৯৬৪.৪৭	২৬৩১.৭৯
২.	পূর্ব কর নিট লাভ/ ক্ষতি	৩১.৩৭	(৪১৩.২৫)	৩৬৯.৯৯	২২৬.৭৪
৩.	পরবর্তী কর নিট লাভ / (ক্ষতি)	২৩.৪৪	(৩৩৮.৮০)	৩৩৯.৯৯	১৬১.২৭

২. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওযেবসাইটে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.rdbrealty.com) পাওয়া যাবে।

৩. কোম্পানিটি ৩০ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে BSE লিমিটেডে তালিকাভুক্ত হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল, যেমনটি এই ফলাফলগুলিতে উপস্থাপিত হয়েছে, বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সীমিত পর্যালোচনার বিষয় ছিল না।

বোর্ডের পক্ষে,
স্বা /-
প্রদীপ কুমার পুগালাই
00501351
সর্বক্ষণের ডাইরেক্টর

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৯ আগস্ট, ২০২৫

পুলিশের বিরুদ্ধে তোলা আদায়ের অভিযোগ, হাওয়াইবাড়িতে বিক্ষোভ

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৮ আগস্ট ঃ খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত হাওয়াইবাড়ি নাকা পয়েন্টে পুলিশের বিরুদ্ধে তোলা আদায় সহ হয়রানির অভিযোগ একাংশ যান চালক সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সবজি বিক্রেতাদের। প্রতিবাদে সরব হয়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, নাকা পয়েন্টে কর্তব্যরত অবস্থায় তেলিযামুড়া থানার কনস্টেবল বিশ্বজি মালাকার অবৈধভাবে ওভারলোডের নামে জরিমানা আদায .করার চেষ্টা করছিলেন। কনস্টেবল বিশ্বজি মালাকার দাবি করেন আইনগত জরিমানা না দিলেও তাঁকে ১০০, ২০০ কিংবা ৩০০ টাকা দিতে হবে। এই ফরমান শোনার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ী এবং যান চালকরা ক্ষুব্ধ হযে.পড়েন। জাতীয় স।কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।ঘটনার খবর পেয়ে তেলিযামুড়া থেকে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, তেলিযামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে ঘটনাস্থলে যান এবং বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিযন্ত্রণ করেন। সবজি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, প্রায. সময.হাওযাইবাড়ি নাকা পযে.ঃট দিযে.যখন তারা বিভিন্ন পণ্য নিযে.আসা-যাওযা.করেন তখন একটা অংশের পুলিশ কর্মীরা অবৈধভাবে তাদের কাছ থেকে তোলা আদাযের চেষ্টা করেন এবং জরিমানার নামে অহেতুক আইনের ভয.দেখিযে. হযরানি করেন। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, অভিযোগ তদন্ত করে দেখা হবে। যদি দোষী পাওয়া যায় তাহলে কনস্টেবল বিশ্বজি মালাকারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ সীতামারী-দিল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেন

সীতামারী ঃভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সীতামারী থেকে নয়াদিল্লি পর্যন্ত একটি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবার যৌথভাবে উদ্বোধন করেন। আজ, উদ্বোধনী রানটি ০৫৫৯৯ সীতামারী-দিল্লি উদ্বোধনী বিশেষ হিসাবে পরিচালিত হয়েছিল।ট্রেন নম্বর ১৪০৪৮১৪০৪৭ দিল্লি-সীতামারী-দিল্লি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত চলাচল ০৯.০৮.২০২৫ তারিখে দিল্লি থেকে এবং ১০.০ক্ষ.২০২৫ তারিখে সীতামারী থেকে শুরু হবে। ট্রেনটি প্রতি শনিবার দিল্লি থেকে এবং প্রতি রবিবার সীতামারী থেকে চলবে।ট্রেন নং ১৪০৪৮ দিল্লি-সীতামারী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ০৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে প্রতি শনিবার দুপুর ২০ূ০ টায.দিল্লি থেকে ছেড়ে যাবে এবং গাজিয়াবাদ, টুন্ডলা, কানপুর সেন্ট্রাল, লখনউ.

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/ এসডিএএইচ/৫৬৫, তারিখ ০৬.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/টি/০৮/২৫-২৬/ সিএপি, অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে সংশ্লিষ্ট ইক্যুইপমেন্ট সহ ডুয়াল বিএপিসি এবং ইউএফএসবিআই-এর জন্য মিডিয়া রিডানডেন্সি, ডাটা লগারের মাধ্যমে এসএমএস অ্যালার্ট, ফেইল্ড মিডিয়া ইন্ডিকেশনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৮৯,৭৫,৯৪৩.৭৩ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ৫,৪৪,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২১.০৮.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০টায়। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/ নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** সিগন্যালিং অথবা টেলিকম কেবলের জন্য খনন, বিছানো এবং পরীক্ষণ সমন্বিত সিগন্যাল অথবা টেলিকমের যে কোনো কাজ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-156/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নং ঃ ডব্লুটিসিএওসিআরএস পিইআর০১২০২৫-২৬ (ওপেন টেন্ডার) ই-টেন্ডারিং, তারিখ ০৬.০৮.২০২৫। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/আরএসপি/ পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** সিএও/কন/আরএসপি-র অধীনে আরওবি, এফওবি, শেড এবং বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ইয়ার্ড ইএসপি, জিএডি, বিশদ ডিজাইন ও ড্রইংয়ের প্রস্তুতকরণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮,০১,১৯,৬৫০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৫,৫০,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত যে কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না এবং তৎক্ষণাৎ তা বাতিল হবে। (CON-32/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Name Change

I , Modina Begam W/O- SK Mozibor resident of Vill- Metedanga, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, have changed my name and shall henceforth be known as 'MODINA BEGAM SK' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Modina Begam and Modina Begam SK both are same and one identical person.

Name Change

I , Swapan Saha S/O- Bhabataran Saha resident of Nibedita Pally, P.O.- Sripally, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'SWAPAN KUMAR SAHA' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Swapan Saha and Swapan Kumar Saha both are same and one identical person.

Name Change

I , Syed Sauket Asif S/O- Sirajul Haque resident of 35 Parkas Road, P.O.- Burdwan, P.S.- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'SYED SAUKAT ASIF' vide an affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 10/07/2025. That Syed Sauket Asif and Syed Saukat Asif both are same and one identical person.

Name Change

I , Jahanara Begam W/O- Abdus Sattar Mollick resident of Vill- Bhota, P.O.- Bhota, P.S.- Ausgram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, have changed my name and shall henceforth be known as 'JAHANARA BEGUM MOLLICK' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Jahanara Begam and Jahanara Begum Mollick both are same and one identical person.

Name Change

I SK Noor Mahammad Ali, s/o. Sk Moksed Ali, residing at Vill-Balitikari Mollapara, P.O.- Balitikari, P.S.- Jagacha, Dist.-Howrah, Pin-711113, W.B., my actual name is SK Noor Mahammad Ali, but my name is wrongly recorded in my daughter's Madhyamik Certificate as SK Nur Mahammad Alli in place of SK Noor Mahammad Ali, Henceforth, vide affidavit no. 190 dtd. 07.08.2025 in the Court of LD. Judicial Magistrate (1st Class) at Howrah, declared that SK Noor Mahammad Ali & SK Nur Mahammad Alli both are the same and one identical person.

Name Change

I Nurislam Bhangi S/o-Liyakat Ali Bhangi R/o-Vivekanandapally, Bankura, P.O. & P.S. Dist-Bankura, Pin 722101 (W.B) vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Bankura court on 04/08/2025 vide S.L. No.-4, I am known by name hame & Surname as Nurislam. Bhangi S/o-Liyakat Ali Bhangi in place of(Driving License surname) Noor islam S/o- L. Ali Bhagir. So, Nurislam Bhangi S/o-Liyakat Ali Bhangi and Noor Islam S/o-L.Ali Bhagir is the same person.

Name Change

I, LADLI MULLICK S/o Nurul Haque Mullick, residing at Vill-Alipur Dakshin Para, Alipur, P.O. Jangalpara Bazar, P.S. Chanditala, District Hooghly, 712701, WB India do hereby solemnly affirm and declare my actual name LADLI MULLICK instead of Afreen Sultana Begam, which is wrongly recorded in my son's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Serampore, Hooghly on dated 08/08/2025.LADLI MULLICK and Afreen Sultana Begam bothe are the same and one identical person.

ছাত্রবিহনে দেড় কোটি টাকার ছাত্রাবাস - তালাবন্ধ নয় বছর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুর ২ নং ব্লকের মৌলা নেতাজী হাই স্কুলে নয় বছর আগে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী ছাত্রাবাস উদ্বোধন হয়েছিল। ছাত্রাবাস তৈরী ও উদ্বোধন হলেও

আজ পর্যন্ত ঐ ছাত্রাবাসে থাকার জন্য কোনো ছাত্র আসেনি। ছাত্রাবাস তৈরী ও উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই ছাত্রাবাসটি তালাবন্ধ অবস্থায় পড়েই রয়েছে। ছাত্রাবাসের দরজা - জানালা ভেঙে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রসঙ্গে অভিযোগের সুরে বলেন, ছাত্রাবাসের দরজা - জানালা ভেঙে যাওয়ায় সেই ফাঁক দিয়ে দুস্কৃতীরা ছাত্রাবাসের ঘরে ঢুকে নানান অসামাজিক কাজকর্ম করছে। এর প্রমাণ ঘর গুলোতে গেলেই দেখা যায়। রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন তহবিলের টাকায় ২০১৩ সালে এই ছাত্রাবাসটি তৈরী হয়েছিল। ছাত্রাবাসটি তালাবন্ধ অবস্থায় প্রথম থেকেই পড়ে থাকা প্রসঙ্গে হাওড়া জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন সেলের আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ছাত্রাবাসটিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সেই বিষয়টি শ্যামপুর ২ নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে দেখতে বলা হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সঞ্জু গুহ মজুমদার এই প্রসঙ্গে বলেন, ছাত্রদের থাকার অনীহার কারণেই এটাকে ছাত্রাবাস হিসাবে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এটিকে স্কুলের শ্রেণী কক্ষ হিসাবে যাতে ব্যবহার করা যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে । শ্যামপুর ২ নং ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, মৌলা নেতাজী হাই স্কুলে সংখ্যালঘু পড়ুয়ার সংখ্যা অনেক। এই পড়ুয়ারা যাতে ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা করেই ২০১৩ সালে এই স্কুলে দোতলা ছাত্রাবাসটি তৈরী শুরু হয়েছিল। ২০১৬ সালে ছাত্রাবাসের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবনির্মিত ছাত্রাবাসটি উদ্বোধন করেছিলেন। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের থাকার জন্য শয্যাও পাতা হয়েছিল। ছাত্রদের রান্না ও খাওয়ার জন্য রান্নার নানান প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, খাওয়ার জন্য বাসনপত্র ও কেনা হয়েছিল। ছাত্র বিহনে সেই সব নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্রাবাস তালাবন্ধ হয়ে পড়ে থাকা প্রসঙ্গে শ্যামপুর ২ নং ব্লকের কংগ্রেস নেতা আতিয়ার খান বলেন, ছাত্রাবাসটি তৈরী করার আগে কোনো পরিকল্পনা করেনি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। ফলে সরকারের এত টাকা জলে গেল । ওই স্কুলের কর্মী তথা হাওড়া জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ জুলফিকার মোল্লা মৌলা নেতাজী হাই স্কুলে ছাত্রাবাস তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা ওই ছাত্রাবাসটি বিকল্প কাজে লাগানোর জন্য চিন্তা ভাবনা করছি ।

আবার ভাষার বলি? কেরালা যাওয়ার পথেই নিখোঁজ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক...

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ আগস্ট ঃ কেরালা যাওয়ার পথে নিখোঁজ জলপাইগুড়ির ১৮ বছরের পরিযায়ী শ্রমিক। মায়ের আর্তনাদ, সন্দেহের তীর বন্ধুর দিকেই। তবে এই রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ভিন রাজ্যে হেনস্থার শিকার হচ্ছে। পরিবারের তরফে সেটাও বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসনের কাছে আর্জি, ছেলেকে খুঁজে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক। ছেলের খোঁজে শুক্রবার পরিবারের লোকজন কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। জানা গিয়েছে, কেরালায় কাজ করতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়ে গেলেন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কাদোবাড়ি সনপুকুরীপাড়ার এক পরিযায়ী শ্রমিক। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম সামিউল হোসেন (১৮)। এই ঘটনায় সন্দেহের তীর উঠেছে তাঁর সঙ্গী বন্ধুর দিকেই। বৃহস্পতিবার কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন সামিউলের পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের অভিযোগ, ২ আগস্ট দুপুরে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে ডিব্রুগড়- কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেসে করে কেরালার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন সামিউল ও তাঁর এক বন্ধু। যাত্রাপথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলেও ৪ আগস্ট থেকে সামিউল আচমকাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর থেকেই উদ্বেগ বাড়তে থাকে পরিবারে। মোবাইলে ফোন করলে তাঁর বন্ধু জানান সে জল খেতে নেমেছিল এবং তারপর থেকে সে নিখোঁজ ফোনটি আমার কাছে। পরে জানা যায়, সামিউলের মোবাইল ফোনটি রয়েছে তাঁর বন্ধুর কাছেই। কিন্তু তিনি ফোন ধরছেন না বলে অভিযোগ। সামিউলের বাবা ও কাকা অভিযোগ, নিখোঁজের পরও বন্ধুর এবং বন্ধুর পরিবারের এই আচরণ সন্দেহজনক। তারা আশঙ্কা করছেন, সামিউলের সঙ্গে কোনও অঘটন ঘটে থাকতে পারে। এই বিষয়ে যথাযথ তদন্ত ও বন্ধুর জিজ্ঞাসাবাদ চেয়ে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা। যদিও পুলিস সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। বন্ধুর সন্ধান পেতে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সামিউলের মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিস। নিখোঁজ শ্রমিককে দ্রুত খুঁজে পেতে পরিবারের তরফে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছে।

কবিগুরুর বিশ্বভারতীতে পড়তে আগ্রহী নন ছাত্রছাত্রীরা, ভর্তির হার কমছে!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ আগস্টঃ বীরভূমের মধ্যে অবস্থিত বোলপুর শান্তিনিকেতন। আর এই বোলপুর

শান্তিনিকেতন একদিকে যেমন কবিগুরুর জন্য পরিচিত অন্যদিকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের সাধারণ মানুষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও পরিচিত এই নাম। আর এই বোলপুর বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে যেন এক টুকরো শোকের ছায়া! আপনি কী আপনি ভাবছেন কী এমন হলও যার জন্য এই শোকের ছায়া! মূলতঃ জানা গেছে প্রথাগত শিক্ষার বাইরের বিভাগেও সিট ফাঁকা, আগ্রহ হারাচ্ছে ছাত্রসমাজ। জাতীয় স্তরের সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি হিসেবে পরিচিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় একসময় ছিল বিকল্প শিক্ষার পথিকৃৎ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত ভবন, কলাভবন, চাইনিজ, জাপানিজ, টিবেটিয়ান ভাষা বিভাগের মতো প্রথাগত শিক্ষার বাইরের নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। একসময় যেখানে এসব বিভাগে ভর্তি হতে ছাত্রছাত্রীরা লাইন দিতেন, সেখানে আজ সিট পড়ে আছে ফাঁকা। সাম্প্রতিক CUET (Common University Entrance Test) পরীক্ষার ফলাফলের পর বিশ্বভারতীতে ভর্তির তালিকা প্রকাশ হতেই সামনে এসেছে উদ্বেগজনক চিত্র। সিট সংখ্যা থাকলেও অধিকাংশ বিভাগেই ভর্তির হার আশানুরূপ নয়। বিশেষ করে চাইনিজ, জাপানিজ, টিবেটিয়ান ইত্যাদি বিভাগে যা একসময় বিশ্বভারতীর গর্ব ছিল, সেখানেও ভর্তির হার অনেকটাই কম। শিক্ষা মহলের একাংশ মনে করছেন, এর মূল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমাগত র‍্যাংকিং অবনমন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনা শেষ করার পর ভাল চাকরির সুযোগ, ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট এবং ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ফলে, ছাত্রছাত্রীরা অল ইন্ডিয়া র‍্যাংকিং-এ এগিয়ে থাকা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ঝুঁকছেন। পুনরায় আবার স্বমহিমায় ফিরে আসুক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় চাইছেন সকলেই।

শিরোনামে পুরুলিয়ার অযোধ্যার মালতি মুর্মু

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৮ আগস্ট ঃ নিজেই একটা সম্পূর্ণ স্কুল চালিয়ে ইতিমধ্যে খবরের শিরোনামে এসেছেন এই গ্রাম্যবধূ মালতি মুর্মু। তিনি এখন সকলের নয়নের মনি। সর্বত্রই তাকে নিয়ে চর্চা। আর তা হবে না বা কেন, অযোধ্যা পাহাড়ের প্রত্যন্ত গ্রামের এক গৃহবধূ অবৈতনিক পাঠশালা চালিয়ে শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছেন পড়ুয়াদের মধ্যে। এবার সেই মালতি মুর্মুর মুখে শোনা গেল অঙ্গনওয়াড়ি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আর্জি। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রাম জিলিংসেরেং। প্রায় ৯০-টি আদিবাসী পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। জনসংখ্যা আনুমানিক ৪৪০ জন। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলেও নেই পাকা রাস্তা, নেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ফলে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুরা পুষ্টিকর খাবার ও পর্যাপ্ত যত্ন থেকে বঞ্চিত। গ্রাম থেকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র তেলিয়াভাসা প্রায় ৯-১০ কিমি দূরে এবং কোরেং উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রও নয় কিমি দূরে। রাতবিরেতে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চায় না এই গ্রামে। বন্যপ্রাণীর হামলার আশঙ্কাও থাকে সব সময়। আর এতেই গ্রামবাসীরা পড়ে যান বিপাকে। এই বিষয়ে একাধিকবার পুরুলিয়া প্রশাসনকে জানান হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি প্রশাসন এমনটাই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এই বিষয়ে গ্রামের এক বাসিন্দা সুমিতা মান্ডি বলেন, তাদের এলাকায় না আছে কোনও সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, না আছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। দ্রুত অঙ্গনওয়াড়ি ও স্বাস্থ্য পরিষেবার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে মালতি মুর্মু বলেন, তাদের গ্রামে স্বাস্থ্যপরিষেবা ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। এর ফলে অনেক সমস্যা হয়। তাই তিনি চান প্রশাসনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। এই বিষয়ে বাঘমুন্ডির সিডিপিও সৌকত ভট্টাচার্য্যের বলেন, শুধু জিলিংসেরেন নয়, এলাকার এরকম অনেক গ্রামে এই সমস্যা রয়েছে। এই বিষয়ে আমরা লিখিতভাবে জানিয়েছি। অনুমোদন এলেই সমস্যা মিটবে। গ্রামবাসীরা আশাবাদী যে অচিরেই তাদের বহুদিনের সমস্যা সমাধান হতে যাচ্ছে।

লালগোলা থেকে উদ্ধার প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার মাদক, গ্রেপ্তার ৩

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ আগস্ট ঃ শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের লালগোলা থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ মাদক। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে লালগোলা থানার অন্তর্গত লিচুতলা ছাগলের হাট এলাকায় অভিযান চালায় লালগোলা থানার পুলিশ। সেখান থেকে মর্জিনা খাতুন,নীরা বিবি, তারিক আজিজ নামে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ৬.৩০ টা নাগাদ পুলিশের একটি দল লিচুতলা এলাকায় পাঁচ জনের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। তাদের বাড়ির সোফার ভেতর থেকে উদ্ধার হয় ৩২৫ গ্রাম হেরোইন। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। ধৃতরা কোনও বড়সড় মাদক পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার তাদের বহরমপুর এনডিপিএস আদালতে পেশ করা হয়। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, জেলাকে মাদকমুক্ত গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। তাই ভবিষ্যতেও এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে। প্রসঙ্গত, হেরোইন একটি অত্যন্ত আসক্তিকর মাদক, যা সেবনের ফলে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, শারীরিক ক্ষয় এবং চরম আসক্তির জন্ম দেয়। এর পরিণতি অনেক সময় মৃত্যু পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ বিগত কয়েক মাস ধরেই মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযানকে জোরদার করেছে। জেলার নানা প্রান্তে একের পর এক সফল অভিযানে মাদক চক্রের একাধিক পান্ডা ধরা পড়েছে। মাদক পাচার রোধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে মুর্শিদাবাদ পুলিশ প্রশাসন।

মালদা শহর এবং সাহেবগঞ্জ স্টেশন এলাকায় স্বচ্ছতা অভিযান পরিচালিত

মালদা, ৮ আগস্ট ঃ চলমান 'স্বচ্ছতা অভিযান - ২০২৫' অভিযানের অংশ হিসেবে, আজ মালদা শহর এবং সাহেবগঞ্জ স্টেশনের রেলপথে একটি নিবেদিতপ্রাণ ময়লা সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল রেলপথের আবর্জনা এবং আবর্জনা অপসারণের মাধ্যমে একটি পরিষ্কার এবং নিরাপদ রেল পরিবেশ নিশ্চিত করা। রেলওয়ে কর্মীরা, গৃহকর্মী কর্মীদের সাথে সক্রিযভাবে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখতে এবং সামগ্রিক যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নত করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করেছিলেন। এই ধরনের পরিচ্ছন্নতা অভিযান কেবল স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন বজায় রাখতেই অবদান রাখে না বরং যাত্রী এবং রেল কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই অভিযান ভারত সরকারের 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর লক্ষ্য পূরণে মালদা বিভাগের প্রতিশ্রুতিকে আরও প্রতিফলিত করে। মালদা বিভাগ তার এখতিয়ার জুড়ে উচ্চমানের স্যানিটেশন বজায় রাখার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করে এবং যাত্রী এবং সাধারণ জনগণের কাছে স্টেশন প্রাঙ্গণে, প্ল্যাটফর্মে এবং রেলপথে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন করে।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের ছাপ রাখি বন্ধন উৎসবে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ আগস্ট ঃ অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর দেশজুড়ে বীর জওয়ানদের ভালোবাসা এবং তাদের সম্মান জানিয়েছে দেশের প্রত্যেকটি মানুষ। রাখি বন্ধন উৎসব তার আগে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পর তাই রাখি বন্ধন উৎসবে মাতল কোচবিহারের লাইন্স ফেটারনেটি। শুক্রবার কোচবিহারের গোপালপুর সংলগ্ন ফালাকাটা সেক্টরের বিএসএফ জওয়ানদের সাথে রাখি বন্ধন উদ্‌যাপন করলেন। একদিকে যেমন অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে তাদেরকে ধন্যবাদ জানালেন পাশাপাশি তাদের হাতে রাখি পড়িয়ে মিষ্টি

মুখ করে কপালে তিলক পড়িয়ে রাখি বন্ধন উৎসবে মেতে উঠলো কোচবিহার লাইনস ক্লাব ফেটানেটির সদস্যরা। একই দিনে কোচবিহার আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য তাদের সম্মান জানিয়ে তাদের হাতে রাখি পড়িয়ে দিল লায়ন্স ক্লাবের সদস্য সদস্যরা। গোপালপুর সেক্টরে বিএসএফের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টারের কমান্ডেন্ট সংক্ত প্রসাদ ডেপুটি কমান্ডের সহ অন্যান্য আধিকারিকরা পাশাপাশি এই জনের লাঞ্চ ক্লাবের চেয়ারপার্সন মুনমুনা এবং কোচবিহার লাইন ক্লাবের সেক্রেটারি পঙ্কজ বুচ্চা উপস্থিত ছিলেন। স্বভাবতই রাখি বন্ধন উৎসব যেন এক নতুন মাত্রা যোগ করল এই ভারত মায়ের সন্তানদের হাতে রাখি পড়িয়ে। আনন্দে ভাসলেন বিএসএফ ও আর্মি জওয়ানরা কারণ পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে তারা ভারত মাতা রক্ষায় রয়েছেন আজকের দিনে তাই তাদের বোনেদের অভাব পূরণ করল এই লাইন ক্লাব।

Office of the

Balarampur Panchayat Samity

Vill.+PO.Rangadih, P.S.: Balarampur, Dist.-Purulia, Pin-723143

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia, the details in the table below:

Sl No.	NIET	FUND	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-04/2025-26	5 th SFC	15/08/2025 up to 6.00 PM
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-05/2025-26		
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-06/2025-26		
4	WB/EO/BLR/PS/NIeT-07/2025-26		
5	WB/EO/BLR/PS/NIeT-08/2025-26		
6	WB/EO/BLR/PS/NIeT-09/2025-26		
7	WB/EO/BLR/PS/NIeT-10/2025-26		
8	WB/EO/BLR/PS/NIeT-11/2025-26		

For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Balarampur Panchayat Samity

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email: century@centuryextrusions.com
Website: www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012/1291; **Telefax:** +91(033) 2249 5656
CIN: L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE, 2025

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Twelve Months Ended
		30.6.2025 Un-Audited	31.3.2025 Audited	30.6.2024 Un-Audited	31.3.2025 Audited
	PART-I				
1	Revenue from operation	10415	11979	10142	43125
2	Other Income	6	44	8	70
3	Total Income from operation (1+2)	10421	12023	10150	43195
4	Expenses				
	a) Cost of materials consumed	8006	9004	7495	33513
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	(170)	92	436	(301)
	c) Employee benefits expense	495	574	438	1914
	d) Finance Cost	267	291	225	1037
	e) Depreciation and amortisation expense	122	76	87	343
	f) Other expenses	1387	1658	1142	5408
	Total Expenses	10107	11695	9823	41914
5	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	314	328	327	1281
6	Exceptional Items	–	–	–	–
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	314	328	327	1281
8	Tax Expenses				
	(1) Current tax	78	83	83	308
	(2) Deferred tax	–	(22)	1	(21)
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	236	267	243	994
10	Other Comprehensive Income / (Loss)	1	(5)	1	(2)
11	Total Comprehensive Income for the period (9+10)	237	262	244	992
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Re.1/- each)	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	–	–	–	–
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)				
	a. Basic	0.30	0.33	0.30	1.24
	b. Diluted	0.30	0.33	0.30	1.24

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 8th August, 2025 for the quarter ended 30th June 2025 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 8th August, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforesaid results.
2. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
3. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
4. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com** , NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
5. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is an increase in the profit of the Company by Rs.7.42 Lakhs for the quarter ended 30th June 2025.

For Century Extrusions Ltd.
Sd/-
Shivanshu Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 05252910

Place : Kolkata
Date : 08.08.2025

NOTICE INVITING E-TENDER No. 05, Dated: 08/08/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchayat, Purba Bardhaman for the work of Installation of Submersible with tank & tap. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **19/08/2025 up to 11.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **21/08/2025 up to 11.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.

NIT no.294/NIT/CFC-T/K2GP/2025 (1 nos drain) & **NIT no.295/NIT/CFC-T/K2GP/2025** (2 nos new sinking tubewell) date **07/08/2025** Published on eNIT site on **09/08/2025** Fund:15th CFCG Tied(24-25) For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

sd/-
Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

Short Notice Inviting Tender

SNIT invited by the Executive Engineer, Mayurakshi E & M Division, I&WD, Siuri, **SNIT No- WBIW/EE/MEMD/SNIT-08/2025-26** for "Hiring of a 40KVA DG set on emergent basis at Tilpara Barrage, Siuri, Birbhum. Last date of application **13/08/2025 up to 14:00 Hrs. & Dropping 14/08/2025 up to 15:00 Hrs**. Detailed SNIT may be seen at **www.wbiwd.gov.in**.

Sd/- Executive Engineer
Mayurakshi E & M Division. Birbhum-731101
Ph:03462-255057

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী তনুশ্রী পাড়ুই, স্বামী- শুভঙ্কর পাড়ুই, ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ সাঃ রেজিঃ অফিস ডোমজুড় অন্তর্গত মৌজা- দফরপুর গ্রামে, জে.এল.নং ৩৮, হাঃ ৪৭৭, ১৪১৫ / ১, ১১২/১, ৩১৭/২, ৬৯০ / ৩ ও ১৮২৪/ ১ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ও হাঃ ৫৯১,৫৯২ ও ১২১৯ নং দাগে, ২.৪৮ শতঃ সম্পত্তি রাকেশ কুমার সাহার নিকট হইতে ডোমজুড় অফিসে বুক ১ (১৮৩৬ / ২০২৫) নং দলিলে খরিদ করেন। রাকেশ কুমার সাহা ডোমজুড় অফিসে বুক ১ (৪৭৬৯ / ২০১৯) নং দলিলে রাকেশ চক্রবর্তী নিকট হইতে খরিদ করেন।
রাকেশ চক্রবর্তী আমমোক্তার দলিল মূলে দফরপুর নিবাসী সন্দীপ মেদ্দা, পিং- শ্রীকান্ত মাদ্দা প্রাপ্ত দিং হইয়া, গত ইং ২০১৮ সালে ডোমজুড় অফিসে ২৯০ ও ২৯৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate- ASIT KUMAR DE
HOWRAH JUDGES COURT
Mb. no. 9830865806

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail: dahaparagp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NITe)** No: 03/DGP/15TH FC/2025-26, Dated: 08-08-2025. The last date for Online submission of tender **18-08-2025 up to 11:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

টেন্ডার

NOTICE INVITING E-TENDER No. 06, Dated: 08/08/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchayat, Purba Bardhaman for the work of Const. of CC Cover Drain with Sock Pit. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **19/08/2025 up to 11.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **21/08/2025 up to 15.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধরনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী সুব্রত মন্ডল, পিতা- অশোক মন্ডল, ও পাপিয়া মন্ডল, স্বামী-তিলক মন্ডল সাং- মাকড়দহ, হাওড়া, গত ইং ২০.০২.২৪ তাঃ ADSR DOMJUR রেজিঃ কৃত ০৭৬৩ ও ০৭৬৪ নং দলিল মূলে রেজিঃ কৃত, মাকড়দহ, হাওড়া, অমল কুঃ ব্যানার্জ্জী, পিতা গোবিন্দলাল ও কেয়া ব্যানার্জ্জী স্বামী -অমল কুঃ ব্যানার্জ্জী মহাশয় / মহাশয়ার পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার বালিটিকুরী, হাওড়া, নিবাসী অসিত হাজরা, পিং ঁনারায়ন চন্দ্র হাজরা (ADSR DOMJUR, রেজিঃ কৃত আমমোক্তার নং ৩২৯ / ১২) এর নিকট হইতে মৌজা অঙ্কুরহাটি, গ্রামে জে. এল. ৩০, হাঃ ৭৪৪, ৬১৮ ও ১৯২২ নং খতিঃ ভুক্ত, সাঃ ২০৩৩, হাঃ ২০৩৪, নং দাগে, ৪২৪ শতঃ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য ডোমজুড় বি.এল.আর ও তে আবেদন করেন, যদি করো কোনরূপ আপত্তি থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

Advocate- ASIT KUMAR DE
HOWRAH JUDGES COURT
Mb. no. 9830865806

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর পক্ষে, উপ-প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী / প্ল্যান্ট, যান্ত্রিক কর্মশালা, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরখপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডারিং) খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ- দরপত্র নম্বর এবং কাজের বিবরণঃ- **EL-MWS-GKP-2025-26-10**, যান্ত্রিক কর্মশালা, গোরখপুরে ভারী ক্ষয়প্রাপ্ত নন-এসি LHB কোচের আন্ডার ফ্রেম এবং আপার ফ্রেম সরঞ্জামের বৈদ্যুতিক কেবল স্ট্রিপিং এবং রিফিটিং, আনুমানিক মূল্যঃ ৪১,৪০,০০০.০০, বকেয়া অর্থঃ ৮২,৮০০.০০, দরপত্র নথির মূল্যঃ ০.০০, গ্রহণযোগ্যতা পত্র জারির তারিখ থেকে সমাপ্তির সময় / সময়কাল - ১২ মাস। দ্রষ্টব্য- ১. অনলাইনে ই-টেন্ডার ২৯.০৮.২০২৫ তারিখে দুপুর ১৩.০০ টা পর্যন্ত জমা দেওয়া হবে। ২. সম্পূর্ণ বিবরণ এবং দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুগ্রহ করে ভারতীয় রেলওয়ে **IREPS** এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

উপ-প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশল (WS.)
গোরখপুর
CPRO/EL-115

"ট্রেনে অগ্নিদাহ্য বস্তু নিয়ে ভ্রমণ করবেন না"

NOTICE INVITING E-TENDER No. 04, Dated: 08/08/2025

The Prodhan Chaktentul Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Chaktentu Gram Panchayat, Purba Bardhaman for the work of Const. PCC Road. Date of closing of submission of Technical & Financial Bid. (Online): **19/08/2025 up to 11.00 IST.** Date of opening or Technical Bid: **21/08/2025 up to 11.00 IST.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Chaktentul Gram Panchayat.

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
CIN : L67100WB1986PLC040201
Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069(W.B)
Tele Fax.(033)22430376, **Email. :** ashirwadssteels@gmail.com,
Web Site : www.ashirwadsteels.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025

(Rupees in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter ending 30.06.2025 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended in the previous year 30.06.2024 (Unaudited)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
1)	Total Income from operations	104.84	104.54	429.94
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	71.16	77.69	309.73
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	71.16	77.69	309.73
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	49.90	59.70	229.66
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising of Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income]	80.37	73.88	227.13
6)	Equity Share Capital	1,250.00	1,250.00	1,250.00
7)	Earnings per share (Face value 10/- each):			
	a) Basic ₹	0.40	0.48	1.84
	b) Diluted ₹	0.40	0.48	1.84

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) The full format of Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Indian Accounting Standards) Rules,2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.
4) The figures of previous periods have been re-grouped whereever necessary to make them comparable with those of the current period.
5) The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and the Statutory Auditor's and thereafter approved and adopted by the Board of Directors at their respective meetings held on August , 08 2025.

For and on behalf of the Board of Directors of Ashirwad Steels & Industries Limited
Sd/-
Dalbir Chibbar
Managing Director
DIN: 00550703

Place : Kolkata
Date : 08.08.2025

হিন্ডকন কেমিক্যাল লিমিটেড
সিআইএনঃ এল২৪১১৭ডব্লুবি১৯৯৮পিএলসি০৮৭৮০০
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৬২বি, ব্রণফেল্ড রো, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০২৭
ইমেল আইডিঃ contactus@hindcon.com, ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com

নিরীক্ষিত সমন্বিত আর্থিক ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্তসার ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের জন্য

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: ৩ মাস সমাপ্তি ৩০.০৬.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: পূর্ববর্তী ৩ মাস ৩১.০৩.২০২৫ পরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: সমতুল্য পূর্ববর্তী ৩ মাস শেষে ৩০.০৬.২০২৪ অনিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,৫৩০.৭৯	৫,৮৪৭.৯১	১,৩২৬.৬৩
২.	সময়ের জন্য নিট মুনাফা (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম#)	১৮৮.৪০	৫২২.৬৭	১৮৯.২৮
৩.	কর পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম-এর পরে#)	১৮৮.৪০	৫২২.৩৭	১৮৯.২৮
৪.	কর পরবর্তী সময়ের জন্য নিট মুনাফা (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে#)	১৩৫.৪১	৩৮৩.০০	১৩১.৫২
৫.	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত (ক্ষতি)/লাভ (যার মধ্যে রয়েছে {ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয় এবং অন্যান্য বিস্তৃত (ক্ষতি/কর-পরবর্তী আয়})	১৫৭.০৬	৪৫০.৫২	৩১৪.৮১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০	৭৬৭.২০
৭.	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ বাদে)	-	৪,৬৩৫.৪২	-
৮.	প্রতি শেয়ার আয় (প্রতিটি ২ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ থাকা কার্যক্রমের জন্য)-**			
	মূল	০.৩৫	১.০০	০.৩৪
	মিশ্র	০.৩৫	১.০০	০.৩৪

কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোনও আইটেম নেই।
** উপরে উপস্থাপিত ইপিএস বার্ষিক নয়।

স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: জানুয়ারি-২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি: মার্চ-২৫ পরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি: সমতুল্য ৩ মাস শেষে জানুয়ারি ২০২৪ অনিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট রাজস্ব	১,৫২৯.১৪	১,৫৫০.৮৮	১,৩২৫.২১
২.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে কর-পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	১৯৩.৩৫	৮৫.৪৩	১৮৯.০৫
৩.	অব্যাহত কার্যক্রম থেকে লাভ/(ক্ষতি) কর-পরবর্তী	১৪০.৩৬	৬৫.৮৪	১৩২.৭১

মন্তব্যঃ

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইট - (https://www.hindcon.com) এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট - (www.nseindia.com) এ পাওয়া যাবে।

২. কোম্পানি বার্ষিক ভিত্তিতে একত্রিত আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং একত্রিত আর্থিক পরিসংখ্যানের মধ্যে কোম্পানির সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিন্ডকন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং এলএলপি অর্থাৎ মেসার্স হিন্ডকন স্পেশালিটি কেমিক্যালস এলএলপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ০৮.০৮.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং বছরের জন্য নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) সম্পর্কে অ-পরিবর্তিত প্রতিবেদন প্রদান করেছেন।

৪. বর্তমান সময়ের পরিসংখ্যানের সাথে নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনর্গঠিত/পুনর্গঠিত করা হয়েছে।

৫. কোম্পানির ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ কোন আইটেম নেই।

বোর্ডের পক্ষে
হিন্ডকন কেমিক্যালস্‌ লিমিটেড-এর জন্য
স্বা/-
(সঞ্জয় গোয়েঙ্কা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএন-০০৮৪৮১৯০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৮ আগস্ট, ২০২৫

চোট সমস্যার জের! ডায়মন্ড হারবার ম্যাচে নেই বাগানের এই ফুটবলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ যথেষ্ট ভালো ছন্দের মধ্যে দিয়েই ডুরান্ড কাপ শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। টুর্নামেন্টের দুইটি ম্যাচে অতি সহজেই এসেছে জয়। গত মাসের শেষের দিকে ময়দানের তৃতীয় প্রধান তথা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে সহজ জয় পেয়েছিল লিস্টন কোলাসোরা। তারপর কিছুদিন আগেই সেই ছন্দ বজায় রেখেই বড় ব্যবধানে বিএসএফ দলকে পরাজিত করে সাহাল আব্দুল সামাদরা। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি সমর্থকরা। এবার আগামী ৯ই আগস্ট গ্রুপ পর্বের অন্তিম ম্যাচ খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে কিবু ভিকুনার শক্তিশালী ডায়মন্ড হারবার এফসি। কাজেই এবার লড়াইটা যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন হোসে মোলিনা। বিগত কয়েক দিন ধরে সেইমতো গোটা দলকে প্রস্তুত করেছেন আইএসএল জয়ী এই বিদেশি কোচ। তবে গত বৃহস্পতিবার অনুশীলন চলাকালীন চোটের কবলে পড়তে হয় তরুণ

ফুটবলার কিয়ান নাসিরিকে। জানা গিয়েছে, প্র্যাকটিস চলাকালীন গোড়ালিতে গুরুতর চোট পান এই ভারতীয় ফুটবলার। যারফলে পরবর্তীতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। যারফলে ডায়মন্ড হারবার দলের বিপক্ষে তাঁর খেলার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বললেই চলে। এছাড়াও গ্রুপ পর্বে তৃতীয় ম্যাচে অনিশ্চিত সুহেল আহমেদ ভাট। পাশাপাশি দুইটি হলুদ কার্ড থাকায় কিবু ভিকুনার দলের বিরুদ্ধে হয়তো মাঠে থাকবেন না দলের তরুণ ডিফেন্ডার দীপেন্দু বিশ্বাস। তাঁদের পরিবর্তে এবার সিনিয়র ফুটবলারদের রেখেই স্কোয়াড সাজাতে চলেছেন মোলিনা। এছাড়াও বিএসএফ ম্যাচের মতোই দলের বেশকিছু বিদেশি ফুটবলারদের মাঠে নামিয়ে দেখে নিতে পারেন সবুজ-মেরুনের হেডস্যার।

কলকাতায় এসে গেলেন বাগান সমর্থকদের নয়নের মনি দিমিত্রি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ বর্তমানে ভারতীয় ক্লাব ফুটবলের ক্ষেত্রে সাফল্যের চরম শিখরে রয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। শেষ সিজনে প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ের পাশাপাশি লিগ কাপ ও এসেছিল গঙ্গা পাড়ের এই ক্লাব তাঁবুতে। এবারের এই মরসুমে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই এখন অন্যতম লক্ষ্য মেরিনার্সদের। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও সাফল্য এনে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য রয়েছে দলের শুরু করেছিল যে কবে শহরে আসবেন আপামর বাগান জনতার প্রাণ ভোমরা দিমিত্রি পেত্রাতোস। জানা গিয়েছিল যে সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৭ই আগস্ট মধ্যরাতেই শহরে দেখা যাবে এই অজি ফুটবলারকে। অর্থাৎ ৮ই আগস্ট সকালের মধ্যেই দলের সঙ্গে দেখা যাবে সকলের প্রিয় দিমিকে। সেটাই হয়েছে এবার। ৭ই আগস্ট রাত ১২ টা বেজে ৪৫ মিনিটের মধ্যেই কলকাতার মাটিতে পা রাখেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তারপর ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে কিছু সময়

সকল ফুটবলারদের। সেজন্য, এবারের এই ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপকে কার্যত প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট হিসেবেই দেখছেন বাগান কোচ। বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে দল প্রথম ম্যাচ খেললেও সপ্তাহ খানেক আগেই শহরে এসে গিয়েছিলেন মোলিনা। তারপর থেকেই ধীরে ধীরে কলকাতায় আসতে শুরু করে বাগানের সকল বিদেশি ফুটবলাররা। গত সপ্তাহের শেষের দিকেই এসে গিয়েছিলেন দলের দুই তারকা ডিফেন্ডার তথা টম অলড্রেড এবং আলবার্তো রড্রিগেজ। তারপর গত সোমবার মধ্যরাতে শহরে এসেছেন আক্রমণভাগের অন্যতম দুই স্তম্ভ। তথা জেসন কামিন্স এবং জেমি ম্যাকলারেন। যাদের নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল সমর্থকদের মধ্যে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পরেই বিমান বন্দর থেকে বেড়িয়ে আসেন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের এই ফুটবলার। তাঁকে একবার সামনে দেখতে এবং তাঁর ছবি লেন্স বন্দি করে রাখতে বহু আগে থেকেই ভিড় জমাতে শুরু করে দিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। তাঁদের সামাল দিতে গিয়ে কার্যত হিমশিম খাওয়ার মতো পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল নিরাপত্তা রক্ষীদের। তারপর দিমি বেড়িয়ে আসতেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছাসে মেতে ওঠেন সমর্থকরা। বিগত কয়েক সিজন ধরে মোহনবাগানের জার্সিতে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিয়ে আসছেন এই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার। ডার্বি জয়ের পাশাপাশি তাঁর দৌলতে একাধিক ট্রফি জিতেছে মোহনবাগান। এবার ও নিজের চেনা ছন্দ বজায় রাখতে চাইবেন দিমি।

এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে গেলেন পন্থ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কি টেস্ট সিরিজ খেলবেন?

মুম্বই, ৮ আগস্টঃ ৯ সেপ্টেম্বর থেকে আমিরশাহিতে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে হবে এবারের টুর্নামেন্ট। ভারত রয়েছে গ্রুপ 'এ'-তে। টিম ইন্ডিয়া অভিযান শুরু করবে ১০ সেপ্টেম্বর, আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে। ১৪ তারিখ রয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মেগা ম্যাচ। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৯ সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রতিপক্ষ ওমান। এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে কারা সুযোগ পাবেন, সেই নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। জানা গিয়েছে, সম্ভবত টিম ইন্ডিয়ার লাল বলের অধিনায়ক শুভমান গিলের হাতেই তুলে দেওয়া হতে পারে অধিনায়কের দায়িত্ব। পাশাপাশি ঋষভ পন্থ এশিয়া কাপ খেলবেন কি না, তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে এখন পর্যন্ত যা খবর পাওয়া গিয়েছে, ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটারকে শুধু এশিয়া কাপে নয়, ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও পাওয়া যাবে না। ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের চতুর্থ ম্যাচে পায়ের আঙুলে চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় ক্রিস ওকসের ইয়র্কার রিভার্স সুইপ করতে যান পন্থ। বল লাগে তাঁর ডান পায়ের আঙুলে। সঙ্গে পাওয়ার পর ঋষভকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্ক্যান রিপোর্টে জানা যায়, ভেঙে গিয়েছে তাঁর আঙুল। চিকিসকরা তাঁকে ছয় সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেন। ঋষভকে ছাড়াই সিরিজের শেষ টেস্টে ওভালে

সঙ্গে রক্তাক্ত পন্থ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন। সে সময় তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও ছিল না। এরপর সাপোর্ট স্টাফদের সহায়তায় গলফ কার্টে করে মাঠ ছাড়লেও পরে ফের ব্যাট করতে নামেন তিনি। চোট নামে টিম ইন্ডিয়া। এদিকে, এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু এশিয়া কাপেই নয়, পন্থকে পাওয়া যাবে না আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও।

ইংল্যান্ড সফরে ভেঙেছিল হাতের আঙুল! দলীপ থেকে ছিটকে গেলেন করুণ নায়ার

লখনউ, ৮ আগস্টঃ শুভমান গিলের টিম ইন্ডিয়া ওভালে জিতে ইংল্যান্ড-ভারত পাঁচ টেস্টের সিরিজ ২-২ সমতায় শেষ করেছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি পরবর্তী যুগে তরুণ ভারতীয় দলের কাছে এই জয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু রোহিত-বিরাট নন, এবারের ইংল্যান্ড সফরে ছিলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন, মহম্মদ সামির মতো পোড় খাওয়া ক্রিকেটাররাও। সেই সঙ্গে গোটা সফর জুড়ে টিম ইন্ডিয়াকে ভুগতে হয়েছে ক্রিকেটারদের চোট-আঘাত নিয়ে। ওভালে পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে মহম্মদ সিরাজ দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে নয় উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড ভেঙে দেন হায়দরাবাদের এই পেসার। বিশেষত টেস্টের শেষ দিনে তাঁর তিন উইকেট শিকার এখনও আলোচ্য বিষয়। ভারত ওভালে জেতে ছয় রানে। গোটা সিরিজ জুড়েই দুর্দান্ত খেলেছে শুভমান ব্রিগেড। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সিরিজের ফলাফল ভারতের পক্ষে হতেই পারত। এবারের ইংল্যান্ড সফরে ভারতের সব থেকে বড় সমস্যা ছিল ক্রিকেটারদের চোট। ঋষভ পন্থের পায়ের আঙুল ভেঙে যাওয়ায় তিনি ওভাল টেস্টে খেলতে পারেননি। ম্যাঞ্চেস্টারে চতুর্থ টেস্টে চোট পেয়েছিলেন ভারতের এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। সেই অবস্থাতেই ব্যাট করে অর্ধশতক হাঁকান পন্থ। তবে শুধু তিনিই নন, চোটের কবলে পড়েছেন নীতীশকুমার রেড্ডি, অর্শদীপ সিং, আকাশ দীপরাও। কিন্তু ইংল্যান্ড সফর চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার আরও এক সদস্য। কিন্তু তাঁকে নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। তিনি হলেন করুণ নায়ার। আট বছর অপেক্ষার পর ভারতীয় টেস্ট দলে ফিরেছিলেন এই মিডল-অর্ডার ব্যাটার। ওভালে শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার সময় আঙুলে চোট পান করুণ। এমনকি তাঁর আঙুলে ছোটখাটো ফ্র্যাকচারও হয়। জানা গিয়েছে, চোটের কারণে আসন্ন দলীপ ট্রফিতে মধ্যাঞ্চলের হয়ে খেলতে পারবেন না করুণ। যদিও প্রত্যাবর্তন সিরিজে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেননি করুণ। চার ম্যাচে একটি অর্ধশতক-সহ করেছেন ২০৫ রান। ভারতের মিডল-অর্ডারে তিনি ভরসা জোগাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ছাড়ার অনুরোধ রাজস্থান রয়্যালসকে, ধোনির টিমে সঞ্জু স্যামসন!

জয়পুর, ৮ আগস্টঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগামী মরসুমের আগে অনেকটা সময় রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই শোনা গিয়েছিল, রাজস্থান রয়্যালসের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারকে ট্রেডিংয়ে নিতে চাইছে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। এর মধ্যে রয়েছেন খোদ ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসনও। রাজস্থান ক্যাপ্টেন নিজেও আগ্রহী টিম ছাড়তে! জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইটের খবর অনুযায়ী, রাজস্থান রয়্যালসকে ক্যাপ্টেন সঞ্জু স্যামসন অনুরোধ করেছেন তাঁকে রিলিজ করার জন্য। আগামী সংস্করণে মিনি অকশন নাকি ট্রেডিংয়ে অন্য দলে যাবেন, তা খুব তাড়াতাড়িই হয়তো খোলসা হয়ে যাবে। আইপিএলের গত সংস্করণে রাজস্থান রয়্যালস ক্যাপ্টেনের সঙ্গে টিম ম্যানেজমেন্টের যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, তা বোঝা গিয়েছিল। টিমের অনেক সিদ্ধান্তেই মত ছিল না ক্যাপ্টেনের। তাঁকে সেই অর্থে গুরুত্বও দেওয়া হয়নি। মরসুমের প্রথম তিন ম্যাচে ফুল ফিট না থাকায় স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রিয়ান পরাগ। পরের দিকে হাতে গোনা ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন সঞ্জু। সূত্রের খবর, আইপিএল শেষেই টিম ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন ক্যাপ্টেন। যদিও পরিষ্কার কোনও জবাব মেলেনি। মনে করা হচ্ছে হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে আলোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাজস্থান ছাড়লে চেন্নাই সুপার কিংসে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল সঞ্জু স্যামসনের।

কোচ খুঁজছে বিসিসিআই, যোগ্যতা থাকলে আবেদন করতে পারেন আপনিও

মুম্বই, ৮ আগস্টঃ সেন্টার অব এক্সিলেন্সের জন্য নতুন কোচ খুঁজছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিখ্যাত বোলিং কোচ ট্রয় কুলি-সহ পুরনো কোচরা বিদায় নিয়েছেন। তাই বিসিসিআই সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের জন্য নতুন কোচিং স্টাফ খুঁজছে। বোলিং, ব্যাটিং, ক্রীড়া বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিভাগের শীর্ষ পদের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির বোলার ও ইংল্যান্ডকে অ্যাশেজ জেতানো বোলিং কোচ কুলির সঙ্গে বিসিসিআইয়ের তিন বছরের মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বর্ধিত মেয়াদে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ৫৯ বছরের এই কোচ এনসিএ-তে বোলিং কোচ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ২০২১ সালের শেষ দিকে। কুলির পরিবর্ত হিসাবে নাম উঠেছে প্রাক্তন ভারতীয় পেসার ভিআরভি সিংয়ের। জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা ভিআরভির সেন্টার অব এক্সিলেন্সে কুলীর অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অবশ্য শুধু বোলিং কোচ নয়, বেশ কিছু পদ এখন খালি রয়েছে। কারণ মেয়াদ শেষ হয়েছে মেডিক্যাল টিমের প্রধান নীতীন প্যাটেল-সহ আরও কিছু সাপোর্ট স্টাফের। প্রায় তিন বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নীতীন চলতি বছরের মার্চ মাসে পদত্যাগ করেন। পাশাপাশি স্পিন-বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলেও সিওই থেকে পদত্যাগ করার পর আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসে সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে যোগ দিয়েছেন। এর আগে এনসিএ-র কোচ ছিলেন সীতাংশু কোটাক। তিনি এখন টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে যুক্ত। তাই তাঁর ছেড়ে যাওয়া পদটিও খালি রয়েছে।

প্রাক্তন ভারতীয় ব্যাটার ভিভিএস লক্ষ্মণ এখন সিওই-র প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর মেয়াদও শেষ হবে। তিনি হয়তো মেয়াদ বাড়াতে রাজি হবেন না। তবে বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত দায়িত্বে থাকার অনুরোধ করা হবে। বৃহস্পতিবার বিসিসিআই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সেখানে বোর্ড জানিয়েছে, সিওই-র আবাসিক কেন্দ্রে ব্যাটিং এবং বোলিং কোচ পদের জন্য আবেদনকারীদের অবশ্যই বিসিসিআই লেভেল-২ বা লেভেল-৩ কোচিং সার্টিফিকেট-সহ প্রথম শ্রেণির বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হতে হবে। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ব্যাটিং কোচের পদের জন্য রাজ্য বা এলিট যুব স্তরে কমপক্ষে পাঁচ বছরের কোচিং অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। বোলিং কোচের ক্ষেত্রেও একই যোগ্যতাবলী রাখা হয়েছে। এই উভয় পদের জন্য প্রাসঙ্গিক সফটওয়্যারের প্রযুক্তিগত জ্ঞানও আবশ্যক। স্পোর্টস মেডিসিন প্রধান পদের জন্য, প্রার্থীদের ক্রীড়া বিজ্ঞান বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডক্টরেট অগ্রাধিকারযোগ্য) এবং বহু-বিষয়ক পারফরম্যান্স দল পরিচালনার নেতৃত্বের ভূমিকা-তে কমপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদন পাঠানোর শেষ তারিখ ২০ আগস্ট।

রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করতে কলকাতা লিগের ফুটবলারের দিকে নজর দুই প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ আগস্টঃ প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে বর্তমানে খুব একটা ছন্দে নেই কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। অন্যান্য বছর গুলিতে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের সর্বাত্মক দাপট থাকলেও এবার পয়েন্টের নিরিখে অনেকটাই পিছিয়ে লাল-হলুদ এবং সবুজ-মেরুন। তবে শুরুটা খুব একটা খারাপ ছিল না ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের। মেসার্স ক্লাবকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ শুরু করলেও পরবর্তী ম্যাচ গুলিতে যথেষ্ট হতাশাজনক পারফরম্যান্স ছিল বিনো জর্জের ছেলেদের। একাধিক পয়েন্ট নষ্টের পাশাপাশি পরাজিত হতে হয়েছিল বেশ কয়েকটি ম্যাচ। মামনী পাঠচক্রের কাছে পরাজিত হয়েই পরবর্তীতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ডার্বি খেলতে নেমেছিল মশাল ব্রিগেড। হারের ধাক্কা কাটিয়ে সেই ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট ঘরে তোলাই এখন অন্যতম লক্ষ্য ছিল মশাল ব্রিগেডের। সেই অনুযায়ী জুনিয়র ফুটবলারদের পাশাপাশি সিনিয়র ফুটবল দল থেকে প্রায় একাধিক ফুটবলাদের তালিকা ভুক্ত করেছিল লাল-হলুদ শিবির। যাদের

মধ্যে ছিলেন ডেভিড লালহানসাঙ্গা থেকে শুরু করে এডমুন্ড লালরিন্ডিকা, লালরামসাঙ্গাৎ লাইচুন ও মার্ক জোথানপুইয়ার মতো ফুটবলার। সুহেল আহমেদ ভাট ও কিয়ান নাসিরিদের সাথে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের শেষে এক গোলের ব্যবধানে জয় পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বজায় থাকেনি সেই ধারাবাহিকতা। গত ম্যাচেই পুলিশ দলের কাছে আটকে গিয়েছে বিনো জর্জের ছেলেরা। অন্যদিকে, পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের কাছে পরাজিত হয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ডেগি কার্ডোজোর ছেলেরা। যদিও পরবর্তীতে জয় পেতে শুরু করেছিল সবুজ-মেরুন। ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দলের কাছে পরাজিত হতে হলেও পরের ম্যাচ গুলিতে ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ মেরিনার্সদের কাছে। তবে এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিভিন্ন মাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে নিজেদের দলের রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করতে এবার সিএফএলের তরুণ ফুটবলার আমিল নাইমকে নিতে আগ্রহী দুই দল। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান। যদিও এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে কোনও বিশেষ কিছু সামনে আসেনি। তবে শোনা যাচ্ছে পুলিশ দলের এই ফুটবলারের দিকে নজর রাখছে ময়দানের দুই ক্লাব।

'বাবা আমি এবারও সুযোগ পেলাম না!'

ফের একবার বঞ্চনার পর হতাশায় কতটা ভেঙে পড়েন অভিমন্যু?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আলোর নীচে অন্ধকারের মতোই ইংল্যান্ড সিরিজের দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য অনেক কঠিন প্রশ্ন সামনে দাঁড় করিয়েছে। যার মধ্যে একটি প্রথম একাদশ বাছাই নিয়ে। দলে স্থিতাবস্থা আসেনি। ওয়ান ডাউনে কে, ছয়ে-ই বা কে নামবে, বুমরাহর পাকাপাকি বিকল্প কে হতে পারেন?-এই নিয়ে এখনও চর্চা চলছে। এসবের মধ্যে কাঁটা হয়ে বিঁধছে অভিমন্যু ঈশ্বরনকে ফের একবার সুযোগ না দেওয়ার বিতর্ক। জাতীয় দলের স্কোয়াডে ডাক পাওয়ার পর মোট ৯৬১ দিন কেটেছে। কিন্তু একটি ম্যাচেও টিম ইন্ডিয়ার ব্যাগি ব্লু টুপি মাথায় দেওয়ার সুযোগ পাননি অভিমন্যু। তাঁকে টপকে কারা কারা সুযোগ পেয়েছেন সেই তালিকা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ঘরোয়া ক্রিকেট হোক চায় প্রস্তুতি ম্যাচ-সবেতেই রান কুড়নো সত্ত্বেও জাতীয় দলের বন্ধ দরজার তালা কিছুতেই খুলতে পারছেন না প্রতিভাবান ব্যাটার। এটা নেহাতই দুর্ভাগ্য? নাকি তিনি পরিকল্পিত বঞ্চনার শিকার? ইংল্যান্ড সিরিজশেষে প্রশ্নটা ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। অনেকের মতোই জবাব জানা নেই ঈশ্বরনের বাবা রঙ্গনাথন পরমেশ্বরন ঈশ্বরনের। শুধু এটুকু বুঝেছেন, ছেলে আরও একবার জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিতে না পেরে বিরক্ত এবং কিছুটা হলেও ক্রুদ্ধ। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''ও সুযোগ না পেয়ে হতাশ। যখন ফোন করলাম অভিমন্যু বলল, 'বাবা আমি এখনও জায়গা করে নিতে পারলাম না'!'' যদিও অবসাদ দু'দিনের। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে ঘরোয়া

মরশুমের প্রস্তুতি ছকে ফেলেছেন ঈশ্বরন। রঙ্গনাথনের বাবার কথায়, ''ও প্রথমে বেঙ্গালুরু উড়ে যাবে দলীপ ট্রফির প্রস্তুতির জন্য। ১০-১২ দিন থাকবে। তারপর কিছুদিনের জন্য দেরাদুনে আসবে। ফের ফিরে যাবে। এই মুহূর্তে খুব বিচলিত ও। কিন্তু আমায় জানিয়েছে, যে স্বপ্ন গত ২৩ বছর ধরে বুনেছি, সেটা একটা কি দুটো ম্যাচে সুযোগের অভাবে ভেঙেচুরে যেতে পারে না।'' এই পরিস্থিতিতে কতটা পাশে রয়েছে দল? কী বক্তব্য টিম ম্যানেজমেন্টের? রঙ্গনাথনের জবাব, ''গৌতম গম্ভীর ওকে বলেছেন, 'তুমি ঠিক কাজ করছ। নিজের প্রাপ্য সুযোগ ও টানা সুযোগ পাবে। আমি তোমায় একটা কি দুটো ম্যাচের পর বাদ দেব না'!'' ন্যায্য সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন গম্ভীর। কিন্তু তা মিলবে কবে? এই ক'বছরে অভিমন্যু বহুবার দলের সঙ্গে বিদেশে সফরে গিয়েছেন। নাম উঠেছে ব্যাকআপ ওপেনার হিসেবে। কিন্তু প্রথম একাদশের ক্যাপ মাথায় পরার সুযোগ পাননি। প্রথমবার ডাক পাওয়ার পর তাঁকে ডিঙিয়ে যাঁরা দলে নাম লিখিয়েছেন, তাঁরা হলেন-কেএস ভরত, সূর্যকুমার যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, রজত পাটিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, আকাশ দীপ, দেবদত্ত পাড়িক্কল, নীতীশকুমার রেড্ডি, হর্ষিত রানা, সাই সুদর্শন ও অংশুল কম্বোজ। এঁদের সকলেই কি ধারেভারে, যোগ্যতায়-গুণমানে অভিমন্যুর চাইতে এগিয়ে? কীসের ভিত্তিতে এত খেলোয়াড়ের ভিড়ে নাম তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি? করুণ নায়ার বাদ পড়ার পর যদি একই সিরিজে ফের কামব্যাক করতে পারেন, তাহলে অভিমন্যুকে খেলানো হচ্ছে না কেন? প্রশ্ন অনেক। জবাব অধরা। এতকিছুর মধ্যে যেটা সবচাইতে বিস্ময়কর, তা হচ্ছে, কেরিয়ারে যতবার স্কোয়াড সদস্য হয়ে বিদেশ সফরে গিয়েছেন, ততবার অধিনায়ক ও কোচের কুর্সিতে নতুন নতুন মুখ দেখেছেন। শুরুটা হয়েছিল রোহিত শর্মাকে দিয়ে। আপাতত থিঙ্ক ট্যাঙ্কের শীর্ষে গৌতম গম্ভীর। কিন্তু কুর্সি বদলালেও ভাগ্যের ফের কাটেনি। জোটেনি জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়ানোর সুযোগ। একবারও না! গত বছর বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি এবং এ বছর অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফি। দু-দুটো হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্টে দলে থেকেও শিকে ছেঁড়েনি অভিমন্যুর। এটা কি নিছক মন্দভাগ্য? ব্যতিক্রমী দুর্দশা? নাকি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র? জবাব না হোক, জবাবের একটা সংকেত আগামী সিরিজে মিললেও মিলতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com